চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
# জাগরণ
গৌরবের ৬৫ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com
JAGARAN ■ 26 May 2019 ■ আগরতলা, ২৬ মে, ২০১৯ ইং ■ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

# আদর্শ মেনে জোট করতে হয়, সৎ ব্যক্তিদেরই বেছে নেয় দেশ : মোদী

**নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.):** আদর্শ মেনে জোট করতে হয়। নাহলে কোনও লাভ হয় না। কারণ, সৎ ব্যক্তিদেরই বেছে নেয় দেশ। তাই অহঙ্কার না করে জনাদেশ মানুন। শনিবার সংসদের সেন্ট্রাল হলে এনডিএ-এর সাংসদদের সভায় দ্বিতীয়বারের জন্য এনডিএ-র নেতা নির্বাচিত হয়ে একথা বলেন নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি এদিন সেন্ট্রাল হলে উপস্থিত সাংসদদের প্রতি তাঁর উপদেশ, কখনও অহংকারকে প্রশ্রয় দেবেন না। ভিআইপি কালচারে অভ্যস্ত হয়ে উঠবেন না।

সদ্য শেষ হওয়া র লোকসভা নির্বাচনে দেশের ৫৪২টি আসনের মধ্যে ৩০৩টি আসন একাই দখল করে বিজেপি। এনডিএ জোট পেয়েছে ৩৫৩টি আসন ঊ ২৩ মে মহাবিজয়ের পর প্রত্যেকেরই নজর এখন প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদীর মহাভিষেকের দিকে। তার আগে শনিবার সংসদের সেন্ট্রাল হলে হাজির ছিল বিজেপি সহ এনডিএ-র সব শরিক দল। দ্বিতীয়বারের পর জন্য বিপুল ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসার পর শনিবার সংসদের সেন্ট্রাল হলে মিলিত হন এনডিএ-এর সাংসদরা। এই বৈঠকে সর্বসম্মতি ক্রমে নরেন্দ্র মোদীর নাম জোটের নেতা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তিনিই হবেন পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী ঊ এদিন সভার প্রথমে সংসদীয় দলনেতা হিসেবে তাঁর নাম প্রস্তাব করেন শিরোমণি অকালি দলের প্রধান প্রকাশ সিং বাদল। তাঁর এই প্রস্তাব সমর্থন করেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডি(ইউ) প্রধান নীতীশ কুমার, শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে ও লোক জনশক্তি পার্টির সুপ্রিমো রামবিলাস পাসোয়ান-সহ অন্যরা।

এরপর এনডিএ সাংসদদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রথমেই সামনে রাখা সংবিধানকে প্রণাম করেন মোদী। তাঁকে দলনেতা নির্বাচিত করার জন্য এনডিএ সাংসদদের ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি অভিনন্দন জানান প্রথমবার নির্বাচিত হওয়া সাংসদদেরও। তারপর বিজেপি ও এনডিএ-র এই জয়ের জন্য ধন্যবাদ জানান কর্মী-সমর্থকদের। বলেন, "এনডিএ-র সাংসদরা আমাকে নেতা নির্বাচিত করেছেন। সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার জন্য আমি গর্বিত ও কৃতজ্ঞ। এখান থেকেই নতুন ভারতের যাত্রা শুরু হল। এবার ভারতের লোকসভা নির্বাচন দেখে অবাক হয়েছে গোটা বিশ্ব। আসলে তারা দেখেছে ভারতের গণতন্ত্র এখন অনেক বেশি শক্তিশালী। এর পুরো কৃতিত্বই নির্বাচন কমিশনের। ক্ষমতা বা প্রলোভন কোনওটাই ভোটারদের প্রভাবিত করতে পারেনি। আমরা জনগণের সেবা করেছি তাই তাঁরা আমাদের আর্শীবাদ করেছেন। এই বিপুল জনসমর্থন আমার দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।"

বিরোধীদের কটাক্ষ করে তিনি আরও বলেন, "আদর্শ মেনে জোট করতে হয়। নাহলে কোনও লাভ হয় না। কারণ, সৎ ব্যক্তিদেরই বেছে নেয় দেশ। গণতন্ত্রে সবার উপরে রয়েছে মানুষ। বিশ্বাস হারালে তারা ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়। তাই অহঙ্কার না করে জনাদেশ মানুন।

তিনি বলেন, ২০১৯ সালের ভোট আমার কাছে তীর্থযাত্রার মতো। ভোট ভিক্ষা করতে নয় তীর্থযাত্রা করতে দেশ ঘুরেছি আমি। কোনও বিশেষ সম্প্রদায় নয় আমাদের জেতায় সব ধর্মের সাধারণ মানুষ। গত পাঁচ বছরে দেশ গড়ার কাজ করেছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার চুড়াইবাড়িতে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৫ মে।।** অজ্ঞাত পরিচয় মাঝবয়সী এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে চুড়াইবাড়িতে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে ৮ নং আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের খেরেংজুরি এলাকায়। ঘটনাটি ঘটে গতকাল শেষ রাত্রে। আজ সকালে স্থানীয় জনগণ ইছাইছড়াতে একটি মৃতদেহটি ভাসমান অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে চুরাইবাড়ি থানার ওসি জয়ন্ত দাস সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসাররা ঘটনাস্থলে পৌছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা এটি একটি পরিকল্পিত খুন। তবে ওই মৃতদেহটি এখনো সনাক্ত করা যায়নি। মৃত ব্যক্তি গাড়ির চালক হতে পারেন বলেও অনুমান করা হচ্ছে। তাঁর গলায় একটি দড়ি ঝোলানো অবস্থায় রয়েছে। চুড়াইবাড়ি থানার ওসি-র বক্তব্য, ধারণা করা হচ্ছে তাঁকে খুন করে আত্মহত্যা দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। কারণ, তাঁর কানে, চোখে এবং মুখে রক্তের ছাপ পাওয়া গিয়েছে। ফলে, সঠিকভাবে তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত ঘটনার রহস্য উন্মোচন সম্ভব নয়। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন মহকুমার পুলিশ আধিকারিক। তিনিও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেন। মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কথায়, জাতীয় সড়কের ওপর থেকে ছড়াতে ফেলার সময় ব্রিজের উপর কিছুটা রক্তের দাগও পাওয়া গিয়েছে। ফলে, তদন্ত সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এখনো কিছু বলা সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গত, জাতীয় সড়কের পাশে লরি চালক হত্যা নতুন ঘটনা নয়। এর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## চলতি মাসে ঝড় বৃষ্টিতে ১১৩৭ টি বসতঘর ক্ষতিগ্রস্থ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।।** সাম্প্রতিক ভারী বর্ষণে রাজ্যে ৪৩৪টি বসতঘর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। গোমতি, ঊনকোটি, খোয়াই, উত্তর এবং সিপাহীজলা জেলায় ভারী বর্ষণে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তাছাড়া ধর্মনগর, কৈলাসহর এবং পানিসাগরে ত্রাণ শিবিরে প্রচুর মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। তাছাড়া, চলতি মাসে বিভিন্ন সময়ে ঝড়-বৃষ্টিতে ১১৩৭ টি বসতঘর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুসারে, ২৪ মে রাত থেকে শুরু বৃষ্টিতে গোমতি জেলার উদয়পুর মহকুমার কিল্লা ব্লকে ৮টি এবং মাতাবাড়ি ব্লকে ৯টি বসতঘর আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ভারী বর্ষণে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর পুর পরিষদ এলাকা এবং কুমারঘাটে। কৈলাসহর পুর পরিষদ এলাকায় ভারী বর্ষণে ২৪৬টি বসতঘর আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তাছাড়া, ৬টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। সেখানে ১৬৪টি পরিবারের ৩৫৮ জনকে ঠাঁই দেওয়া হয়েছিল। আজ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় ত্রাণ শিবির থেকে মানুষ ফিরতে শুরু করেছেন। কৈলাসহর মহকুমা শাসকের রিপোর্ট অনুযায়ী বিভিন্ন এলাকায় জল নেমে গিয়েছে। এদিকে, মনু নদীর জলও স্বাভাবিক সীমায় বইছে। দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী কুমারঘাটে ৪৬টি বসতঘর আংশিক এবং একটি ঘর পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

এদিকে, ভারী বর্ষণে নতুন করে ধর্মনগরে বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মনগর এলাকার বেশকিছু গ্রামে উদ্ধার কাজে নেমেছে এন ডি আর এফ-এর টিম। বৃহস্পতিবার রাত দুটো থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত টানা পাঁচ ঘন্টার ভারী বর্ষণের ফলে জলমগ্ন হয়ে যায় ধর্মনগর এলাকার বেশকিছু গ্রাম, তার মধ্যে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কামেশ্বর, সিগনাল বস্তি, টঙ্গীবাড়ি এবং সোনার বাসা গ্রাম। সব মিলিয়ে প্রায় ৬০০ পরিবার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

শুক্রবার ভোর রাত থেকে উদ্ধার কাজ চলছে। ধর্মনগর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রথমে এন ডি আর এফ-এর টিম চারটি বোট নিয়ে উদ্ধার কাজ চালায়। পরবর্তী সময় জল বাড়তে থাকায় আগরতলা থেকে আরও পাঁচটি বোট আনা হয়। ধর্মনগরের মহকুমা শাসক সুবত দাস জানান, এখন পর্যন্ত চারটি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। ধর্মনগর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, ধর্মনগর কলেজ, টঙ্গীবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং টঙ্গীবাড়ি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। তাতে ৩৫৬ জনকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার সকাল থেকেই ধর্মনগর মহকুমা শাসক সুব্রত দাস সহ বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করছেন। জল কমতে থাকায় পরিস্থিতি এখন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আছে। দূর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী, কাকরি এবং জুরি নদীর জল স্বাভাবিক সীমা দিয়ে বইছে।

এদিকে, কাঞ্চনপুর মহকুমার লালজুড়িতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শনিবার সংসদের সেন্ট্রাল হলে এনডিএ নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদীকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

## ফটিকছড়ায় রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বলি এক যুবক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।।** রাজনৈতিক হিংসায় প্রাণ গেল এক যুবকের ঘটনা শুক্রবার রাত্রি আনুমানিক দশটায়। বামুটিয়া বিধানসভার ভাটি ফটিকছড়ার পূর্ব পাড়ায়। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় মিঠু ভৌমিক নামে ৩৫ বছরের এক বিজেপি কর্মী। আহত হন অপর এক কর্মী সঞ্জিত লস্কর। তার কিছুক্ষণ পর উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এদিকে নাশকতা মূলক আগুনে ভস্মীভূত হয় এলাকারই সাধনা দেবনাথ নামে এক সিপিএম সমর্থক এর বাড়িও। এদিন সারা রাত জুড়েই গোটা ভাটি ফটিকছড়া এলাকা জুড়ে তান্ডবের পরিবেশ। লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরই স্থানীয় এক দল যুবক এলাকায় বিজয় মিছিল করছিল। সেখান থেকে সাধনা দেবনাথ নামে এক মহিলার বাড়ির সামনে বাজি ফাটালে বিজেপি কর্মী মিঠু ভৌমিকের সাথে এলাকারই এক সময়কার সিপিএম নেতা রাজকুমার, উত্তম ও চিত্ত দেবনাথদের সাথে সামান্য বাকবিতন্ডা হয়।

তারপর এদিন রাত্রিতেই মিঠু ভৌমিকের রক্তাক্ত দেহ পাওয়া যায় তার বাড়ি যাওয়ার রাস্তার পাশে। সাথেই আহত অবস্থায় পড়ে ছিল সঞ্জিত লস্কর নামে অপর এক যুবক। বর্তমানে সে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নিহতের পরিবারের সদস্যরা খুন কান্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগের আঙ্গুল তুলেন রাজকুমার, উত্তম সহ তার সাঙ্গপাঙ্গদের বিরুদ্ধে। এদিন আনুমানিক রাত্রি তিনটায় লেফুঙ্গা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে এলাকার পরিবেশ শান্ত করে। ঘটনাস্থলে মোহনপুর থেকে একটি দমকলের ইঞ্জিন এসে সাধনা দেবনাথের বাড়িতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ইস্তফা দিতে চেয়েছিলাম দলের জন্য থেকে গেলাম : মমতা

**কলকাতা, ২৫ মে (হি.স.):** মুখ্যমন্ত্রী পদ ছাড়তে চেয়েছিলাম। আমার কাছে চেয়ার বড় নয়। এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর কাজ করা সম্ভব নয়। শনিবার কালীঘাটের বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠকে একথাই জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তবে দল মানতে চায়নি বলেই মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকতে হচ্ছে জানালেন তৃণমূল নেত্রী।

এদিন মমতা জানান, একটাই শর্তে মুখ্যমন্ত্রী থাকতে রাজি, যদি সবাই একজোট হয়ে কাজ করে। মমতা আজ অভিযোগ করে বলেন, নির্বাচন কমিশন বিজেপির হয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## রাজনৈতিক সংকটে আইপিএফটি, দুই মন্ত্রিসহ ছয় বিধায়ক হোঁচট খেলেন লোকসভা নির্বাচনে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।।** ভয়ানক রাজনৈতিক সংকটের মুখে পড়েছে আইপিএফটি। লোকসভা নির্বাচনে বিধানসভা ভিত্তিক ফলাফলে আইপিএফটির দুই মন্ত্রী সহ ছয়জন পরাস্থ হয়েছেন। বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র তের মাসেই দলের এই বিপর্যয় হয়তো ভাবেননি এন সি দেববর্মারা। ফলে, পৃথক রাজ্যের দাবী প্রত্যাখাত হয়েছে তা লোকসভা নির্বাচনে আইপিএফটিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। এরই সাথে বিজেপির দাবি নরেন্দ্র মোদির ক্যারিশ্মাতেই বিধানসভা নির্বাচনে সরকার গঠন সম্ভব হয়েছিল এবং তাতে আইপিএফটির কোনও ভূমিকা ছিল না, তা প্রমাণিত হয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনে শাসক জোট শরিক আইপিএফটি চতুর্থ স্থানে গিয়ে ঠেকেছে। ভোটের হারে অনেক ভোট আইপিএফটির কমেছে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী অন্যতম হেভিওয়েট বিধায়ক তথা রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মা টাকারজলা কেন্দ্রে বিশাল ব্যবধানে লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস পেছনে ফেলে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য তথা আইপিএফটির সাধারণ সম্পাদক মেবার কুমার জমাতিয়াকেও আশারামবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে পেছনে ফেলে দিয়েছে। এছাড়া সিমনা, মান্দাইবাজার, রামচন্দ্রঘাট ও অম্পিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী আইপিএফটিকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। ওই কেন্দ্রগুলিতে কংগ্রেস এগিয়ে থেকেছে।

গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে সাথে নিয়ে আইপিএফটি সিপিএমের হেভিওয়েট নেতাদের পরাস্থ করেছে। আশারামবাড়ি কেন্দ্রে বেশ কয়েকবারের সিপিএম বিধায়ক অঘোর দেববর্মাকে পরাজিত করেছে আইপিএফটির মেবার কুমার জমাতিয়া। এছাড়াও বাকি কেন্দ্রগুলিতেও আইপিএফটি সিপিএমের হেভিওয়েটদের পরাস্থ করে বিধানসভায় জয়ী হয়েছে। কিন্তু, তের মাসেই রাজ্যবাসীর আইপিএফটির প্রতি মোহ কেটে গিয়েছে। ফলে, আইপিএফটিকে ফলাফল নিয়ে এখন আত্মমন্থন করতে হবে।

## নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশকে কঠোর হতে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।।** রাজ্যে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের বিজেপি কোনভাবেই যুক্ত নয়। এমনকি, বিজেপি এখন চাঁদা সংগ্রহ অভিযানও শুরু করেনি। শনিবার আগরতলায় প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য্য এ-কথা সাফ জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, ২৫ বছর রাজ্যে যারা শুধু সন্ত্রাসের রাজনীতি করেছে, তাঁদের দলের ক্যাডাররাই এখন সন্ত্রাস করছে। বিজেপি-র নাম ভাঙিয়ে মানুষের মধ্যে অস্থিরতা কায়েম করতে চাইছে। তিনি আজ রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে আবেদন জানান, অত্যাচার হলে সঙ্গে সঙ্গে পাশ্ববর্তী থানায় অভিযোগ দাখিল করুন। কেউ সংগ্রহ করতে আসলে সে-খবরও পুলিশকে জানাবেন। তিনি সকলকে আশ্বস্ত করেছেন, রাজ্যে নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্য পুলিশকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

আজ নবেন্দুবাবু বলেন, কয়েকদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অপ্রীতিকর কার্যকলাপ সংঘটিত করা হচ্ছে। রাজ্যে শান্তির পরিবেশ বিষিয়ে তোলার জন্য নানাভাবে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। নবেন্দু সরাসরি অভিযোগ করেন, জনভিত দূর্বল হয়ে যাওয়ায় নাশকতার পথ বেছে নিয়েছে সিপিএম। কারণ, মাত্র ১৩ মাসে তৃতীয় স্থানে নেমে গিয়েছে তাঁরা। তাই এখন তাঁরা বিজেপির নাম নিয়ে আক্রমণের নতুন ছক কষেছে। তাতে, সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন।

নবেন্দুর কথায়, বিজেপি-র মতাদর্শে বিশ্বাসী কার্যকর্তারা কখনই নাশকতামূলক কাজ করেন না। তাঁরা বরাবরই জাতির স্বার্থে কাজ করে থাকেন। কিন্তু, ষড়যন্ত্র যাদের মতাদর্শ তারাই নাশকতার পথ বেছে নেন। তাঁর দাবি, সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত কয়েক জন চিহ্নিত হয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে তিনি আশা প্রকার করেন।

নবেন্দু আজ ত্রিপুরাবাসীকে চাঁদা নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, বর্তমানে বিজেপির তরফে কোন চাঁদা সংগ্রহ করা হচ্ছে না। এমন কোন পরিকল্পনাও আপাতত বিজেপির নেই। সাথে তিনি যোগ করেন, বিজেপি কখনই নগদে চাঁদা সংগ্রহ করে না এবং রসিদ ছাড়া চাঁদা সংগ্রহের প্রশ্নই আসে না। তাঁর সাফ কথা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ক্যাশলেস পদ্ধতি চালু করার পর থেকে নগদে চাঁদা সংগ্রহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এদিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ব্যবসায়ীর অকাল মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত উদয়পুর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।।** এক ব্যক্তির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শনিবার মন্দিরনগরী উদয়পুরে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষোভে প্রতিবাদে পথ অবরোধ করা হয়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল সংখ্যায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। এক ঘন্টা পর অবরোধ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

উদয়পুর রমেশ চৌমূহনী পোনা বাজারের আড়ৎ মালিক অপু দাসের(৪৮) অকাল প্রয়াণে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ঘটনা আজ শনিবার সকাল আনুমানিক সাড়ে ছয়টা নাগাদ। উদয়পুর রমেশ চৌমূহনীতে পোনা মাছের আড়ৎ প্রতিদিন সকাল সাড়ে পাঁচটায় শুরু হয়। আজও একই ভাবে আড়ৎ বসলে পোনা মাছের ভার বহন কর্মীরা পোনা মাছ নিয়ে আসে এবং অপু দাসের আড়ৎ-এ প্রবেশ করে। সাথে সাথে পোনা বাজার সম্পাদক মফিজ খাদিম এবং অন্য ব্যবসায়ী পারুল মিয়া, হোসেন মিয়া পোদ্দার ও রেজ্জাক মিয়া অপু দাসের সাথে ধস্তাধস্তি শুরু করে এবং অপু দাস হৃদরোগে আক্রান্ত হলে ব্যবসায়ীরা অপু দাসকে প্রথমে উদয়পুর মহকুমা হাসপাতালে এবং সেখান থেকে তেপানিয়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে অপু দাসের মৃত্যু হয়। জেলা হাসপাতালে মৃতদেহ না রাখায় মৃতদেহ নিয়ে সোনামুড়া চৌমূহনীতে জাতীয় সড়কে পথ অবরোধে নিকট আত্মীয়রা জাতীয় সড়কে পথ অবরোধে বসে পরেন। উদয়পুর সোনামুড়া চৌমূহনীতে সকালে ১ ঘন্টা পোনা ব্যবসায়ী অপু দাসের মৃতদেহ নিয়ে জাতীয় সড়কে অবরোধ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## টিএনজিসিএলের অফিস স্থানান্তর ঘিরে ক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।।** অফিস লেন থেকে টিএনজিসিএল-এর অফিস কৃষ্ণনগর কদমতলায় স্থানান্তর করা হলেও এখানে পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়নি। মা-বোনদের প্রাকৃতিক কাজ করার মতো উপযুক্ত ব্যবস্থাও এখানে নেই। এখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করে কর্মীদের উপর দমন পীড়ন নীতির আশ্রয় নিয়েছেন বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। টিএনজিসিএল -এর রাজধানীর আগরতলা শহরের কদমতলাস্থিত অফিসে পরিকাঠামো নিয়ে অভিযোগের আঙ্গুল তুলেছেন খোদ অফিসের কর্মীরাই। অফিস লেন থেকে টিএনজিসিএল-এর অফিসটি আচমকা কৃষ্ণনগরের কদমতলায় স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু এখানে উপযুক্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## পদত্যাগ নয়, দলের সভাপতি রাহুল গান্ধীর উপরই আস্থা রাখল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.) : পদত্যাগ নয়, দলের সভাপতি রাহুল গান্ধীর উপরই আস্থা রাখল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি। শনিবার কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সভাপতি রাহুল গান্ধীর পদত্যাগের ইচ্ছাপ্রকাশে বাধ সাধলেন দলের শীর্ষ নেতৃত্বে। গতবারের লোকসভা ভোটের চেয়ে এবার মাত্র আটটি আসন বাড়িয়েছে কংগ্রেস। দলের সভাপতি রাহুল গান্ধী ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছিলেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করবেন। দলের অপর নেতারা বলেছিলেন, তাঁকে কিছুতেই পদত্যাগ করতে দেবেন না। শেষ পর্যন্ত তাই হল। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের শেষে বিকেল চারটে নাগাদ সাংবাদিক বৈঠক করলেন কংগ্রেস নেতারা। সেখানে বলা হল, রাহুলের মত নেতাই এখন দরকার।

এদিন প্রেস বিবৃতিতে কংগ্রেস নেতারা প্রথমেই ধন্যবাদ দিলেন তাঁদের, যারা এই পরিস্থিতিতেও তাদের ভোট দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত অভিনন্দন জানানো হল দলের কর্মীদের, যাঁরা গত কয়েক মাস ভোট প্রচারে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। কংগ্রেসের দাবি, তারা সব সময় শোষিতের হয়ে লড়াই করেছে। দলের নেতারা জানালেন, তেলঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশের মতো কয়েকটি রাজ্যে খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। আগামীদিনে সরকারকে তার মোকাবিলা করতে হবে।




শনিবার নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে দলের সভাপতি রাহুল গান্ধী, প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং।

দলের সভাপতি পদ ছেড়ে যাবেন বলেছিলেন রাহুল গান্ধী। আর তা শুনেই এদিন আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম। তিনি বলেন, রাহুল ছেড়ে দিলেন দক্ষিণের কর্মীরা আত্মহত্যা করবে।

লোকসভা ভোটের ফলাফল পর্যালোচনায় শনিবার বৈঠকে বসে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি। সেখানেই রাহুল পদ ছেড়ে দেওয়ার কথা জানান। বৈঠকে উপস্থিত দলের উচ্চ নেতৃত্বের সঙ্গেই উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি চিদম্বরম। সূত্রের খবর, ভোট-বিপর্যয় প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে চোখে জল চলে আসে তাঁর। কংগ্রেস এদিন দলে প্রয়োজনমতো রদবদল করার পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছে রাহুলকে। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সর্বসম্মত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ২২২ ◘ ২৬মে ২০১৯ ইং ◘ ১১ জ্যৈষ্ঠ ◘ রবিবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

## ভোট রাজনীতির কঠিন শিক্ষা

ভারতের রাজনীতির আকাশে নতুন সূর্য্য উদয়ের স্বপ্ন যাহারা দেখিয়াছিলেন তাহারা নিশ্চয়ই নতুন করিয়া বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন। ইহা আজ অনেক বেশী সত্যি যে, স্বাধীনতার পর দেশবাসী ক্রমেই পরিবারতন্ত্রের বাহিরে আসিতেই আগ্রহী, তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনেও পরিবাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হইতে দেখা গিয়াছে। প্রমাণ হইয়া গিয়াছে রাহুল গান্ধী এখন জনমনে তেমন প্রভাব প্রতিপত্তি গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। তাঁহার নেতৃত্বে দল আরও ডুবিয়াছে। নিজে আমেথির মতো কেন্দ্রে পরাজয় বরণ করিয়াছেন। প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন তাঁহার ভাবমূর্ত্তি দলকে শাক্তিশালী করিতে পারিবে না। সোজা কথায় রাজে রাজ্যে কংগ্রেস পর্যুদস্ত হইয়াছে। গড়িয়া উঠিয়াছে আঞ্চলিক দল। এইসব আঞ্চলিক বিজেপি বিরোধী দলগুলিও অনেক ক্ষেত্রেই আশানুরূপ সাফল্য দেখাইতে পারে নাই। বিরোধী দলগুলির মধ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিজেপিকে বাড়তি সুবিধা দিয়াছে। বিজেপির বিপুল জয় বিরোধী দলগুলির সামনে রীতিমতো গুরুতর সংকট নামিয়া আসিয়াছে। বিজেপির এই অপ্রতিরোধ্য বিজয় রথ ছোট আঞ্চলিক দলগুলির ভবিষ্যতই প্রশ্নের মুখে দাঁড়াইয়া যাইবে। জাতীয় দল কংগ্রেস তো ছারখার হইয়া যাইবারই প্রবল সম্ভাবনা। দলের সভাপতিই যেখানে ভোটে হারিয়া যান তিনি কিভাবে দলের ভরসাস্থল হইতে পারেন?

এইবার লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে সবচাইতে বেশী সরব ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই তৃণমূল কংগ্রেসের সুখের সংসার তছনছ করিয়া দিয়াছে বিজেপি। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুও বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালাইয়াছিলেন। নির্বাচনে তাঁহার দল তছনছ হইয়া গিয়াছে। সোজা কথায় বিজেপির বিরুদ্ধে দলগুলি যদি ভবিষ্যতে নিশ্চিহ্নের পথে যাইতে থাকে তাহা হইলে আশ্চর্য্যের কিছু থাকিবে না। এইবারের লোকসভা নির্বাচন স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে আঞ্চলিক দলগুলির সামনে ভবিষ্যতে গভীর সংকট নামিয়া আসিবে। এই নির্বাচন হইতে বিরোধী দলগুলি কতখানি শিক্ষা নিবে বলা মুশকিল। এইসব দলগুলি ইতিহাসের শিক্ষা নেয় না। একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া ক্ষত বিক্ষত হয়। কংগ্রেস লড়িয়াছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সিপিএমের সামনে নির্বাচনে সুনির্দিষ্ট নীতি ছিল না। ফলে, ধরাশায়ী হইয়াছে দল। সহজে উঠিয়া দাড়ানো দূরের কথা অস্তিত্ব টিকিবে কিনা সন্দেহ বাড়িতেছে। একথা খুব বেশী স্পষ্ট যে, আঞ্চলিক দলগুলির সামনে যে সংকট আসিয়া দাঁড়াইতেছে তাহা মোকবিলা করা কঠিন হইবে।

বিপুল জনাদেশ নরেন্দ্র মোদিকে ভারতের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়াছে। মোদির নেতৃত্বে দলের এই বিপুল জয় রীতিমতো ইতিহাস। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৭২ সালের পর একটি জাতীয় পার্টির এমন সাফল্যকে নতুন ভাবে বিচার করিতে হইবে। এই জয় ভারতকে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে আনিতে সহায়ক হইবে কিনা তাহাই দেখিতে হইবে। একথা ঠিক, বিগত মোদি সরকারের বিদেশ নীতি অনেক ক্ষেত্রে সাফল্য আনিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের মতো দেশও ভারতকে আজ সমীহ করিতে বাধ্য হইতেছে। মোদির শপথ অনুষ্ঠানে ট্রাম্প, জিনপিং, ইমরানকে আমন্ত্রণ জানানো হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। নতুন ভারত গঠনে মোদি সরকার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিবেন বলিয়াই দেশবাসী বিশ্বাস করে। ভারতের গণতন্ত্রের প্রাণশক্তিকে আরও উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে নতুন সরকার কতখানি উদার হইবে তাহাও বড় প্রশ্ন। সংকীর্ণ লাভালাভের ভিত্তিতে যেসব আঞ্চলিক দল গড়িয়া উঠিতেছে তাহাদেরও পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ থাকিতে হইবে। জাতপাতের মতোই আঞ্চলিকতাবাদও ভারতের সামনে সংকট ডাকিয়া আনে। অঞ্চল ভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চয়ই হইবে কিন্তু, জাতীয় স্বার্থকে কোনও ভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। জাতপাত ভিত্তিক দল কাম্য হইতে পারে ন। এইসব দলগুলিই সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াইয়া রাজনৈতিক স্বার্থ আদায় করিতে সচেষ্ট হয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে, জাতপাতের সুড়সুড়িকে কাজে লাগাইয়া কোনও কোনও আঞ্চলিক দল মাতাইয়া বেড়ায়। দেশের ঐক্য ও অখন্ডতার ক্ষেত্রে এইসব জাতপাতের রাজনীতি সংকট ডাকিয়া আনে। মুসলিম তোষণ হিন্দু তোষণের রাজনীতি কাম্য নহে। এক জাতি এক দেশ। নতুন মোদি সরকার বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের পথই প্রশস্ত করিবে। 'বিবিধের মাঝে মিলন মহান' ভারতের এই মর্মবাণীই আনিয়া দিবে মহান শক্তি। নতুন মোদি সরকার নতুন ভারত গঠনে সমস্ত সংকীর্ণতার উর্ধে উঠিয়া কাজ করিবে, দেশবাসীর ইহাই গভীর প্রত্যাশা।

## সংঘাতে অংশ না নেওয়ার নির্দেশ দিল সিপিএমের

কলকাতা, ২৫মে (হি. স.) : তৃণমূল-বিজেপি সংঘাতে কোনোও ভাবেই অংশ নেওয়া যাবে না বলে দলীয় সমর্থকদের নির্দেশ দিল সিপিএম নেতৃত্ব। রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র শনিবার সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে বলেন, "এই সংঘাত রাজ্যের আরও বিপদ ডেকে আনবে। এই ধরনের রাজনৈতিক হিংসায় বামপন্থার কোনো স্বার্থ নেই। বামপন্থী কর্মীদের জনগণের কাছে গিয়ে, জীবনজীবিকার সংগ্রাম পরিচালনা করে, ধারাবাহিক কার্যক্রমের মধ্যে দিয়েই সমর্থন পুনরুদ্ধার করতে হবে।"

নিজেদের কাজ ও সংগঠনের ত্রুটি-দুর্বলতা সব স্তরেই পর্যালোচনা করতে হবে। এই মন্তব্য করে তিনি বলেন, এই কাজ দীর্ঘস্থায়ী, ধৈর্যের সঙ্গে বামপন্থী মনোবল দৃঢ় রেখেই করতে হবে। লোকসভা নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে রাজ্যের নানা জায়গায় তৃণমূল ও বিজেপি-র মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই রাজনৈতিক সংঘর্ষকে সাম্প্রদায়িক রং দেবারও চেষ্টা হচ্ছে।

সিএমের রাজ্য সম্পাদকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পরস্পরের অফিস দখল, বাড়িতে আক্রমণের খবর পাওয়া যাচ্ছে। কিছু এলাকায় সিপিএম ও বামফ্রন্ট কর্মী, বিশেষ করে পোলিং এজেন্টদের ওপরে আক্রমণ করা হচ্ছে। সিপিএম অফিসও আক্রান্ত হয়েছে। এই হিংসার সমস্ত ঘটনা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। প্রশাসনকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। সিপিএম রাজ্যের সর্বত্র শান্তি-সম্প্রীতি রক্ষার জন্য দলমতনির্বিশেষে জনগণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে।

সূর্যবাবু জানান, সিপিএম ও বামফ্রন্ট কর্মী-সমর্থকদের কাছে আমাদের আহ্বান, আমাদের আশু কাজের অন্যতম প্রতি এলাকায় শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য প্রয়াস নেওয়া।

## দাউদ ঘনিষ্ঠ ইউনুস আনসারি গ্রেফতার

কাঠমাণ্ডু, ২৫ মে (হি.স.) : গ্রেফতার দাউদ ঘনিষ্ঠ ইউনুস আনসারি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ইউনুসকে গ্রেফতার করে নেপাল পুলিশ। জানা গিয়েছে, আইএসআই-র জন্য কাজ করত এই আনসারি। ইউনুসের সঙ্গে তিন পাক নাগরিককে প্রায় ৭.৫ কোটি জাল ভারতীয় নোটসহ গ্রেফতার করা হয়।

সূত্রের খবর অনুযায়ী, এই প্রতিটি নোটই ছিল ২০০০টাকার। নেপাল পুলিশ আধিকারিকরা জানান, এই ইউনুস দাউদের খুবই ঘনিষ্ঠ। সে আইএসআই-এর নির্দেশে ভারতে জাল নোট ঢোকানোর ব্যবস্থা করত। নেপালের প্রাক্তন মন্ত্রী সলিম আনসারির ছেলে এই আনসারি।

ইন্ডিয়া ইনটেল নেপাল পুলিশকে ইউনুস সম্পর্কে সতর্ক করে। কাঠমাণ্ডু বিমানবন্দর থেকে ইউনুসকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত তিন পাক নাগরিক মহম্মদ নাসরুদ্দিন, মহম্মদ আথার এবং নদাদিয়া অম্বর বলে জানা গিয়েছে। তাদের সঙ্গে থাকা জাল নোট ভর্তি তিনটি স্যুটকেসও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তাদের জেরা চলছে।

উল্লেখ্য, ইউনুস এর আগে জেলে ছিল এবং জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সে পাকিস্তানে যায় এবং ডি-কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করে। বাজেয়াপ্ত জাল নোটগুলি নেপাল হয়ে ভারতে ঢোকানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে।

# গুজবের সর্বনাশ রুখতে না পারলে বিপদ

**আরিফুল ইসরাম সাহাজি**

অদ্ভুত জীব আমরা। সত্য ঘটনার থেকে অসত্য গুজবের প্রতি আমাদের আজন্ম নাড়ির টান। যাচাই বাছাই করার আগেই অন্যের কানের দরজায় ফেলতে ওস্তাদ। অদ্ভুত দেশ আমাদের, সত্যের থেকেও মিথ্যা অসত্য মিথ গল্পকথার দাম এখানে অনেক বেশি। আজকের দিনে তাই হছাৎ করে সত্য ইতিহাসের মাঝে মিথ চরিত্রগুলোর ঢুকে প ড়তে দেখে অবাক লাগে না। ইতিহাস পাল্টাতে দেখেও অবাক লাগে না। ইতিহাস পাল্টাতে দেখেও অবাগ লাগে না, শিক্ষিত সবজানা মানুষগুলো অসত্য গল্পকথায় বিবা রাখলে এম ন হবে বইকি। গুজব মিথ অসত্য সমূহ এমনিই স্বাভাবিক নিয়মে ছড়িয়ে পড়ে এমন ভাবার কার ণ নেই. অনেক ক্ষেত্রেই তার পিছনে থাকে সুচিন্তিত ষড়যন্ত্র। ধরু ন্তন, পুকুরপাড়ে মাসিমা কাকিমার নামে গুজব ছড়াচ্ছেন, চবিত্রে ঢেলেছেন কালি ভর্তি আস্ত দোয়াত। একটু খোঁজ নিলে দেখা যাবে আমাসি মাসিমা কাকিমার মদ্যে রোজ চলে কৌরব পান্ডব লড়াই। সেই র াগের অবিভ্যক্তিতেই তিনি পুকরের জল করছেন ঘোলা। পাশে যারা শুনচেনষ তারাও কম নই. কাকিমার বিপক্ষ শিবিরের যোদ্ধা সবা, ফলে সারাদিনের মধ্যেই পিটল ঢোল, কাকিমার আছে চরিত্র দোষ।

গ্রামীণ ভ ারতে গুজবের উৎপাত একটু বেশি। সঙ্গত কারণও আছে অবস্য। গ্রামর দিকে সাধারণত শি৭ার অনুপাতিক হার অপেক্ষাকত কম হ? সেই হেতু খুব সহজেই এই সমস্ত জনপদের মানুষগণ মিথ্যা খবর, অবান্তর ঘটনাক্রমকে খুবই সহজে বিশ্বাস করে ফেলে। আসলে শিক্ষাহীনতা তো অন্ধকারের নামান্তর, এই অন্ধকারই গুজবের গরুকে তাল গাছে চড়িয়ে দেয়। বেশ কিছুদিন ধরে জোর কদমে একটা গুজব শোনা যাচ্ছে, বিষয়টি এমন--- ব াণির ুটোনে লম্বুগাছ থাকিলে নাকি প্রশাসন থেকে কে টে ফেলতে বলা হচ্ছে। হেতু কি। লম্বু গাছ সমূহ থেকে নাকি ক্যান্সার চড়িয়ে পড়ছে জনপদে যদিও এমন কোনও বিষয়ের সতর্কীকরণ কিতু প্রশাসনের তরফে থেকে জারি করা হয়নি। আবার আজ থেকে মাস ছয়েক আগে দিকে একটা ভয় গ্রামীণ জনপদের মানুষদের ভীষণ ভীত সন্ত্রসন্ত্র করে তুলেছিল. এই বিষয়টিও একেবারে যাচ্ছেতাই রকমের গুজব। কে বা কারা র টিয়ে দিয়েছিল, একটি কিডনি পাচার চক্র নাকি অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছে। রাতের বেলায় নিশুতিপর্বে তারা নাকি লুকিয়ে থাকছে বাড়ির আশেপাশেই মলমূত্র ত্যাগ করতে লোটা নিয়ে বাইরে বার হলেই ধরে নিয়ে যাচ্ছে অন্যত্র। কিডনি বার করে মৃত শরীর রেখে চম্পট দিচ্ছে আর কি। এমনকি অনেকেরই মাথাও কেটে নিয়েছে এমন কথাও উড়ছিল। আমাদের বাড়ির থেকে কিছুটা দূরেই রয়েছে পাড়ুইপাড়া। এই জনপদের মানুষরা সুবিধা বঞ্চিত, কুলপি, ঢোলাইহাট, কাকদ্বীপে। অচেনা মানুষ দেখলেই চোর বলে গর্জন করে উঠত আমজনতা। ইচ্ছেমতো অনেককেই দেওয়া হচ্ছিল উত্তমাধ্যম। চারজনকে গুরুতর জখম অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে ক কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে। গুজব রুখতে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছেন প্রশাসন, সচেতনতা বাড়ানোর একাধিক কর্মসূচিও নেয়া হয়েছে, তবুও ফিরছে না মানুষের হুঁশ। আসলে গুজবের মধ্যে থাকে রহস্যের হাত দিয়ে দেখবার সময় কই? এমন উড়নচন্ডী খবরে িবিশ্বাস না করে, কানে হাত দিয়ে আমরা কতজন দেখি? অন্ধ'র মতো বিস্বাস করি, অপউদ্দেশ্য ছণিয়ে দেওয়া অমার্জিত মিথ্যা খবর সমূহে। দা কু ডুল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি প্রতিবেশীকে কোপাতে। অচেনা মানুষ পাড়াতে দেখলে তো কথাই নেই, কিল চড় ঘুষি দিয়ে করি সাদর সম্ভাষণ। গুজব রুখতে আমাদের প্রথমত সহনশীল হতে হবে। কুউদ্দেশ্য নিয়ে কেউ কানে ফিসফিস এমন কোনও বার্তা ছণিয়ে দেয়ার আগে একশোবার ভ াবুন, কাজটি ঠিক করছেন তো? তাই হোয়াটসঅ্যাপ কিম্বা মেসেঞ্জার আসা বার্তা মাত্রই বিশ্বাস করতে হবে, এমন কোনও মাথার দিব্যি আপনাকে দেয়নি কেউ, তাই আগে বি চার করুন, সত্য হলে অবশ্যই ফরওয়াডর্ডর্ট করবে, দুঃখ নেই। রক্ত ঝরতে পারে, হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির উপর প্রভাব পড়ে এমন কোনও বার্তা ছণিয়ে দেয়ার আগে একশোবার ভ াবুন, কাজটি ঠিক করছেন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের উপর দোষারোপ করছেন। যিনি দোষারোপ করছেন, তিনি কিভাবে বুঝলেন জওয়ানরা শহিদ হওয়ায় সে সম্প্রদায়ের মানুষগুলো কষ্ট পাননি, নাকি ক ষ্ট পে য়েছেন। সুধুমাত্র ফেবুর ওই সমস্ত বিপ্লবীগণ? পুরো ভারতবর্ষের এই জঘন্য হত্যার নিন্দা করছেন, যারা দায়ী অবশ্যই তাদের সাজা হোক, এটাই চেয়েছেন প্রত্যেক ভ ারবাসী। এ বিষয়ে রাজনীতি কেন? কেনবা ধর্মের বিচার? একজনের অপরাদের শ াস্তির পুরো একটি ধর্ম, সমাজব্যবস্থার ওফর কেন চাপানো হবে? ধর্ষক, নির্দয় খ ুন রামরহিমও তো একটা বিশেষ ধর্মাচার মানেন, তার ঘৃণ্য অপরাধের জন্য নিশ্চয় পুরো একটা ধর্মব্যবস্থার নিন্দা আপনি করতে পারেন না। রামরহিম তো একটা বি শে ধর্মাচার ম ানেন, তার ঘৃণ্য অপরাধের জন্য নিশ্চয় পুরো একটা ধর্মব্যবস্থার নিন্দা আপনি করতে পারেন না। রামরহিম তো ঘৃণীত ভন্ড বাবা, তার অপকর্মের জন্য বিবেকানন্দ, রামমোহন, রামকৃষ্ণের আদর্শকে আমরা তো খারাপ বলতে পারি না। তবে অনেকক্ষেত্রে আত্মবলিদানকে কেন্দ্র করে রাজনীতি হচ্ছে, একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উস্কানি দেয়া হচ্ছে, তাদের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তু লছেন অনেকেই. ভারতমায়ের গর্ভে জন্ম স কলের, সকলেরই সমান অধিকার এই পবিত্র ভূখন্ডে। দেশপ্রেম বিষয়ে সার্টিফাই করার অপানি কে? আপনাকে কেন প্রমাণ দিতে যাব? সবচেয়ে বড় ধর্ম হল মানবধর্ম। আমাদের মানবধর্মের পূজারি হতে হবে। ঘৃণা করে দূরে সরি য়ে দিলে পরস্পর বন্ধন শিথিল হয়ে পড়বে। পাশাপাশি থেকেও তো সমস্ত অসাম্যের বিপক্ষে আমরা গর্জন করতে পারি। মেলবন্ধনই কাম্য। সন্ত্রাসীরাও চায় আমরা দাঙ্গাহাঙ্গামায় লিপ্ত হই, ভিতর থেকে ভঙ্গুর হোক আমাদের সত্তা। রামকে মারবে রহিম, রহিমকে মারবে রাম, এটা ভারতবর্ষের ঐতিহ্য নয়। আধুনিকতাও নয়, সবাইকে নিয়ে চলবার মানসিকতাই তো আদুনিকতা। অনগ্রসর মানসিতার কিছু মানুষজন হাজার চেষ্টা করলেও সম্প্রীতির। মজবুত ভি ত্তির ও ফর ধ্বংসের পেরেক বিঁধতে কখনই স ফল হবেন না। কেন জানেন? কারণ এই দেশটির নাম ভ ারতবর্ষ। এখানে রামের চিতায় কা ঠ সাজায় রহিম, ভগ্নমসজিদ সংস্কারে হাত লাগায় রাম।

> **সবচেয়ে বড় ধর্ম হল মানবধর্ম। আমাদের মানবধর্মের পূজারি হতে হবে। ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে দিলে পরস্পর বন্ধন শিথিল হয়ে পড়বে। পাশাপাশি থেকেও তো সমস্ত অসাম্যের বিপক্ষে আমরা গর্জন করতে পারি। মেলবন্ধনই কাম্য। সন্ত্রাসীরাও চায় আমরা দাঙ্গাহাঙ্গামায় লিপ্ত হই, ভিতর থেকে ভঙ্গুর হোক আমাদের সত্তা। রামকে মারবে রহিম, রহিমকে মারবে রাম, এটা ভারতবর্ষের ঐতিহ্য নয়। আধুনিকতাও নয়, সবাইকে নিয়ে চলবার মানসিকতাই তো আধুনিকতা। অনগ্রসর মানসিতার কিছু মানুষজন হাজার চেষ্টা করলেও সম্প্রীতির। মজবুত ভিত্তির ওপর ধ্বংসের পেরেক বিঁধতে কখনই সফল হবেন না। কেন জানেন? কারণ এই দেশটির নাম ভারতবর্ষ। এখানে রামের চিতায় কা ঠ সাজায় রহিম, ভগ্নমসজিদ সংস্কারে হাত লাগায় রাম।**

একেবারেই প্রান্তিক সমাজের প্রতিনিধিত্ব একেবারেই সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে। শিক্ষার হার ২ শতাংশের মতো যদিও তাদের বাচ্চারা বিশেষ করে মেয়েরা এখনও বিদ্যালয়ে যায়। যাই হোক, সে সময় মায়ের মুখে শুনেছিলাম, পাড়হুইপাড়ার অনেক মহিলাই রানেতর বেলায় প্রাকৃতিক প্রয়োজনেও ঘর থেকে বার হন না, এতটাই ভয় পেয়েছিল তারা। বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধিজাত, এই স মস্ত অবান্তর, ফালতু যাচ্ছে তাই রকম বিষয়গুলো মানুষের জীবনে মারাত্মকরকম কুপ্রভাব ফেলছে। যা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

চোর গুজবে কয়েক মাস আগে অনেক জায়গাতেই রক্তারক্তি ব্যাপার ঘটেছিল। নাজেহাল হয়ে উঠেছিলেন পুলিশ প্রশাসন থেকে সাধারণ জনমানব। গণপিটুনিতে মৃত্যু হয়েছিল বেশ কয়েকজনের। আহতের সংখ্যাও কম নয়। গুজব ছণিয়ে পড়েছিল সুন্দরবন, কুলপি, ঢোলাইহাট, সাগর, রায়দিঘি, মথুরাপুর, মোড়ক। আদতে আমরা রহস্য রোমাঞ্চ প্রিয় বাঙালি, সেজন্য গুজবে আমরা বড় বেশি কান দিই।গুজব ছণিয়ে পড়েছিল সুন্দরবন, কুলপি, ঢোলাইহাট, সাগর, রায়দিঘি, মথুরাপুর, কুলপি, ঢোলাইহাট, কাকদ্বীপে। অচেনা মানুষ দেখলেই চোর বলে গর্জন করে উঠত আমজনতা। ইচ্ছেমতো অনেককেই দেওয়া হচ্ছিল উত্তমাধ্যম। চারজনকে গুরুতর জখম অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে ক কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে। গুজব রুখতে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছেন প্রশাসন, সচেতনতা বাড়ানোর একাধিক কর্মসূচিও নেয়া হয়েছে, তবুও ফিরছে না মানুষের হুঁশ। আসলে গুজবের মধ্যে থাকে রহস্যের মোড়ক। আদতে আমরা রহস্য রোমাঞ্চ প্রিয় বাঙালি, সেজন্য গুজবে আমরা বড় বেশি কান দিই। দায়িত্ব নিয়েই প্রচার করি, অন্য একজনের ক্ষতির কারণ হয়ে অজান্তেই। কান নিয়ে গেছে চিলে, কথাখানি শোনবার সঙ্গে স ঙ্গেই চিলের পিছনে ছুটি আমরা, কানে করে কিছু বলতেই, শরীরি ভাষা বদলের আগে যাচাই করা দরকার, অঅদৌ বিষয়টি সত্য কি না। হে ায়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার, ফরওয়ার্ড করা ভিডিও বার্তা কিম্বা আর্টিকেল দেখে অনেক সময় আমাদের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। সত্যতা পরীক্ষা না করেই সেটি আমরা অনেরে ক্যাছে পাঠিয়ে দিয়ে মহত দায়িত্ব পালন করি। এক সময় সে বার্তাই হয়ে উঠে ভাইরাল, ঝরে ানেক রক্ত। পরে স ততথ্যা বি চার করে দেখা ্ড্রযায় ভিডিওটি আসলে ফেক, কোনও সিনেমা বা বিদেশের কোনও অঘটনের চিত্র, যার সঙ্গে অন্তত আমাদের দেশের কোনও সম্পর্ক নেই। অথচ আমরাই ওই ভুয়ো বার্তায় বিশ্বাস করে এক অপকে গালি দিই। তাই হোয়াটসঅ্যাপ কিম্বা মেসেঞ্জার আসা বার্তা মাত্রই বিশ্বাস করতে হবে, এমন কোনও মাথার দিব্যি আপনাকে দেয়নি কেউ, তাই আগে বি চার করুন, সত্য হলে অবশ্যই ফরওয়াডর্ডর্ট করবে, দুঃখ নেই। রক্ত ঝরতে পারে, হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির উপর প্রভাব পড়ে তো?একদল হিংস্র মানুষ সদা তৎপর দাঙ্গাহাঙ্গামা ব াঁধাতে, আপনি তাদের পাতা ফ্ঁাদে পাে দিচ্ছেন। যারা আজ ইন্ধন জোগাচ্ছে তারা কেউ আপনাকে চিতায় বা কবরে শোয়াবে না। মনে রাখবেন রামের চিতায় কাঠ সাজাবেন রহিম, রহিমের কবরে মাটি দেবেন রাম। তাই আপনার কাছে থাকা তথ্যটি পুলিশের নজরে আনুন। সে যেই হোক যদি অপরাধী হয়, তাহলে হাজার বার শাস্তি হে াক। তবে তার পাপের সাজা অন্যকে দেয়ার মধ্য মাহাত্ম্য নেই, এটা বুঝতে হবে।

১৪ ফেব্রুয়ারি প্রেমদিবরে মাঝে রক্তে ভিজল ভারত মায়ের আঁচল। নিন্দা জানানোর ভারত মায়ের আঁচল। নিন্দা জানানোর ভাষা অবশিষ্ট নেই। পুরো ভারতবর্ষে নেমে এসেছে দুঃখের কালো ছায়া। পুরো দেশ চাইছে প্রত্যাঘাত, যারা অপরাধী তাদের যোগ্য শাস্তির আওতায় আনা হোক। তবে একটি বি ষয় ভীষণই অবাক করল। একদল মানুষ সে ঘটনাটিকে হ াতিয়ার করে

(সৌজন্যেঃ দৈ-স্টেটসম্যান)

# মানবতা ভুলুণ্ঠিত বাড়ছে নৈতিকতার সংকট

**হরলাল দেবনাথ**

রাজনৈতিক দলগুলি নীতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ক্ষমতার দাপাদাপি ও অস্থির পরিবেশের মধ্য দিয়ে ভুল পথে হাঁটতে শুরু করেছে। আর এই ভুল পথের শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে আজ সাধারণ মানুষদের। স্বাধীনতার পর স্বাধীন ভারতে রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সামাজিক পরিবেশের উপর পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিশুকাল থেকে নৈতিক মানুষ তৈরি করতে হবে। এবং এর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধ্যাত্মভিত্তিক নৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। একথা রাজনৈতিক দলগুলো একবারও প্রয়োজন বোধ করেনি। বরং রাজনীতির স্বার্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শুরু হয়েছে রাজনীতির শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ তৈরির পরিকল্পনা। সুকৌশলে শুরু হয়েছে জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ নীতি এবং দলতন্ত্র পরিবেশে স্বৈরাচারী আক্রমণ এবং শিক্ষা পরিবেশের চলছে অবনতি। যে কারণে সমাজে নৈতিক মানুষ আবির্ভাবের চেয়ে অনৈতিক মানুষের প্রাদুর্ভাব বেশি। স্বাধীনতার কাল থেকে ক ংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট ঘোলাজলে মাছ ধরার মত তাদের রাজনীতির স্বার্থে যা চেয়েছে তা হয়েছে। আম গাছে যেমন কাঁঠাল হয় না কাঁঠাল গাছে আম হয় না। তেমনি নৈতিক শিক্ষার পরিবেশ ছাড়া নৈতিক মানুষ তৈরি হতে পারে না। কারণ অনৈতিক শিক্ষার পরিবেশ থেকে তৈরি হবে অনৈতিক মানুষ। আর নৈতিক শিক্ষার পরিবেশ থেকে তৈরি হবে নৈতিক মানুষ এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আধ্যাত্ম ভাবধারা ও আদর্শ শিক্ষা নীতির অভাবে দেশ সৎ মানুষের জন্য অভাব ভোগ করছে।

স্বাধীনতার পর স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে ব্রিটিশ শোষণ নীতির কায়দায় আবার শুরু হয়েছে বিদেশি শোষণ নীতির আগ্রাসন। আর এই শোষণনীতির প্রতিবাদে প্রতিবাদী কণ্ঠ সচেতন মানুষ তৈরি হবে বলে এই ভয়ে প্রতিবাদী কণ্ঠ নিস্তব্ধ করতে বা অচেতন মানুষ তৈরি করতে এবং দেশের স্বার্থ তুচ্ছ করে শুধু আপন স্বার্থাভিলাষি মানুষ তৈরির পরিকল্পনায় সমাজে গর্জে উঠেছে অনৈতিক পরিবেশ। শুধু তা নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিবেশ যে কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সে কারণগুলোর উপর হাত না দিয়ে রাজনীতির স্বার্থে শুরু হয়েছে গাছের উপর দিয়ে জল ঢালা আর নীচ দিয়ে শিকড় কাটার মত রাজনীতির কায়দায় প্রশাসন পরিচালনা। যুব সমাজের চরিত্র হরণ বা মগজ ধোলাই করতে শুরু হয়েছে শোষক গোষ্ঠীর দাওয়াই ব্যবহার। এই দাওয়াই গুলোর মধ্যে রয়েছে ভাব-ভক্তি হীন চঞ্চল বা উগ্রমানসিকতাপূর্ণ হিন্দী বা হিন্দীর কায়দায় বাংলা গান ও চলচ্চিত্র আকাশবাণী দূরদর্শনে ও বিজ্ঞাপনে নারীদের যৌন উদ্দীপনা যুক্ত দৈহিক নগ্নচিত্র প্রদর্শন। অবৈধ প্রেমের নাটক, আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা রক্তাক্ত হত্যাকান্ডের অভিনয়, প্রয়োজনের অধিক মোবাইল ব্যবহার ইত্যাদি। অবৈধ বিভিন্ন মাদক দ্রব্য এবং সিনেমা নায়িকার কায়দায় লজ্জা অনিয়ন্ত্রক অশালীন পোষাকধারণ। এসব কারণ থেকে আজ সমাজের সামাজিক পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আর এই সমাজের সামাজিক সুষ্ঠ পরিবেশ রক্ষা করার জন্য যে প্রশাসন রয়েছে। সে প্রশাসন ও রাজনীতির বগল চাপা বা পরাধীনতার শিকলের গৃহে বন্দি।

বর্তমানে সমাজ ব্যবস্থার কোন অস্তিত্ব নাই। একদিকে জমেছে অর্থের পাহাড় অন্যদিকে শুরু হয়েছে হাহাকার, রাজনীতির নামে চলছে দুর্নীতির লড়াই গণবন্টনে শুরু হয়েছে স্বজন পোষণ অর্থাৎ অনৈতিক নেতৃত্বের অনৈতিক আচরণে সমাজে নতুন প্রজন্মদের মধ্যে গড়ে উঠেছে অধিকাংশ অপবিত্র মানুষ। আর এই অপবিত্র মানুষের অপবিত্র আচরণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে মানব সমাজের সুষ্ঠ সুন্দর পরিবেশ এবং শিক্ষা চিকিৎসা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের উপর গড়ে উঠেছে এক বিশাল শোষকের পরিবেশ। কর্ষকদের মুখে একটা কথা আছে বীজ ভালো হলে ক্ষেতের ফসল ভালো হয়। কথাটি সত্যি। কিন্তু তার পাশাপাশি মাটির গুণমান বা আলো বাতাস যদি ভালো না পায় তাহলে বীজ ভালো হলেও ক্ষেতের ফসল ভালো হয় না এটাও সত্যি। সমাজে অনেক অভিভাবক রয়েছে যারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করেও ছেলেমেয়েদের প্রকৃত মানুষ তৈরি করতে পারছে না। এর জন্য একমাত্র দায়ী দেশাত্মবোধবিহীন অযোগ্য নেতৃত্ব। মানুষ যখন শিশু রূপে জন্ম নেয় তখন তার মধ্যে সৎ বা অসৎ পরিকল্পনা ও মনুষ্যত্ববোধ কিছু থাকে না। বড় হওয়ার সাথে সাথে প্রথম মা-বাবার আচরণ ও বাড়ির পরিবেশ। তৎপরে পাড়া বা গ্রামের পরিবেশে। শেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ দ্বারা গড়ে উঠে একটা শিশুর ভবিষ্যত জীবন ও তার স্বভাব। যে পরিবেশ দ্বারা মানুষ শিশুকাল থেকে মানবিক মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত হবে সে পরিবেশ আজ ধূলোয় ধুলুণ্ঠিত। আর এই ধুলুণ্ঠিত সমাজের মানুষ অশিক্ষা সুশিক্ষিত ও দারিদ্র্য তার আক্রমণে ও হীনমন্যতার শিকার হয়ে মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে পশুর স্তরে নেমে এসেছে।

শনিবার ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

# সুরাটের কোচিং সেন্টারে অগ্নিকাণ্ড এফআইআর দায়ের তিনজনের বিরুদ্ধে, দমকলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ

সুরাট, ২৫ মে (হি.স.): সুরাটের কোচিং সেন্টারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে অকালেই মৃত্যু হল ২০ জন পড়ুয়ারঊ প্রত্যেকেরই বয়স ১৪ থেকে ১৭ বছরের মধ্যেঊ বিধ্বংসী এই অগ্নিকাণ্ডে ২০ জন পড়ুয়ার মৃত্যুর পরই নড়েনড়ে বসল সুরাট পুলিশঊ আপাতত সুরাটে সমস্ত ধরনের কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসনঊ পাশাপাশি সুরাটের সারথানায় 'তক্ষশীলা' নামে চার তলা ওই বহুতলে যে ব্যক্তি কোচিং ক্লাস চালাত তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশঊ এখানেই শেষ নয়, বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড এবং পড়ুয়াদের মৃত্যুর ঘটনায় বিল্ডিং কমপ্লেক্সের দু'জন নির্মাতা-সহ তিনজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে সুরাট পুলিশঊ সুরাট পুলিশ সূত্রের খবর, বিল্ডিং কমপ্লেক্সের দু'জন নির্মাতা হর্ষাল ভেকারিয়া এবং জিগনেশ-এর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছেঊ এছাড়াও কোচিং সেন্টারের মালিক ভার্গভ ভুটানির বিরুদ্ধেও এফআইআর দায়ের করা হয়েছেঊ শনিবার সকালে সুরাটের পুলিশ কমিশনার সতীশ শর্মা সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছেন, 'শুক্রবারের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহতের সংখ্যা ২০-রও বেশিঊ তিনজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছেঊ' পুলিশ কমিশনার আরও জানিয়েছেন, 'আপাতত সুরাটে সমস্ত ধরনের কোচিং ক্লাস বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছেঊ প্রয়োজনীয় অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা পরীক্ষা করার পরই ক্লাস চালু করার অনুমতি দেওয়া হবেঊ

শুক্রবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ সুরাটের সারথানায় 'তক্ষশীলা' নামে চার তলা ওই বহুতলে ভয়াবহ আগুন লাগেঊ আতঙ্কে-প্রাণভয়ে কেউ জানলা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কেউ বাঁচার জন্য আর্তচিতার শুরু করেঊ ২০ জনেরও বেশি পড়ুয়াকে প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হলেও, ২০ জনের অকালেই মৃত্যু হয়েছেঊ এমতাবস্থায় দমকলের বিরুদ্ধে গাফিলতি ও দেরিতে আসার অভিযোগ তুললেন প্রত্যক্ষদর্শীরাঊ কেতন নামে একজন প্রত্যক্ষদর্শী শনিবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, 'আগুন লাগার কিছুক্ষণের মধ্যেই সর্বত্র কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়, বুঝে উঠতে পারছিলাম না কী করবোঊ প্রথমে পড়ুয়াদের বহুতল থেকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করি, প্রথমে ৮ থেকে ১০ জন পড়ুয়াকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিঊ পরে আরও দু'জন পড়ুয়াকে উদ্ধার করেছিঊ কিন্তু, দমকল ৪০-৪৫ মিনিট পর আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে আসেঊ ততক্ষণে আগুনের লেলিহান শিখা আরও ভয়াবহ রূপ নিয়ে নেয়

## এবার হুগলীতে তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল নিল বিজেপি

হুগলী, ২৫ মে (হি. স.) : উত্তর চব্বিশ পরগণার পর এবার হুগলীতে তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল করল বিজেপি। হুগলি জেলায় লোকসভার অন্তর্গত সপ্তগ্রাম বিধানসভার বাঁশবেড়িয়া পুরসভা এলাকায় সাত নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমুলের পাটি অফিস দখল করল বিজেপি।

শনিবার সকাল সারে এগারোটা নাগাদ এই এলাকায় বিজেপির একটি দল আচমকাই এই পার্টি অফিসে আসে, প্রথমে এক তৃণমূল কর্মীর সাথে তাদের বচসা হয়, এর মাঝেই তৃণমূল লেখা ও লোগো রং দিয়ে মুঝে দিয়ে বিজেপির পতাকা লাগিয়ে দেয় , এরপরই পার্টি অফিসে ঢুকে গিয়ে দখল নিয়ে বিজেপি কর্মীরা।খবর পেয়ে ঘটনাসলে মগরা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনি আসে।

হুগলী লোকসভা কেন্দ্রে এবারে বিজেপি পার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায় ছিনিয়ে নিয়েছে, ফল ঘোষনার পর থেকে এই লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ শুরু হয়েছে, গত কালও সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত বড়া বাজার এলাকায় তৃনমুলের একটি পার্টি অফিসে ভাঙচুর করা হয় বলে বিজেপি দিকে অভিযোগ, ঘটনায় বাধা দিতে গেলে বেশকিছু তৃনমুল কর্মিকে মারধোর করা হয় বলে অভিযোগ, দু জন তৃণমুল কর্মী গুরুতর আহত হয়ে শ্রীরামপুর ওয়াল হাসপাতালে এখনো চিকিৎসাধীন।শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত এই জেলায় পান্ডুয়াতে তৃনমূল ও বিজেপি সংঘর্ষ হচ্ছে ঘটনাস্থলে পান্ডুয়া থানার পুলিশ।

## বুলন্দশহরে তিনটি শিশুকে গুলি করে হত্যা, বরখাস্ত কনস্টেবল ও এসএইচও

বুলন্দশহর (উত্তর প্রদেশ), ২৫ মে (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহরে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করা হল একই পরিবারের সদস্য তিনটি শিশুকেঊ বুলন্দশহরের সালেমপুর এলাকার ঘটনাঊ শনিবার সকালে সালেমপুর এলাকায় কুয়ো থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ওই তিনটি শিশুর মৃতদেহঊ নৃশংস এই হত্যার ঘটনায় ইতিমধ্যেই সাসপেন্ড করা হয়েছে একজন পুলিশ কনস্টেবল ও স্টেশন হাউস অফিসারকেঊ পাশাপাশি মামলার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশের চারটি বিশেষ টিমঊ

পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, বুলন্দশহরের সালেমপুর এলাকায় গুলি করে খুন করা হয়েছে একই পরিবারের সদস্য তিনটি শিশুকেঊ শনিবার সকালে কুয়ো থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ওই তিনটি শিশুর মৃতদেহঊ এই হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে এসএসপি এন কোলাঞ্চি জানিয়েছেন, 'এই ঘটনায় একজন কনস্টেবল এবং স্টেশন হাউস অফিসারকে বরখাস্ত করা হয়েছেঊ মামলার তদন্ত শুরু করেছে চারটি বিশেষ টিমঊ এই মামলায় দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

## আলিপুরদুয়ারে দু'টি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ট্রাক চালক

বীরপাড়া, ২৫ মে (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারে দু'টি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক ট্রাক চালকের। ঘটনায় আহত হযেছে ট্রাকটির খালাশি। শনিবার ভোরবেলায় ঘটনাটি ঘটেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছে মাদারিহাট থানার পুলিশ।

মাদারিহাট থানা সূত্রে জানানো হয়েছে, এদিন সকালে বীরপাড়া ব্লকের ভগতপাড়া এলাকায় এশিয়ান হাইওয়ের ওপর ঘটনাটি ঘটে। অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে একটি ট্রাক অসমের দিকে যাচ্ছিল। বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে অসমগামী ট্রাকটির চালক ঘটনাস্থলেই মারা যান। ওই ট্রাকটির খালাসিকে আহত অবস্থায় বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

# ষোড়শ লোকসভা ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাবে সাক্ষর রাষ্ট্রপতির, জমা পড়ল জয়ীদের নামের তালিকা

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.): প্রথা অনুযায়ী শুক্রবারই ইস্তফা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ ওই দিন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের হাতে ইস্তফাপত্র তুলে দেন প্রধানমন্ত্রীঊ রাষ্ট্রপতি তা গ্রহণও করেনঊ পাশাপাশি শুক্রবারই যোড়শ লোকসভা ভেঙে দেওয়ার সুপারিশ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাঊ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সুপারিশে শনিবার ষোড়শ লোকসভা ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাবে স্বাক্ষর করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দঊ এদিনই রাষ্ট্রপতির কাছে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের জয়ীদের নামের তালিকা তুলে দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল আরোরাঊ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল আরোরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশনার অশোক লাভাসা এবং সুনীল চন্দ্রঊ সুষ্ঠুভাবে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ায় মুখ্য নির্বাচন অফিসার-সহ অন্যদের অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতিঊ প্রসঙ্গত, উনিশের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি একাই ৩০৩ আসনে জয়ী হয়েছেঊ কংগ্রেসের ঝুলিতে মাত্র ৫২টি আসনঊ আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যে সর্বাধিক আসনে জয়লাভ করেছে ডিএমকেঊ ডিএমকে-র প্রাপ্ত আসন ২৩ঊ এরপরই তৃণমূল কংগ্রেস এবং ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টিঊ তৃণমূল কংগ্রেস এবং ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টি ২২টি করে আসনে জয়লাভ করেছে।

দেশজুড়ে এই মুহূর্তে জল্পনা চলছে যে, আগামী ৩০ মে দেশের পঞ্চদশতম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদীঊ ওই দিন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন বিদেশি অতিথিরাঊ এ জন্য নাকি আমন্ত্রণও পাঠানো হচ্ছেঊ এই গুজবে জল ঢেলে দিল সরকারঊ সরকার সূত্রের খবর, 'মিডিয়ায় গুজব চলছেঊ এই মুহূর্তে, আমাদের কাছে এমন ধরনের কোনও তথ্য নেইঊ কোনও রকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেই মিডিয়াকে আমরা অবগত করবো।

# অসমে প্রকাশিত উচ্চ মাধ্যমিকের ফল, শতকরা হিসাবে কলায় ৭৫.১৪, বিজ্ঞানে ৮৬.৫৯ এবং বাণিজ্যে পাশ ৮৬.৭৯

গুয়াহাটি, ২৫ মে (হি.স.): অসম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত ২০১৯ শিক্ষাবর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল এক সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এবার প্রথম, ষষ্ঠ এবং নবম স্থান দখল করে দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকার নাম উজ্জ্বল করেছেন তিন কৃতী ছাত্র ও ছাত্রী।শতকরার হিসাবে এ-বছর গতবারের তুলনায় কিছুটা উন্নত হয়েছে। এদিকে উচ্চ মাধ্যমিক কলা শাখায় প্রথম বিভাগে পাশ করেছেন দৌড়বিদ স্বর্ণকন্যা হিমা দাস। অসমিয়া বিষয়ে লেটার নম্বর পেয়েছেন হিমা। শনিবার ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, কলা শাখায় উত্তীর্ণের হার ৭৫.১৪ শতাংশ। ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে এই হার ছিল ৭৫.৬৮ শতাংশ। কলা শাখায় পরীক্ষা দিয়েছিলেন ১,৭৮,৯৯৮ জন। তাঁদের মধ্যে ১৮,৫৭৫ জন প্রথম, ৪২,৪৩৯ জন দ্বিতীয় এবং ৭৩,৪৮২ জন তৃতীয় স্থান লাভ করেছে। অনুরূপভাবে বিজ্ঞানে পাশের হার ৮৬.৫৯ শতাংশ। গতবছর ২০১৮ সালে এই হার ছিল ৮৫.৭৪ শতাংশ। পরীক্ষায় বসেছিলেন মোট ৩৬,৪৮৯ জন ছাত্রছাত্রী। তাঁদের মধ্যে ১৫,৮৬৪ জন প্রথম, ১৩,২৩৩ জন দ্বিতীয় এবং ২,৪৮২ জন তৃতীয় স্থান লাভ করেছেন। এদিকে বাণিজ্য শাখায় পাশের হার ৮৬.৭৯ শতাংশ। ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে পাশের হার ছিল ৮৪.৬৪ শতাংশ। উচ্চ মাধ্যমিকে বাণিজ্য বিভাগে এবার চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসেছিলেন ১৭,৭৯৭ জন ছাত্রছাত্রী। তাঁদের মধ্যে ৩,৭৯৬ জন প্রথম, ৫,৩০৩ জন দ্বিতীয় এবং ৬,৪৯০ জন তৃতীয় স্থান লাভ করেছে। আজ সকাল নয়টায় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের নিজস্ব ওয়েবসাইট ন্দ্রন্দ্র.খন্তত্রত্ব.দ্ধত্থদ্র-এ ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এবার বাণিজ্য শাখায় মেধা তালিকার প্রথম স্থান দখল করে বরাক উপত্যকার নাম উজ্জ্বল করেছেন কাছাড় জেলার সদর শিলচরের বিবেকানন্দ জুনিয়র কলেজের ছাত্র অসীম সরকার। তাঁর মোট প্রাপ্ত নম্বর ৪৭৪। ষষ্ঠ স্থান দখল করেছেন হর্ষ গোলসা। তিনি করিমগঞ্জ জুনিয়র কলেজ অব সায়েন্সের ছাত্র। তাঁর প্রাপ্ত মোট নম্বর ৪৫৮। তাছাড়া নবম স্থান দখল করেছে আরেকজন, বরাকের মান রক্ষা করেছেন, তিনিও বিবেকানন্দ জুনিয়র কলেজের, নাম বৃন্দা রায়। তাঁর প্রাপ্ত মোট নম্বর ৪৫৫।

# মুম্বইয়ের শহরতলিতে ভেঙে পড়ল বহুতলের একাংশ, গুরুতর আহত দু''জন

মুম্বই, ২৫ মে (হি.স.): মুম্বইয়ের শহরতলি পূর্ব ঘাটকোপারে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি বহুতলের একাংশ। ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে আহত হয়েছেন দু''জন। শনিবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব ঘাটকোপারের রামাবাই কলোনিতে। গুরুতর আহত অবস্থায় দু''জনকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, শনিবার সকালে পূর্ব ঘাটকোপারের রামাবাই কলোনিতে অবস্থিত একটি বহুতলের একাংশ আচমকাই ভেঙে পড়ে। বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন, তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় নিকটবর্তী থানায়। পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে আসার আগে স্থানীয় বাসিন্দারাই উদ্ধার কাজে হাত লাগান। ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে আহত অবস্থায় দু''জনকে উদ্ধার করা হয়। কী কারণে ভেঙে পড়ল বাড়িটি, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

# সুরাটের কোচিং সেন্টারে অগ্নিকাণ্ড : মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৩, ভেন্টিলেটরে দু'জন পড়ুয়া

সুরাট, ২৫ মে (হি.স.): সুরাটের কোচিং সেন্টারে শুক্রবার বিকেলের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা ক্রমশই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছেঊ প্রশাসন সূত্রের খবর, সুরাটের কোচিং সেন্টারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আরও ৩ জনের মৃত্যু হয়েছেঊ সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৩-এঊ এছাড়াও দু'জন পড়ুয়া বর্তমানে ভেন্টিলেটরে চিকিতাধীন এবং পাঁচজন পড়ুয়া আইসিইউ-তে চিকিতাধীনঊ শুক্রবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ সুরাটের সারথানায় 'তক্ষশীলা' নামে চার তলা ওই বহুতলে ভয়াবহ আগুন লাগেঊ আতঙ্কে-প্রাণভয়ে কেউ জানলা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কেউ বাঁচার জন্য আর্তচিতার শুরু করে দেয়ঊ ২০ জনেরও বেশি পড়ুয়াকে প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হলেও, ২৩ জনের অকালেই মৃত্যু হলঊ প্রত্যেকেরই বয়স ১৪ থেকে ১৭ বছরের মধ্যেঊ তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার ফলাফলের অপেক্ষায় ছিল। বিধ্বংসী এই অগ্নিকাণ্ডের পরই নড়েনড়ে বসল সুরাট পুলিশঊ আপাতত সুরাটে সমস্ত ধরনের কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসনঊ পাশাপাশি সুরাটের সারথানায় 'তক্ষশীলা' নামে চার তলা ওই বহুতলে যে ব্যক্তি কোচিং ক্লাস চালাত তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশঊ এখানেই শেষ নয়, বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড এবং পড়ুয়াদের মৃত্যুর ঘটনায় বিল্ডিং কমপ্লেক্সের দু'জন নির্মাতা-সহ তিনজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে সুরাট পুলিশঊ সুরাট পুলিশ সূত্রের খবর, বিল্ডিং কমপ্লেক্সের দু'জন নির্মাতা হর্ষাল ভেকারিয়া এবং জিগনেশ-এর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছেঊ এছাড়াও কোচিং সেন্টারের মালিক ভার্গভ ভুটানির বিরুদ্ধেও এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

# ফের দাম বাড়ল পেট্রোল ও ডিজেলের, দিন দিন চিন্তা বাড়ছে সাধারণ মানুষের

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৫ মে (হি.স.): জ্বালানি তেলের দর বেড়েই চলেছেঊ লোকসভা নির্বাচন মিটে গিয়েছে। ৩০৩ সংসদীয় আসনে জয়লাভ করে পুনরায় দিল্লির কুর্সিতে বসতে চলেছে মোদী সরকারঊ কিন্তু, আম জনতার অস্বস্তি বাড়িয়ে বিগত কয়েকদিন ধরে ছুটে চলেছে পেট্রোল ও ডিজেলের দরঊ শনিবার ফের বাড়ল জ্বালানি তেলের দামঊ মধ্যরাত থেকে নয়াদিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাইতে দামি হয়েছে পেট্রোল ও ডিজেলঊ দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাইতে যথাক্রমে, ০.১৪ পয়সা, ০.১৪ পয়সা, ০.১৪ এবং ০.১৫ পয়সা করে বেড়েছে পেট্রোলের দামঊ এছাড়াও উপরোক্ত চারটি মেট্রো সিটিতে ডিজেলের দাম বেড়েছে ১২-১৩ পয়সা পর্যন্তঊ দিল্লিতে ডিজেলের দাম বেড়েছে ০.১২ পয়সা, কলকাতায় ০.১২ পয়সা, মুম্বইতে ০.১২ এবং চেন্নাইতে ০.১৩ পয়সা বেড়েছে ডিজেলের দাম।

নতুন মূল্য অনুযায়ী দিল্লিতে লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম এখন ৭১.৫৩ টাকা, কলকাতায় ৭৩.৬০ টাকা, মুম্বইতে ৭৭.১৪ টাকা এবং চেন্নাইতে ৭৪.২৫ টাকাঊ পাশাপাশি দিল্লিতে ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে ৬৬.৫৭ টাকা, কলকাতায় ৬৮.৩৩ টাকা, মুম্বইয়ে ৬৯.৭৫ টাকা এবং তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাইতে ডিজেলের বর্ধিত দাম হল ৭০.৩৭ টাকাঊ রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি জানিয়েছে, বিশ্ব বাজারে ফের মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তেলের দামঊ তাই সামঞ্জস্য রাখতেই ভারতেও বাড়ছে জ্বালানি তেলের দামঊ।

# ফের জোড়া ভূকম্পন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে, কম্পাঙ্ক যথাক্রমে ৫.০ ও ৪.৮

পোর্ট ব্লেয়ার, ২৫ মে (হি.স.): আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ভূমিকম্প এখন প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছেঊ শনিবার ভোররাত ২.৫৩ মিনিট থেকে ভোর ৪.৪৯ মিনিটের মধ্যে পরপর দু'বার মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জঊ পৃথক ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.০ এবং ৪.৮ঊ ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত জানিয়েছে, শনিবার ভোররাত ২.৫৩ মিনিট নাগাদ প্রথমে ৫.০ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল ১৩.৯ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২.৮ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরেঊ এরপর শনিবার ভোর ৪.৪৯ মিনিট নাগাদ ৪.৮ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জেঊ আইএমডি জানিয়েছে, ভোর ৪.৪৯ মিনিট নাগাদ অনুভূত হওয়া ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল ১০.৬ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১.৫ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরেঊ প্রসঙ্গত, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এমনিতেই ভূকম্পনপ্রবণঊ মাঝে মধ্যেই আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ছোটোখাটো ভূমিকম্প লেগেই থাকে।

# পুরীর জনগণের স্বার্থে নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত বিজেডি সাংসদের, জনতাকে ধন্যবাদজ্ঞাপন পিনাকী মিশ্রর

পুরী, ২৫ মে (হি.স.): পুরী সংসদীয় আসনে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্রকে ১১ হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত করে জয়ী হয়েছেন বিজেডি প্রার্থী পিনাকী মিশ্রঊ গোটা দেশে মোদী ঝড় বয়ে গেলেও, জগন্নাথ ধাম পুরীতে মোদী ঝড় সেভাবে আছড়ে পড়তে পারেনিঊ হাড্ডাহাড্ডি লড়াই সত্ত্বেও বিজু জনতা দল (বিজেডি)-এর দু'বারের সাংসদ পিনাকী মিশ্রর কাছে পরাজিত হয়েছেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্রঊ পুরী লোকসভা আসনের বিজেডি প্রার্থী পিনাকী মিশ্রর কাছে ১১,০০০-এরও বেশি ভোটে পরাজিত হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী সম্বিত পাত্রঊ এই জয় পুরীর মানুষকেই উতর্গ করলেন বিজেডি সাংসদ পিনাকী মিশ্রঊ শনিবার পিনাকীবাবু বলেছেন, 'পুরী সংসদীয় এলাকার মানুষজন আমার প্রতি আস্থা রেখেছেন এ জন্য আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞঊ ধন্যজ্ঞাপনস্বরূপ, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমার সমস্ত বেতন এবং ভাতা মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দেব, যাতে পুরীর জনগণের উপকার হয়ঊ'

বিজু জনতা দল (বিজেডি)-এর দু'বারের সাংসদ পিনাকী মিশ্র-র কাছে ১১,৭১৪ ভোটের মার্জিনে পরাজিত হয়েছেন বিজেপির টেলিভিশন তারকা সম্বিত পাত্রঊ পিনাকী মিশ্রর প্রাপ্ত ভোট ৫,৩৮,৩২১, সম্বিত পাত্র পেয়েছেন ৫,২৬,৬০৭টি ভোটঊ ওডিশা বিধানসভা নির্বাচনেও মোদী ঝড়ের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল নবীন পট্টনায়েকের বিজেডিঊ ওডিশার ১৪৭টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ভোট হয়েছিল ১৪৬টিতেঊ তার মধ্যে বিজু জনতা দল জয়ী হয়েছে ১১২টি আসনেঊ বিজেপির প্রাপ্ত আসন ২৩টি এবং কংগ্রেসের প্রাপ্ত আসন মাত্র ন'টি।

# মায়ের আশীর্বাদ নিতে রবিবার সন্ধ্যায় গুজরাটে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, পরবর্তী দিন কাশিতে

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.): ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী দিনই বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহকে সঙ্গে নিয়ে লালকৃষ্ণ আডবাণী এবং মুরলী মনোহর যোশীর বাড়িতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ আডবাণীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছেন মোদী, যোশীকেও সম্মান দেখিয়েছেনঊ ভোট-বিজয়ের চতুর্থ দিন রবিবার, গুজরাটে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ এরপর সোমবার সকালে নিজের সংসদীয় কেন্দ্র (বারাণসী) কাশিতে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ শনিবার সকালে মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত প্রধানমন্ত্রী নিজেই এ কথা জানিয়েছেন।

আগামী ৩০ মে সম্ভবত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবেঊ তার আগে ২৬ মে সন্ধ্যায় গুজরাটের গান্ধীনগরে যাবেন মোদীঊ গান্ধীনগরে গিয়ে নিজের মাকে প্রণাম করে, পরবর্তী দিন সকালে কাশিতে গিয়ে মা গঙ্গা এবং বিশ্বনাথ দর্শন করবেন প্রধানমন্ত্রী।

বারাণসীতে তাঁকে পুনরায় দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করার জন্য মানুষকেও ধন্যবাদ জানাবেন মোদীঊ শনিবার সকালে মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'মায়ের আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য, রবিবার সন্ধ্যায় গুজরাটে যাবো আমিঊ পরবর্তী দিন সকালে আমার উপর আস্থা বজায় রাখার জন্য পুন্যভূমির মানুষকে ধন্যবাদ জানাতে আমি কাশি যাবো।

## সুরাটের বহুতলে আগুন : বিল্ডিংয়ের দু''জন নির্মাতা-সহ তিনজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের পুলিশের

সুরাট (হি.স.): গুজরাটের সুরাটে বহুতলে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড এবং ছাত্রছাত্রী-সহ ২০ জনের প্রাণহানির ঘটনায় বিল্ডিং কমপ্লেক্সের দু''জন নির্মাতা-সহ তিনজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে সুরাট পুলিশ। সুরাট পুলিশ সূত্রের খবর, বিল্ডিং কমপ্লেক্সের দু''জন নির্মাতা হর্ষাল ভেকারিয়া এবং জিগনেশ-এর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এছাড়াও কোচিং সেন্টারের মালিক ভার্গভ ভুটানির বিরুদ্ধেও এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

সুরাটের সারতানা এলাকায় অবস্থিত তক্ষশীলা কমপ্লেক্স। সেই কমপ্লেক্সের তিনতলায় ছিল একটি কোচিং সেন্টার। শুক্রবার ওই কমপ্লেক্সেরই তিন ও চারতলায় লাগে আগুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। গলগল করে বেরোতে থাকে ধোঁয়া। আতঙ্কে ওই বহুতলের উপর থেকে ঝাঁপ দেয় কোচিং সেন্টারের ছাত্রছাত্রীরা। বহুতলে অগ্নিকাণ্ড এবং আতঙ্কে ঝাঁপ দেওয়ার কারণে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ২০ জনের। যার মধ্যে অধিকাংশই ছাত্রছাত্রী।

# হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

## বিছানায় প্রস্রাব মানসিক সমস্যা

তুর্যের বয়স ৮। তবুও প্রায় রাতেই সে ঘুমোয় ঘোরে প্রস্রাব করে বিছানা ভেজায়। আর এ নিয়ে তার মায়ের অনেক ভাবনা, বেশির ভাগ সময় রাতটা কাটে উৎকণ্ঠায়। কোথাও বেড়াতে গেলে রাতে থাকা হয় না লজ্জায়।

বাচ্চার এই সমস্যার জন্য অনেক হুজুর দেখনো হয়েছে, ঝাড় ফুঁক করানো হয়েছে, এমনকি তাবিজ কবজও দেওয়া হলো। নাহ কিছুতেই কোনো উন্নতি হয় না। কী যে হলো তুর্যের? কী এমন বদনজর লাগল ওর? কে এমন ক্ষতি করল? এরকম আরও কতো কতো দুশ্চিন্তা।

আসলে এই ধরনের সমস্যা কোনো বদনজর বা করো ক্ষতি করার কারণে হয় না, এটি একটি মানসিক সমস্যা।

সাধারণত, ৪-৫ বছর বয়সের মধ্যে একটি শিশু তার প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণ করতে শিখে ফেলে। কিন্তুকোনো কোনো সময় শিশুর এই বয়সের পরেও প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বিশেষ করে রাতে ঘুমালে বিছানা ভিজায়।এ সমস্যা মানসিক কারণ ছাড়াও শারীরিক কারণে হতে পারে। তাই শারীরিক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হতে পারে না।

অনেক সময় শিশু নিজের অভিব্যক্তির মাধ্যমে প্রস্রাব করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে, সেগুলো বোঝার চেষ্টা করুন এবং তাতে সাড়া দিন। রাতে নির্দিষ্ট সময় পর পর শিশুকে বাথরুমে নিয়ে যান এবং তাকে প্রস্রাব করার জন্য উৎসাহ দিন।

যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও বিছানায়প্রস্রাব করে এমন শিশুর জন্য নিয়ম নীতি মেনে চললে এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসা গ্রহণ করলে শিশুর এ ধরনের সমস্যা ভালো হয়ে যায়।

যে শিশু যথেস্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও রাতে ঘুমালে বিছানা ভিজায় তাকে সন্ধ্যার পর অতিরিক্ত জল পান করাবেন না, রাতে তাকে ঘুম থেকে তুলে প্রস্রাব করাবেন।

যে রাতে সে বিছানা ভেজাবে না তার পরবর্তী সকালে তাকে ছোট কোনো উপহার দিয়ে পুরস্কৃত করুন। হিসাব রাখুন মাসে কতদিন প্রস্রাব করে বিছানা ভেজায় আর কতদিন বিছানা ভেজায় না এবং যেকটি দিন প্রস্রাব করে বিছানা ভিজায় না তা হিসাব করে তাকে ছোট কোনো উপহার দিন। তাহলে শিশু খুশি হবে এবং বিছানাতে প্রস্রাব না করার জন্য উৎসাহ বোধ করবে এবং সেই সাথে তার মনোবলও বাড়বে। যদি তারপরও শিশু রাতে প্রস্রাব করে বিছানা ভিজায় তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এধরনের সমস্যার জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসা আছে যা অনেক কার্যকরী। এ রোগের জন্য কার্যকরী ওষুধ ও চিকিৎসা আছে। পরিবারের সদস্যদের সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন শিশু কিশোরদের মানসিক সমস্যা এবধ ব্যাধি নিরাময়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

## পাম চাষ ঃ বহুমুখী লাভের কৃষি

পাম তেলঃ পাম গাছের ফল প্রক্রিয়াজাত করে যে তেল পাওয়া যায় তাকে পাম তেল বলে। পাম ফলের মাংশল ও বীজ হতে তেল পাওয়া যায়। মাংশল অংশ হতে যে তেল পাওয়া যায় তার নাম পাম তেল, আর বীজ (কার্নেল) হতে যে তেল পাওয়া যায় তার নাম পাম কার্ণেল তেল। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের শতকরা ৮০ শতাংশ পাম তেল উৎপাদন করে।

ইতিহাসঃ পাম তেলের আদি উৎস পশ্চিম আফ্রিকা। পাম তেলের মিশরে আবির্ভাব ঘটেছে সম্ভবত: পশ্চিম আফ্রিকা থেকে। মালয়েশিয়ায় ১৯১০ সালে স্কটসম্যান উইলিয়াম সিমে এবং হেনরি ডারবি নামের দুই ভদ্রলোক পাম চাষের প্রবর্তন করেন।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমানঃ সদ্য আহরিত পাম তেল বিটা ক্যারোট্রায়েনল নামক দুই ধরনের ভিটামিন ই অধিক পরিমাণে থাকে। অন্যান্য উদ্ভিদ ভোজ্য তেলের মতো পাম তেলও কোলেস্টেরলমুক্ত। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল খাদ্যে পাম তেল ব্যবহার করলে রক্তে মোট কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ে না। পাম তেল খাদ্যে ব্যবহার করলে রক্তে মোট কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ে না। পাম তেল খাদ্যে ব্যবহার করলে দেহে উপকারী 'এইচ ডি এল' কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ে এবং ক্ষতিকর 'এল ডি এল' কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে যায়। পাম তেল রক্তের জমাট বাঁধার প্রবণতা হ্রাস করে ফলশ্রুতিতে হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস পায়। লাল পাম তেলে প্রচুর পরিমাণে বিটা ক্যারোটিন এবং ভিটামিন ই থাকে। যা গাজরের চেয়ে ১৫ গুণ এবং টমেটোর চেয়ে ৩০০ গুন বেশি। লাল পাম তেল ক্যারোটিনয়েডের উৎস হওয়ায় কয়েক ধরনর ক্যান্সারকে কার্যকরভাবে প্রতিহত করতে পারে। পাম তেল এবং একই পরিমাণ ক্যালরিযুক্ত অন্য ভোজ্য তেল সম্বলিত খাদ্যের সঙ্গে তুলনা করে দেখা গেছে যে পরীক্ষামূলকভাবে ঘটানো স্তন ক্যান্সারের সংগঠন ও বিকাশ উভয় ক্ষেত্রেই পাম তেল প্রতিরোধমূলক ভূমিকা পালন করে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ভোজ্য তেলের মধ্যে ৫০ পিপিএম পর্যন্ত কোলেস্টেরল থাকলে তা 'কোলেস্টেরল মুক্ত' তেল হিসেবে বিবেচিত হয়। পাম তেলের কোলেস্টেরল ৫০ পিপিএম এর নিচে যা (১৩-১৯) পিপিএম এর মধ্যে। অপরপক্ষে সয়াবিন তেলে (২০-৩৫) পিপিএম সূর্যমুখী তেলে (০৮-৪৪) পিপিএম এবং সরিষার তেলে (২৫-৮০) পিপিএম কোলেস্টেরল বিদ্যমান । চিনে পাম তেল সয়াবিন তেল, পিনাট তেল এবং শূকরের চর্বি (সবগুলোর সম্পৃক্ত চর্বিযুক্ত) নিয়ে এক তুলনামূলক গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে এদের মধ্যে। পাম তেল দেহে উপকারি এই ডি এল' কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায় এবং ক্ষতিকর 'এল ডি এল' কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়।

বিবিধ ব্যবহারঃ পরিশোধিত পাম তেল গন্ধহীন হওয়ায় এর দ্বারা ভাজা খাদ্যেও স্বাভাবিক গন্ধ বজায় থাকে। পাম তেল অর্ধজমাট ঘনত্বে থাকার জন্যে এমন কিছু ভৌতগুণ ধারণ করে যা অনেক খাদ্য প্রস্তুতিতে প্রয়োজন হয়। পাম তেল ভোজ্য তেল ছাড়াও বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহর হয়। সাবান, ডিটারজেন্ট, ফ্যাটি এসিড, ফ্যাটি অ্যালকোহল, গ্লিসারিন উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। বিস্কুট , কেক, আইসক্রিমসহ বিভিন্ন প্রকার খাবার তৈরিতে পাম তেলের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। চর্বি উৎপাদনে কাঁচামাল হিসেবে পাম তেল সকলের পছন্দনীয়। পাম তেল থেকে তৈরি হয় সলিড ফ্যাট যেমন বনস্পতি যা স্বাস্থ্যের জন্য উত্তম কারণ পাম তেলকে হাইড্রোজিনেশন করার প্রয়োজন হয় না বলে এতে ক্ষতিকর ট্রান্স ফ্যাটি এসিড থাকে না। পাম গাছের কাণ্ড, পাতাত, ফলশূন্য , কাঁদি ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা যায়। পদ্মাখম গাছের পাতা ও ফলশূন্য কাঁদির আঁশকে প্রক্রিয়াজাত করে মধ্য ঘনত্বের ফাইবার বোর্ড ও চিপবোর্ড তৈরি করা যায়।

চাষাবাদঃ পাম গাছের চাষের জন্য মোটামুটি তাপমাত্রা ২২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ৩২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হলে ভাল। প্রতিদিন ৫ ঘন্টা অথবা বার্ষিক মোট ২০০০ ঘন্টা সূর্যালোক দরকার। সমতল, ভারি, জল ধারণক্ষম পলিমাটি পাম চাষের জন্য আদর্শ। পাহাড়ি এলাকা, অনাবাদি জমি, সড়ক মহাসড়কের পাড়, পুকুর পাড়, অব্যবহৃত স্থানে পাম গাছ রোপণ করা যেতে পারে। প্রতি হেক্টর জমিতে ১২০ টি থেকে ১৫০ টি চারা অথবা ৯.৫ মিটার দূরে দূরে প্রতি হেক্টর জমিতে ১২৮ টি চারা রোপণ করা যায়। বীজ হতে চারা তৈরি করতে এক বছর সময় লাগে। চারা রোপণের তিন থেকে চার বছরের মধ্যে ফল ধরে। রোপিত চারা ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত ফল দিতে পারে ৯.৫ মিটার দূরে দূরে চারা রোপণ করতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গর্ত করতে হবে। প্রতিটি গর্ত জৈব সার দ্বারা ভরাট করতে হবে। জৈব সার শোধন করার জন্য একদিন তামাক পাতা ভেজানো জল ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতিটি গর্তে ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০০ গ্রাম টি এস পি এবং ৫০০ গ্রাম ওমওপি সার প্রাথমিক মাত্রা হিসেবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে চারা রোপণের আগে অবশ্যই গর্তের জৈব সার বা কম্পোস্ট ভালোভাবে ওলট পালট করে গ্যাস বের করে দিতে হবে যাতে চারা গাছের কোন ক্ষতি না হয়। চারা রোপণের পর সবসময় মাটিতে যাতে জল থাকে সেজন্য সেচ দিতে হবে। ইঁদুরের আক্রমণ রোধ করার জন্য শতকরা ২ ভাগ জিংক ফসফাইট বিষটোপ ব্যবহার করা যেতে পারে। গন্ডার পোকার আক্রমণে গাছের ব্যাপক ক্ষতি হয়। গোঁড়া পচা রোগ যা গন্ডদ্বারমা বোনিনেন্স নামক জীবাণুর আক্রমণ ঘটে। এ রোগের কারণে শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত ফলন কমে যেতে পারে। আই পি এম পদ্ধতিতে পোকদমন ব্যবস্থা রহণ করলে আক্রমণ রোধ করা যেতে পারে।

ফল সংগ্রহঃ সারা বছরই পাম গাছ থেকে ফল পাওয়া যায়। ফিলিপাইনের আর বি এ পি এর একটি প্রকাশনা অনুযায়ী চারা রোপণের ২৬ মাস থেকে ৩০ মাসের মধ্যেই ফসল সংগ্রহের পর্যায়ে পৌঁছায়। এক হেক্টর জমির পূর্ণবয়স্ক গাছে গড়ে বছরে কাঁদিসহ ফল ১৯.১ মে. টন পাওয়া যায়। মাসে তিন বার বা ১০ দিন পর ফল সংগ্রহ করা ভাল।

তেল প্রস্তুত ঃ পরিপক্ক পলগাছ থেকে কাঁদিসহ কেটে নামিয়ে পরিস্কার করতে হবে। তারপর ফলগুলোকে পাত্রের মধ্যে জলসহ ফুটাতে হবে এতে ফলগুলো নরম হয়। এবার নরম ফলগুলোকে হাতে চেপে রস বের করতে হবে। তারপর জলমিশ্রিত এ রসকে একটি পাত্রে রেখে চুলায় কিছুক্ষণ তাপ দিলে রসে রেখে চুলদ্ধায় কিছুক্ষণ তাপ দিলে রসে বিদ্যমান জল বাষ্পাকার বের হয়ে যাবে বেং পাত্রের মধ্যে পাম তেল জমা থাকবে। এভাবে প্রাপ্ত তেল ছেঁকে বোতলে সংগ্রহ করে রাখলে ছয় মাস পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

## অঙ্ক ও ভাষা শেখাবে রোবট

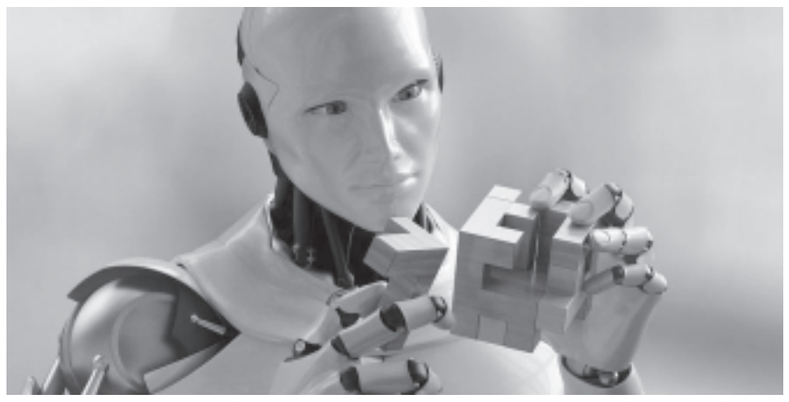

রোবট দিয়ে সাধারণত সূক্ষ্ম বা ঝুঁকিপূর্ণ বেশি করানো হয়। কিন্তু হিউম্যানয়েড রোবট এলিয়াস ও ওভোটরা এদিক দিয়ে একটু ব্যতিক্রম। তারা এখন বাচ্চাদের স্কুলে অঙ্ক ও ভাষা শিক্ষার ক্লাস নেয়।

ক্লাস নেয়ারসময় একাধিকবার একই জিনিস আওড়াতে তাদের কোনো বিরক্তি নেই। তাই কেউ বারবার একই প্রশ্ন করলেও তাকে বিব্রত হতে হয় না। পাইলট প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে চারটি রোবট ফিন্যালেন্ডর দক্ষিণাঞ্চলের ট্যাম্পার সিটির একটি প্রাইমারি স্কুলে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ভাষা শেখানোর মেশিনকে হিউম্যানয়েড রোবট এলিয়াসে পরিণত করে চালানো হচ্ছে ভাষা শিক্ষার ক্লাস।

এক ফুট উচ্চতার এ রোবটটি চালানো হয় মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে। রোববটি ২৩ টি ভাষা বুঝতে পারে।শুধু তাই নয়, বাচ্চাদের একঘেয়েমি দূর করতে সে গ্যাংনাম স্টাইলে নাচতেও পারে। এতে এমন একটি সফটওয়্যার আছে, যা শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন বুঝতে সাহায্য করে এবং শিখতে উৎসাহ দেয়।

আপাতত রোবটটি শুধু ইংরেজি, ফিনিশ ও জার্মান ভাষায় কথাবার্তা বলতে পারছে। রোবটটি মানুষের দক্ষতাগুলো চিনতে পারে এবং সেই অনুযায়ী প্রশ্ন সাজিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য সমস্যাগুলো সম্পর্কেও রোবটটি শিক্ষকদের তথ্য দিতে পারে। অঙ্কের রোবটটির নাম ওভোট। এর উচ্চতা ১০ ইঞ্চি।

নীল রঙের প্যাচারমতো দেখতে এ রোবট তৈরি করেছে ফিনিশ এআই রোবটস। মোট তিনটি ও ভোট আগামী এক বছরের জন্য স্কুলটিতে অঙ্ক শেখাবে। অনেক শিক্ষকরাই রোবটটিকে শিশুদের মনোযোগ ধরে রাখার একটি পদ্দতি হিসেবে দেখছেন। রিকা কলুনসারকা নামে এক শিক্ষিকা বলেন, এলিয়াস, রোবটটি ক্লাসরুমে ভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার একটি মাধ্যম। ক্লাসরুমে রোবটের ব্যবহার এবারই প্রথম নয়। মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলগুলোয়ও সম্প্রতি রোবটের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। তবে মানুষের চেয়ে দক্ষতা বেশি থাকলেও ক্লাসরুমের শৃঙ্খলা রক্ষা করার বিষয়ে তারা পিছিয়ে আছে। তাই আশা করা হচ্ছে, পরীক্ষামূলকভাবে সামান্য পরিসরে রোবটের ব্যবহার শুরু হলেও শিক্ষকদের চাকরি নিরাপদই থাকবে।

## তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরের মাইক্রোচিপ উদ্ভাবন

তরঙ্গের মাধ্যমেই আমাদের পরিচিত আলোক শক্তি, শব্দ শক্তি ইত্যাদি সঞ্চালিত হয়। আর তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরিত করে। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল গবেষক এমন একটি মাইক্রোচিপ তৈরি করেছেন যা আলোর তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তর করতে সক্ষম। মাইক্রোচিপটি আলো হিসেবে সঞ্চিত তথ্য ধীরে ধীরে এবং আরও কার্যকরীভাবে দ্রুত প্রসেস করতে সক্ষম। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দলটি তাদের গবেষণা জার্নালটি 'নেচার কমিউনিকেশনে' প্রকাশ করেছেন। এই দলে আছেন মরিসত মারক্লিন ও ডক্টর ব্রিজিট স্টিলার।

দূর থেকে কোনো তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে আলো তরঙ্গ বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এর একটি দুর্বল দিক হল শব্দ তরঙ্গের তুলনায় এর গতি কম। ফলে এটি কম্পিউটার ও টেলিযোগাযোগ সিস্টেমের জন্য সংরক্ষিত তথ্য প্রসেসকে কঠিন করে তোলে। এ কারণে শব্দ তরঙ্গ অথবা আলো থেকে পরিণত শব্দ তরঙ্গে তথ্য চলাচলের কাজ দ্রুত হয়।

গবেষকদের মাইক্রোচিপটি আলো তরঙ্গ থেকে তথ্য পাঠাতে যে সময় প্রয়োজন হয় সে সময়ের চেয়ে কম সময়ে শব্দ তরঙ্গতে রূপান্তরিত করে। যা আলো তরঙ্গ থেকে বহু গুণ দ্রুত কাজ করে।

গবেষকদের মতে, বর্তমান সময়ের ল্যাপটপগুলোর চেয়ে আলোর তরঙ্গ ভিত্তিক বা ফোটোনিক কম্পিউটারগুলো ২০ গুণ বেশি দ্রুত গতিতে চলতে পারবে।

ডক্টর ব্রিজিট স্টিলার বলেন, শব্দ তরঙ্গ রূপান্তরের মাইক্রোচিপটি আলোর তুলনায় ৫ গুণ দ্রুত কাজ করে। এ ছাড়া এটি আলো তরঙ্গের মতো অধিক তাপ উৎপাদন করে না।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কম্পিউটার প্রযুক্তিও দ্রুত উন্নত হচ্ছে। তবে ডিভাইসগুলো তাপ নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হয়। শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করলে তাপবিষয়ক সমস্যা থেকে অনেকটা সমাধান পাওয়া যাবে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।

## সৌদি আরবে বন্ধ বিশ্বের বৃহত্তম সৌরশক্তি প্রকল্প

২০০০ কোটি ডলার মূল্যের সৌরশক্তি প্রকল্প বন্ধ করেছে সৌদি আরব এবং বিনিয়োগকারী সংস্থা, সফটব্যাঙ্ক। প্রয়োজনের তিনগুণ শক্তি উৎপাদন করতে সক্ষম প্রকল্পটি সৌদি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক রূপান্তর পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল সৌদি রাষ্ট্রীয় সূত্রমতে, সৌদি আরবে বিশ্বের বৃহত্তম সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পনির্মাণের পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। পুনর্ণবীকরণযোগ্য শক্তির উন্নয়নে সৌদি আরবের আরো অনেক বৃহত্তর ও কার্যকর কৌশলনিশ্চিত করা বাকি বলেই এন সিদ্ধান্ত। সৌর প্রকল্পটির ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ২০০ গিগাওয়াট শক্তির উৎপাদন করার কথা ছিল, দেশটির দৈনিক চাহিদার চেয়ে যা তিনগুণ বেশি। মার্কিন পত্রিকা ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সৌদি

সরকারে এক উপদেষ্টা জানান, 'কোনো নতুন প্রকল্প আকর্ষণীয় হলেও তাকে সঠিকভাবে নির্বাহ করা কঠিন। পাশাপাশি এই প্রকল্পে কেউ সক্রিয়ভাবে কাজও করছিল না।' সুবিশাল মরুভূমি এবং প্রচুর রোদ থাকা সত্ত্বেও, সৌদি আরবের সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাবর্তমানে পর্যাপ্ত নয়। মূলত জীবাশ্ম জ্বালানী থেকেই তার প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদন করে সৌদি আরব। তবে যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের নেতৃত্বে তেলের উপর নির্ভরতা কমিয়ে অর্থনীতির অন্যান্য দিকে জোর দিচ্ছে বর্তমান সৌদি রাষ্ট্র। সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে জাপানি সংস্থা, সফটব্যাঙ্ক, ইতিমধ্যেই সৌদি আরবের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ও তার প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে তুলতে ১০০ বিলিয়ন ডলারের ভিশন ফান্ড'নামের একটি উদ্যোগ তৈরিকরছে।

প্রকল্পটির প্রথম পর্যায়ে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করা সত্ত্বেও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সৌদির 'সৌর স্বপ্ন'। সৌদি কর্মকর্তাদের মতে, রাষ্ট্রের পক্ষে এখনো ভূমি অধিগ্রহণ, উন্নয়নের পরিকাঠামো বা ভর্তুকি বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। এর পরিবর্তে অক্টোবরের শেষের দিকে ঘোষণাকরার জন্য একটি বৃহত্তর কৌশল প্রণয়ন করছে সরকার, যা সৌদি আরবের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি বিষয়ক লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে। সেক্ষেত্রে সফটব্যাঙ্ক ভবিষ্যতে ২০০ গিগাওয়াটের এই সৌরপ্রকল্প নির্মাণে জড়াবে কি না, তা এখনো পুরোপুরি স্পষ্ট নয়।

## জিমেইলে পাঠানো বার্তা পড়ছে অন্য কেউ

জিমেইল ব্যবহার করে যে বার্তা পাঠানো কিংবা গ্রহণ করা হচ্ছে, তা কেবল মেশিনই না, কখনও কখনও থার্ড পার্টি বা তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ ডেভেলপার পড়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে সার্চ জায়ান্ট গুগল।

থার্ড পার্টি অ্যাপ বলতে অফিসিয়াল অ্যাপ ছাড়া তৃতীয় কোনো নির্মাতার অ্যাপকে বোঝানো হয়।

যেমন আপনি যদি ফেসবুক, গুগল কিংবা টুইটারের অ্যাপ প্লে স্টোরে খোঁজেন, তবে দেখবেন তাদের নিজস্ব অ্যাপ ছাড়াও বিভিন্ন অ্যাপ সেখানে রয়েছে। যেগুলো অন্যান্য ডেভেলপারের তৈরি। এগুলোই হচ্ছে থার্ড পার্টি অ্যাপ। অন্য কথায় কোনো কাজের কিংবা সার্ভিসের জন্য আগে থেকেই তৈরি অফিসিয়াল অ্যাপ থাকার পরও একই কাজের জন্য থার্ড পার্টি ডেভেলপাররা যেসব অ্যাপ বানান সেগুলোই থার্ড পার্টি অ্যাপ।

এই তৃতীয় পক্ষের অ্যাপের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা অসচেতনভাবে তাদের কর্মীদের জিমেইলের বার্তা পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। ওয়ালস্ট্রিট জার্নালকে একটি কোম্পানি জানিয়েছে, এটি খুবই স্বাভাবিক চর্চা। যেটি খুবই নোংরাভাবে গোপন রাখা হয়।

কিন্তু এ ধরনের চর্চা তাদের নীতিমালার বাইরে নয় বলে আভাস দিয়েছে গুগল। একজন নিরাপত্তা বিশ্লেষক বলেন, এটি খুবই বিস্ময়কর যে গুগল ধরনের চর্চার অনুমতি দিয়েছে।

ইমেল সেবায় পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে জিমেইল। ১৪০ কোটি লোক এ সেবা ব্যবহারকরেন। পত্রিকাটি জানিয়েছে, কম্পিউটারের আলগরিদম মাধ্যমে যখন ইমেল পাঠানো হতো, তখন বেশ কিছু কোম্পানির কর্মীরা সেখান থেকে হাজার হাজার বার্তা পড়েছেন। এডিসন সফটওয়্যার কোম্পানি বলেছে, নতুন একটি সফটওয়্যার ফিচার তৈরি করতে তারা কয়েক হাজার ব্যবহারকারীর ইমেল

## মিথ্যে বললেই ধরে ফেলবে মোবাইল

আছি এক জায়গায় কিন্তু বলছি অন্য জায়গায় কথা। মোবাইলে এমন মিথ্যা বলার দিন এবার শেষ হচ্ছে। নিজের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে অন্যকে হয়রানি বা অলস বসে থেকে অন্যের কাছে ব্যস্ত মানুষেণ ভান ধরে আর পার পাওয়া যাবে না।

বিজ্ঞানীরা এমন এক স্মার্টফোন আবিষ্কার করেছেন যেটাতে চ্যাট বা কথা বলার সময় এসব সস্তা ছলচাতুরি আর চলবে না। ফোনের অন্যদিকে যিনি আছেন, তাকে কোনোরকম মিথ্যে কথা বললে সঙ্গে সঙ্গেই তা ধরে ফেলবে সেই স্মার্টফোন। বিশেষ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ওই স্মার্টফোনের সাহায্যেই কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যে বলছে তা ধরে ফেলা যাবে। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণা ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষয়টি এখনও গবেষণার স্তরে থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে তা কার্যকরী হবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক দল এ গবেষণা চালাচ্ছে। তারা একটি অ্যাপ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এই অ্যাপটি স্মার্টফোনে ডাউনলোড করে নিলেই ফোনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাই ডিটেক্টর হিসেবে কাজ করবে।

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে, কোনো ব্যক্তি মিথ্যে বলছেন কিনা, তা মোবাইলে কী ভাবে সোয়াইপ করছেনপ বা ট্যাপ করছেন, তার থেকেই বোঝা যাবে। টাইপ করার সময় কেউ মিথ্যে বললেও টাইপিং এ বেশি সময় লাগে বলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখছেন বিজ্ঞানীরা।

যেকথাটি সত্যি বলে মেনে নেবে মোবাইলের লাই ডিটেক্টর, তার পাশে সবুজ টিক চিহ্ন দেখা দেবে আর মিথ্যে বলে মনে হলে তার পাশে লাল কাটা দাগ দেবে। পরস্পরবিরোধী তিনটি ভিন্নধর্মী পরীক্ষার মাধ্যমে ওই অ্যাপের সফলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। অ্যানড্রয়েড স্মার্টফোনের জন্য ডিজাইন করা অ্যাপটি নিয়ে এখন পর্যন্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে।

## বিশ্বের সবথেকে ছোট গাড়ি!

যদি প্রশ্ন করা হয় এই মুহূর্তে বিশ্বের প্রথম সব থেকে ছোট গাড়ি কোনটি? এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্ত কত? আপনি ঢোঁক গিলে তরিঘড়ি করে আপনার হাতের স্কার্টফোনটি ঘাঁটতে শুরু করে দেবেন।

তবে আপনাকে বলি এই মুহূর্তে বিশ্বের সর্বপ্রথম ছোটগাড়ির নাম পিল পি -৫০'। একদম ছোটখাটো দেখতে পুচকে মতন গাড়িটি দেখলে আপনি চমকে যাবেন। গাড়ি এরকমও হয়। এই গাড়ি তৈরির ইতিহাস অনেকটাই চমকপ্রদ। যতদূর জানা যায়, গাড়িটি প্রথম তৈরি করা হয়েছিল ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে। ব্রিটেনের পিল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি এটি তৈরি করেছিল। ২০১০ সালে গিনেস বুকের রেকর্ডের তালিকায় নাম লিখিয়েছিল পিল। পিল পি ৫০ তৈরি করা হয়েছিল শহরের সীমিত দূরত্বের মধ্যে চলাফেরার জন্য। এরদৈর্ঘ্য ছিল ৫৪ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৩৯ ইঞ্চি। ওজনও ছিল মাত্র ৫৯ কিলোগ্রাম। এতে কোনো ব্যক গিয়ার বা রিভার্স গিয়ার ছিল না। তবে গাড়ি ছোট হওয়ায় একটা সুবিধাছিল, চালক চাইলে পুরো গাড়িটা হাতে তুলে পিছনে টেনে নিয়ে যেতে চারতেন। গাড়িটির বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, গাড়িটির ডিজাইন করা হয়েছে একজন মানুষ আর একটি শপিং ব্যাগ বহনের উপযোগী করে। এছাড়াপিল গাড়ির মাত্র একটি দরজা আর একটি উইন্ড স্ক্রিন ওয়াইপার। ওজন কম হওয়ায় এটাও একটা কারণ। পিল সংস্থা এই গাড়িটি খুব বেশি তৈরি করেনি। মাত্র ৫০ টি তৈরি করেছিল। পরে ২০১০ সালে আবার নতুন করে এই গাড়ি তৈরি করা শুরু হয়।

শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি সদর কার্যালয়ে বক্তব্য রাখছেন মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য্য ও অশোখ সিন্হা। ছবি- নিজস্ব।

# স্ত্রীকে খুন করে থানায় নিখোঁজ ডাইরি করতে এসে ধরা পড়লো স্বামী

ঘুঁটিয়ারি শরীফ, ২৫ মে (হি. স.) : স্ত্রীকে খুন করে থানায় সেই স্ত্রী নিখোঁজের ডাইরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলেন স্বামী। অভিযুক্তের নাম ফজলুর রহমান জমাদার। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জীবনতলা থানা এলাকায়। তবে স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক মেনে নিতে না পেরেই তাকে খুন করেছে বলে পুলিশকে জানিয়েছে অভিযুক্ত স্বামী।

যদিও নিহত রাফিজা সরদারের(১৯) পরিবারের অভিযোগ পণের দাবীতেই স্ত্রীকে খুন করেছে ফজলুর।

ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জীবনতলা থানার অন্তর্গত ঘুঁটিয়ারি শরীফ শ্রীনগর জমাদার পাড়ায়। শনিবার সকালে ঘুঁটিয়ারি শরীফ ফাঁড়ির পুলিশ স্থানীয় হালদার পাড়া এলাকার একটি নির্মীয়মাণ বাড়ির নীচ থেকে উদ্ধার করে রাফিজার দেহ। নিহতের পরিবারের অভিযোগ শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে রাফিজাকে। এ বিষয়ে ঘুঁটিয়ারিশরীফ ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেছেন নিহতের পরিবারের সদস্যরা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় অভিযুক্ত মৃতার স্বামী ফজলুর রহমান জমাদারকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশি জেরায় সে স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুনের কথা স্বীকার করেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। শনিবার সকালে থানায় স্ত্রী নিখোঁজের ডাইরি করতে এসেই পুলিশি জেরার কাছে নিজের দোষের কথা স্বীকার করে ধরা পড়ে যায় ফজলুর।

বছর খানেক আগে রাফিজার সাথে ফজলুর বিয়ে হয়েছিল। অভিযোগ বিয়ের পর থেকেই পণের টাকা পয়সার জন্য স্ত্রীকে চাপ দিতো ফজলু। এই নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি ও লেগে ছিল। বাপের বাড়ি থেকে টাকা পয়সা নিয়ে আসার জন্য স্ত্রীকে মারধোরের অভিযোগ ও ছিল ফজলুর বিরুদ্ধে। গত দুদিন ধরেই নিখোঁজ ছিল রাফিজা। দুদিন মেয়ের কোন খোঁজ না পেয়ে পরিবারের লোকজন শনিবার সকালে ঘুঁটিয়ারিশরীফ ফাঁড়িতে আসেন নিখোঁজ ডাইরি করতে। তখনই এলাকার মানুষজন জানায় শ্রীনগর এলাকায় এক গৃহবধূর দেহ পড়ে রয়েছে। দেহের অনেক জায়গাতেই আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে। মৃতদেহ দেখে শনাক্ত করেন রাফিজার পরিবারের সদস্যরা। দেহে আঘাতের চিহ্ন দেখে পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ তোলেন তাদের মেয়েকে খুন করা হয়েছে।

অন্যদিকে এদিন জীবনতলা থানায় স্ত্রী নিখোঁজ বলে অভিযোগ দায়ের করতে যান ফজলু। সেখানে গেলে পুলিশ ফজলুকে ধরে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। পুলিশি জেরায় ভেঙে পড়ে ফজলু স্বীকার করেন সেই খুন করেছে স্ত্রীকে। স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি। সেই সম্পর্ক মেনে নিতে না পেরেই স্ত্রীকে খুন করেছেন বলে পুলিশকে জানিয়েছে অভিযুক্ত। পুলিশ দেহ ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

# অসমে প্রকাশিত উচ্চমাধ্যমিকের ফল, শতকরা হিসাবে কলায় ৭৫.১৪, বিজ্ঞানে ৮৬.৫৯ এবং বাণিজ্যে পাশ ৮৬.৭৯

গুয়াহাটি, ২৫ মে (হি.স.) : অসম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত ২০১৯ শিক্ষাবর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল এক সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এবার প্রথম, চতুর্থ, ষষ্ঠ এবং নবম স্থান দখল করে দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকার নাম উজ্জ্বল করেছেন তিন কৃতী ছাত্র ও ছাত্রী। শতকরার হিসাবে এ-বছর গতবারের তুলনায় কিছুটা উন্নত হয়েছে। এদিকে উচ্চ মাধ্যমিক কলা শাখায় প্রথম বিভাগে পাশ করেছেন দৌড়বিদ স্বর্ণকন্যা হিমা দাস। অসমিয়া বিষয়ে লেটার নম্বর পেয়েছেন হিমা।

আজ শনিবার ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী কলা শাখায় উত্তীর্ণের হার ৭৫.১৪ শতাংশ। ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে এই হার ছিল ৭৫.৬৮ শতাংশ। কলা শাখায় পরীক্ষা দিয়েছিলেন ১,৭৮,৯৯৮ জন। তাঁদের মধ্যে ১৮,৫৭৫ জন প্রথম, ৪২,৪৩৯ জন দ্বিতীয় এবং ৭৩,৪৮২ জন তৃতীয় স্থান লাভ করেছে।

অনুরূপভাবে বিজ্ঞানে পাশের হার ৮৬.৫৯ শতাংশ। গতবছর ২০১৮ সালে এই হার ছিল ৮৫.৭৪ শতাংশ। পরীক্ষায় বসেছিলেন মোট ৩৬,৪৮৯ জন ছাত্রছাত্রী। তাঁদের মধ্যে ১৫,৮৬৪ জন প্রথম, ১৩,২৩৩ জন দ্বিতীয় এবং ২,৪৮২ জন তৃতীয় স্থান লাভ করেছেন।

এদিকে বাণিজ্য শাখায় পাশের হার ৮৬.৭৯ শতাংশ। ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে পাশের হার ছিল ৮৪.৬৪ শতাংশ। উচ্চ মাধ্যমিকে বাণিজ্য বিভাগে এবার চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসেছিলেন ১৭,৭৯৭ জন ছাত্রছাত্রী। তাঁদের মধ্যে ৩,৭৯৬ জন প্রথম, ৫,৩০৩ জন দ্বিতীয় এবং ৬,৪৯০ জন তৃতীয় স্থান লাভ করেছে।

আজ সকাল নয়টায় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের নিজস্ব ওয়েবসাইট ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.খন্তত্রত্র.দ্ধদ্ধন্দ্র-এ ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এবার বাণিজ্য শাখায় মেধা তালিকার প্রথম স্থান দখল করে বরাক উপত্যকার নাম উজ্জ্বল করেছেন কাছাড় জেলার সদর শিলচরের বিবেকানন্দ জুনিয়র কলেজের ছাত্র অসীম সরকার। তাঁর মোট প্রাপ্ত নম্বর ৪৭৪। তাছাড়া বাণিজ্যে নবম স্থান দখল করে আরেকজন বরাকের মান রক্ষা করেছেন, তিনিও বিবেকানন্দ জুনিয়র কলেজের, নাম বৃন্দা রায়। তাঁর প্রাপ্ত মোট নম্বর ৪৫৫।

বিজ্ঞানে ৪৭৭ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয়স্থান দখল করেছেন ডি পাঠক, শিলচর সরকারি বয়েজ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কাছাড় ।বাণিজ্যে ষষ্ঠ স্থান দখল করেছেন করিমগঞ্জের হর্ষ গোলসা। তিনি করিমগঞ্জ জুনিয়র কলেজের ছাত্র। তাঁর প্রাপ্ত মোট নম্বর ৪৫৮।

# ঋণের বোঝায় দুর্দশা, রাজস্থানে ফের আত্মঘাতী কৃষক

টোঙ্ক (রাজস্থান), ২৫ মে (হি.স.): রাজস্থানের হনুমানগড়ের পর এবার টোঙ্ক জেলাউ ঋণের ভারে জর্জরিত হয়ে রাজস্থানে ফের আত্মঘাতী হলেন একজন কৃষকউ রাজস্থানের টোঙ্ক জেলায় নিজ বাড়িতেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন বছর ৪৫-এর একজন কৃষকউ আত্মঘাতী কৃষকের নাম হল-বালু মীনাউ তাঁর বাড়ি টোঙ্ক জেলার ডুনি থানা এলাকায়উ প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ঋণের বোঝায় জর্জরিত হওয়ার কারণেই আত্মঘাতী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওই কৃষকউ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডুনি থানার পুলিশউ

এ ব্যাপারে শনিবার সকালে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার রাতে অথবা শনিবার ভোররাতে নিজের ঘরেই আত্মঘাতী হন বছর ৪৫-এর ওই কৃষকউ শনিবার সকালে বালু মীনার ভাইপো তাঁর কাকার দেহ ঝুলতে দেখেনউ এরপর পরিবারের পক্ষ থেকে নিকটবর্তী থানায় খবর দেওয়া হয়উ ডুনি থানার স্টেশন হাউস অফিসার (এসএইচও) নরেশ কানওয়ার জানিয়েছেন, শুক্রবার রাতে অথবা শনিবার ভোরের আগে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই কৃষকউ ঋণের কারণেই সম্ভবত ওই কৃষক আত্মঘাতী হয়েছেনউ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছেউ

এই প্রথম নয়, কিছুদিন আগে রাজস্থানের হনুমানগড় জেলাতেও ঋণের দায়ে আত্মঘাতী হয়েছিলেন একজন কৃষকউ প্রসঙ্গত, রাজস্থানে কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, সরকার পাল্টালেও মরুরাজ্যে কৃষকদের অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি।

# ভোটের ডামাডোলের মধ্যে শেষ হচ্ছে বেতন কমিশনের মেয়াদ

কলকাতা, ২৫ মে (হি. স.) : রবিবার শেষ হচ্ছে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের মেয়াদ। সূত্রের খবর, সোমবার আরও ছয় মাস এই কমিশনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হতে পারে। এনিয়ে পাঁচবার মেয়াদ বৃদ্ধি হতে চলেছে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের। গত বছর ২৭ নভেম্বর বেতন কমিশনের মেয়াদ শেষ হলে ৬ মাসের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

ইতিমধ্যে কর্মী সংগঠনগুলোর দাবির শুনানি হয়ে গিয়েছে। ২৫টি দফতরের কাজও সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু ২৬টি দফতরের কাজ হয়নি। ৭৮ টি আধা সরকারি সংস্থার কাজও বাকি। ফলে এই কাজগুলো করতে আরও ছয় মাস সময় লাগবে। ফলে ফের কমিশনের মেয়াদ বৃদ্ধি হতে পারে। নবান্ন সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে। ২০১৮-র অক্টোবর রাজ্য সরকারি কর্মীদের ষষ্ঠ বেতন কমিশন কার্যকর করা হতে পারে বলে মমতা সরকার আশা দিয়েছিল। আশা ছিল, ইতিমধ্যে বকেয়া কাজ শেষ করে ফেলবে অভিরূপ সরকারের নেতৃত্বাধীন কমিশন। দেরিতে হলেও বেতন বৃদ্ধি নিয়ে অবশেষে কাজ এগোচ্ছে ভেবে খুশি হয়েছিলেন সরকারি কর্মীরা। একাংশের ক্ষোভ অবশ্য বেড়ে চলেছিল।

কারণ, ইতিমধ্যে সপ্তম বেতন কমিশন গঠন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। একাধিক রাজ্যেও ইতিমধ্যে সপ্তম বেতন কমিশন সুপারিশ করেছে। আর সেখানে রাজ্য ষষ্ঠ বেতন কমিশন কার্যকর করাতে স্বভাবতই ক্ষোভ বাড়ছে। কেবল রাজ্য সরকারি কর্মীদের বেতন কমিশনই নয়, ঝুলে আছে অধ্যাপকদের সপ্তম বেতন কমিশন। গত নভেম্বর মাসে এ নিয়ে রাজ্যের অবস্থান স্পষ্ট করেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। একটি অনুষ্ঠানে তিনি স্পষ্ট জানান যে এখনই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সপ্তম বেতনক্রম চালু করা হচ্ছে না। যদি সপ্তম বেতন কমিশন চালু করতে হয় তাহলে বাজার থেকে ফের ধার করতে হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, আমাদের সব হিসেবনিকেশ করা হয়েছে। সপ্তম বেতনক্রম চালু করা হলে, অধ্যাপকদের বর্ধিত বেতন ও বকেয়া টাকা মিলিয়ে আড়াই হাজার কোটি টাকা লাগবে। যেভাবে রাজ্য দেনায় ডুবে রয়েছে, তাতে এই টাকা বাজার থেকে তুলে মেটাতে হবে। মন্ত্রীর এই মন্তব্যে স্বভাবতই হতাশ হন অধ্যাপকরা।

# রাজ্যেজুড়ে হিংসা রুখতে রাজ্যবাসীর কাছে শান্তির আবেদন রাজ্যপালের

কলকাতা, ২৫ মে (হি.স.) : লোকসভা ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতির অশান্তি এখনও হয়ে চলেছে। এমন পরিস্থিতিতে এবার আসরে নামলেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী।

রাজ্যেজুড়ে হিংসা রুখতে রাজ্যবাসীর কাছে শান্তির জন্যে আবেদন করলেন রাজ্যপাল কেশরিনাথ ত্রিপাঠী। শনিবার রাজভবন থেকে এক বিবৃতিতে একথা জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যপাল তাঁর আহ্বানে জানিয়েছেন, বাংলার ঐতিহ্য বজায় রেখে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে সবাইকে একজোট হয়ে কাজ করতে হবে। তবেই রাজ্যে উন্নয়ন সম্ভব। সবাই রাজ্যের উন্নয়নে সামিল হোন।

উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের প্রচারই হোক বা ভোটের দিন বা ফলাফল ঘোষণার পর রাজনৈতিক উত্তেজনায় অশান্ত হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ। ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল করার অভিযোগ

ছয়ের পাতায়

# ফের উত্তপ্ত কাঁকিনাড়া, তৃণমূলের কার্যালয় ভাঙচুর, এলাকায় পুলিশি টহলদারি

হাওড়া, ২৫ মে (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরও উত্তপ্ত কাঁকিনাড়া। তৃণমূলের কার্যালয় ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। উদ্ধার হয়েছে বেশ কয়েকটি তাজা বোমা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। এটা শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দলের ফল বলে পালটা দাবি গেরুয়া শিবিরের।

ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার রাতে। অভিযোগ, জগদ্দল থানার অন্তর্গত নারায়ণপুরে তৃণমূলে ওই দলীয় কার্যালয়টি দখল করতে আসে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। ভাঙচুর চালানো হয় কার্যালয়ে। তৃণমূলের সাইনবোর্ড খুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। সকালে উঠে লণ্ডভণ্ড অবস্থায় কার্যালয়টিকে দেখতে পান স্থানীয়রা। এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। সূত্রের খবর, এরপরই ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। তদন্ত শুরু করে তারা। এলাকায় পুলিশি টহলদারির সময় উদ্ধার হয় বেশ কয়েকটি তাজা বোমা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে এলাকার মানুষের মধ্যে।

উল্লেখ্য, ভাটপাড়া বিধানসভার উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন আগে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কাঁকিনাড়া। সংঘর্ষের জেরে কাঁকিনাড়ার পানপুর মোড় ও জগদ্দলের বাসুদেবপুর মোড়ে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ করেন বিজেপি সমর্থকরা। তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি, দুই দলের বিরুদ্ধেই ওঠে বোমাবাজি ও গুলি চালানোর অভিযোগ। এলাকায় মোতায়েন হয় ব্যাফ। এদিকে, এই ঘটনার জেরে এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে নির্বাচন কমিশন। এমনকী, ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া মিটে যাওয়ার পরেও উত্তপ্ত থাকে কাঁকিনাড়া। সম্প্রতি স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ডাউন নৈহাটি লোকাল লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে দুষ্কৃতীরা। গুরুতর জখম হন ১৫ জন যাত্রী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নামে পুলিশ ও রেল পুলিশ। এলাকার পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়ায় কাঁকিনাড়া স্টেশন চত্বরে।

# দলীয় কর্মী খুনের প্রতিবাদে রানাঘাট-শিয়ালদহ শাখার তিন স্টেশনে অবরোধ বিজেপির

নদিয়া, ২৫ মে (হি. স.) : গত শুক্রবার রাতে দলীয় কর্মী সন্তু ঘোষের খুনের প্রতিবাদে শনিবার তিনটি স্টেশনে রেল অবরোধ করল বিজেপি। রানাঘাট-শিয়ালদহ শাখার তিন স্টেশনে বিক্ষোভ-প্রতিবাদে শামিল হন কয়েক হাজার বিজেপি কর্মী-সমর্থক। পাশাপাশি তাঁরা চাকদহে জাতীয় সড়কও অবরোধ করেন। অবরোধের জেরে দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। তিন ঘন্টা পর সড়ক থেকে অবরোধ তুলে নেয় বিজেপি।

অভিযোগ, শুক্রবার রাতেই সন্তু ঘোষকে লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি চালায়। তাঁর গলায় গুলি লাগে। গুলির শব্দ শুনে স্থানীয় লোকজন জড়ো হয়ে যান। ততক্ষণে ঘটনাস্থল ছেড়ে পালায় দুষ্কৃতীরা। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে করতে রাস্তাতেই মারা যান সন্তু। চাকদহের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কর্মী বলে পরিচিত ছিলেন সন্তু।

বিজেপির অভিযোগ, দলীয় কর্মীকে খুন করেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের আশ্রিত দুষ্কৃতী বাহিনী। অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করতে হবে। তবে, তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। বিজেপির দাবি, লোকসভায় নদিয়া জেলায় ভালো ফল করেছে দল। কৃষ্ণনগর দখলে না এলেও বেড়েছে ভোট। জয় এসেছে রানাঘাটে। মাটি আলগা হচ্ছে তৃণমূলের। তাই হিংসা থেকেই এই খুনের রাজনীতি আমদানি করছে তারা। পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি।

# টাকা নিয়ে বচসার জেরে গুলি বোমাবাজিতে উত্তপ্ত হাওড়ার পিলখানা, গুলিবিদ্ধ কিশোর

হাওড়া, ২৫ মে (হি.স.) : টাকা নিয়ে বচসার জেরে হাওড়ার পিলখানা চত্বরে গুলিবিদ্ধ হল এক কিশোর। অভিযোগ, বোমাবাজিও করা হয়েছে ওই এলাকায়। বোমার তীব্রতায় আহত হয়েছেন আরও একজন। খবর পেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে যায় গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। নামানো হয় ব্যাফ। ঘটনার পর দীর্ঘক্ষণ কেটে গেলেও এখনও থমথমে এলাকা।

পাওনা টাকা নিয়ে বচসার জেরে শুক্রবার রাতে রণক্ষেত্রর চেহারা নেয় হাওড়ার পিলখানা। তবে, ঘটনার সূত্রপাত বেশ কিছুদিন আগে। জানা গিয়েছে, কয়েক মাস আগে মহম্মদ আখতার নামে এলাকার এক ব্যবসায়ী তাঁর বাড়ি মেরামত করেন। সেই সময় আক্রম ঘোষ নামে বছর ১৭-এর এক কিশোর তাঁর বাড়িতে কাঠের কাজ করে।

অভিযোগ, কাজ শেষ হয়ে গেলেও দীর্ঘদিন ধরে ওই যুবকের টাকা দিচ্ছিলেন না মহম্মদ। একাধিক টাকা চেয়েও টাকা পায়নি আক্রম। এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে অশান্তিও হয়। এরপর শুক্রবার বিকেলে ফের টাকা চাইতে গিয়ে মহম্মদের সঙ্গে অশান্তিতে জড়িয়ে পড়ে আক্রম। সাময়িকভাবে মিটেও যায় অশান্তি।

অভিযোগ, এরপরই শুক্রবার রাতে দলবল নিয়ে আক্রমের উপর চড়াও হয় মহম্মদ। সেই সময় হঠাৎই আক্রমকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় সে। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে আক্রম। এরপর ব্যপক বোমাবাজি করা হয় পিলখানা চত্বরে। গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয়রা গুলিবিদ্ধ আক্রমকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে নামানো হয় ব্যাফ। এখনও থমথমে এলাকায় মোতায়েন রয়েছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

# প্রাক প্রাথমিকে যুক্ত হতে পারে ‘বর্ণ পরিচয়’

কলকাতা, ২৫ মে (হি.স.): এবার বর্ণের সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে উদ্যোগী শিক্ষা দফতর। প্রাক প্রাথমিকে যুক্ত হতে পারে ‘বর্ণ পরিচয়’উ এই বিষয়ে আলোচনা করছে রাজ্যের শিক্ষা দফতর। এই নিয়ে আপাতত চিন্তা ভাবনা হলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কিছু নেওয়া হয়নিউ প্রাক প্রাথমিকে ‘বর্ণ পরিচয়’ ঢুকিয়ে বুনিয়াদি শিক্ষার বৃত্ত সম্পূর্ণ করাই লক্ষ্য শিক্ষাকর্তাদের।

তবে শিক্ষামহলের প্রশ্ন, এত দেরিতে কেন বর্ণ পরিচয় চালু করার কথা ভাবা হল? ২০১২ সালের পর সিলেবাস কমিটি বিভিন্ন শ্রেণীর সিলেবাস ঠিক করেছে। প্রথম থেকেই কেন বাচ্চাদের সিলেবাসে ‘বর্ণ পরিচয়’ অন্তর্ভুক্ত করা হল না! দফতরের কিছু অংশের মতামত, বিদ্যাসাগরের দ্বিশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে রাজ্য সরকার নানা পরিকল্পা নিয়েছে। স্কুল-কলেজে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বেশ কিছু কর্মসূচি নেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে শিক্ষা দফতর থেকে। তেমনই সিলেবাসে বর্ণ পরিচয়কে অন্তর্গত করাও তার একটি অঙ্গ বলেই মনে করা হচ্ছে। আগামী শিক্ষাবর্ষেই প্রাক প্রাথমিকে বর্ণ পরিচয় যুক্ত হতে পারে পাঠ্যক্রমে।

বর্তমানে প্রাক প্রাথমিকে পরানো হয় বিহান, কাটুম-কুটম এবং মজারু এই তিনটি বইউ তার মধ্যে মজারু হল বাচ্চাদের শব্দের সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্য। কাটুম-কুটম বইয়ে বাচ্চাদের ছবি আঁকা, রং করার পাশাপাশি ছবির সঙ্গে পরিচয় করাবে।

বর্ণ পরিচয় নিয়ে প্রাক প্রাথমিকে ই-কন্টেন্ট তৈরি করা হয়েছে। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলছে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের আধিকারিকরা বলছেন, বিষয় এবং সিলেবাস ঠিক করবে সিলেবাস কমিটি। তারপর তা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কাছে আসবে। এরপর দেখে শুনে মতামত দেওয়া হবে।

# বড়সড় বিপদ থেকে রক্ষা, ছত্তিশগড়ের কোন্ডাগাঁও-এ শক্তিশালী পাঁচটি আইইডি উদ্ধার

রায়পুর, ২৫ মে (হি.স.): ছত্তিশগড়ের কোন্ডাগাঁও জেলায় বড়সড় বিপদ এড়াল নিরাপত্তা বাহিনীউ কোন্ডাগাঁও জেলার কেশকাল থানার অন্তর্গত উপারচান্দেলি এবং খালিচান্দেলি গ্রামের মাঝে রাস্তার ধার থেকে পাঁচটি শক্তিশালী ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) উদ্ধার করল নিরাপত্তা বাহিনীউ প্রত্যেকটি আইইডি বিস্ফোরক ১০ কেজি ওজনেরউ কুকারের মধ্যে আইইডিগুলি প্যাক করা ছিলউ

কোন্ডাগাঁও জেলা পুলিশের পদস্থ এক কর্তা জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার রায়পুর থেকে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার দূরে, কেশকাল থানার অন্তর্গত উপারচান্দেলি এবং খালিচান্দেলি গ্রামের মাঝে অভিযান চালায় জেলা রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি), স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ), সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) এবং স্থানীয় পুলিশউ অভিযান চলাকালীন উপারচান্দেলি এবং খালিচান্দেলি গ্রামের মাঝে রাস্তার ধার থেকে উদ্ধার করা হয় ১০ কেজি ওজনের পাঁচটি আইইডি বিস্ফোরকউ উদ্ধার হওয়া আইইডি বিস্ফোরকগুলি পরে নিষ্ক্রিয় করেছে বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড।

# বেতন কমিশনের দাবিতে বিক্ষোভের ডাক মঙ্গলবার রাজ্যের সরকারি দফতরে

কলকাতা, ২৫ মে (হি. স.) : আগামী মঙ্গলবার রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দফতরে বেতন কমিশন অবিলম্বে পেশ এবং কার্যকরী করার দাবিতে বিক্ষোভের ডাক দিল সিপিএম-প্রভাবিত সরকারি কর্মীসমিতি। শনিবার কো অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী ‘হিন্দুস্থান সমাচার’-কে এই কথা জানান। এবার লোকসভা ভোটে পোস্টাল ব্যালটের হিসেবে রাজ্যের ৪২টি আসনের মধ্যে ৩৯ টিতেই জিতেছে বিজেপি। এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনে নামছে বিজেপি সমর্থিত কর্মিসমিতিও। আন্দোলনের অভিযোগে রাজ্যের বিভিন্ন বিরোধী দলের কর্মী-নেতাদের দূরে বদলি করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। বিশ্বজিৎবাবুকে বদলি করা হয়েছে দার্জিলিংয়ে, সমবায় দফতরে।

ছয়ের পাতায়

# উত্তর প্রদেশের বালিয়ায় টেম্পো-ট্রাকের সংঘর্ষ, মৃত্যু বাবা ও ছেলের

বালিয়া (উত্তর প্রদেশ), ২৫ মে (হি.স.): রাতের অন্ধকারে ভয়াবহ দুর্ঘটনাউ উত্তর প্রদেশের বালিয়ায় টেম্পো ও ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত্যু হল বাবা ও ছেলেরউ শুক্রবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বালিয়া জেলার গাধিয়া রেল ক্রসিংয়ের কাছেউ দুর্ঘটনার নিহতদের নাম হল, প্রদীপ রাজভার (৩০) এবং তাঁর ছেলে রোশন (৫)উ পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, শুক্রবার রাতে রাসরা কোতয়ালি থানার অন্তর্গত গাধিয়া রেল ক্রসিংয়ের কাছে টেম্পো ও ট্রাকের জোরালো সংঘর্ষ হয়উ দুর্ঘটনার পরই সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায় টেম্পো ও ট্রাকের চালক।

রেল ক্রসিংয়ের কাছে বিকট শব্দ শুনে ততণাতছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারাউ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, টেম্পোর ভিতরে রক্তাক্ত ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে ছিলেন বাবা ও ছেলেউ স্থানীয় বাসিন্দাদের ততরতায় খবর দেওয়া হয় রাসরা কোতয়ালি থানায়উ থানা থেকে পুলিশ এসে বাবা ও ছেলেকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়উ কিন্তু, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে বাবা ও ছেলেকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিতকরাউ পুলিশ সূত্রের খবর, দুর্ঘটনার পর থেকেই পলাতক টেম্পো ও ট্রাকের চালক।

# বদায়ুঁতে বেপরোয়া গাড়ির দৌরাত্ম্য, মর্মান্তিক মৃত্যু দুই শিশু কন্যার

বদায়ুঁ (উত্তর প্রদেশ), ২৫ মে (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বদায়ুঁতে বেপরোয়া গাড়ির দৌরাত্ম্যউ বদায়ুঁ-বরেলি রোডে বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় অকালেই মৃত্যু হল দুই শিশুকন্যারউ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে রাস্তা পারাপার করার সময় বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় ৫ এবং ৭ বছর বয়সি দুই শিশুকন্যারউ মৃত শিশুকন্যাদের নাম হল, শালু (৫) এবং রাধিকা (৭)উ দুর্ঘটনার পরই গাড়ির চালক দ্রুত গতিতে পালিয়ে যায়উ ঘাতক গাড়ির চালককে গ্রেফতার এবং বদায়ুঁ-বরেলি রোডে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের দাবিতে দীর্ঘক্ষণ প্রতিবাদ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, শনিবার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বদায়ুঁ-বরেলি রোড পারাপার করছিল শালু এবং রাধিকাউ আচমকাই দ্রুত গতিতে ছুটে আসে বেপরোয়া একটি গাড়িউ গাড়ির ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে যায় শালু ও রাধিকাউ অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই দুই শিশুকন্যাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেউ মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশউ পাশাপাশি ঘাতক গাড়ির চালকেরও খোঁজ চলছে।

# নকল রুখতে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি ডিটেক্টরের ব্যবহার জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায়

কলকাতা, ২৫ মে (হি.স.): জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করতে এবার রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি ডিটেক্টর যন্ত্রের ব্যবহার করবে কর্তৃপক্ষঊ আগামীকাল রবিবার রাজ্যে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষাঊ কোনও রকম দুর্নীতি যাতে পরীক্ষাকেন্দ্রে না হয় সেই কারণে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছেঊ

পরীক্ষা হলে মোবাইল ফোনের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিসিদ্ধ । মোবাইল ফোন ব্যবহারের অনুমতি শুধুমাত্র পাবেন জয়েন্ট এন্টান্স বোর্ডের সদস্য, ভ্রাম্যমাণ পর্যবেক্ষক ও সেন্টার ইনচার্য ।নকল ঠেকাতে মোট ৮৭ জন পর্যবেক্ষক থাকবেঊ এই ভ্রাম্যমান পর্যবেক্ষকদের হাতে থাকবে একটি করে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি ডিটেক্টরঊ কিভাবে কাজ করবে এই যন্ত্র? এক পর্যবেক্ষক জানান, এই যন্ত্রটি অন করে নিজের ফোনকে বন্ধ প্লে রাখতে হবেঊ এরপর পরীক্ষাকেন্দ্রে কোনও পরীক্ষার্থী ফোন এনে থাকলে এই যন্ত্র তা ডিটেক্ট করবেঊ এরপর ওই লুকোনো ফোনের দিকে যত এগিয়ে যাবে যন্ত্রটি নিয়ে তত যন্ত্রটির সবকটি আলো জ্বলে উঠবেঊ এবং সেই সাথে যন্ত্রটি ভাইব্রেট করতে শুরু করবেঊ বাকি পরিক্ষার্থীদের যাতে অসুবিধা না হয় সেই কারণে হেডফোন ব্যবহার করা হবে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি ডিটেক্টরের সাথেঊ

লোকসভা নির্বাচনের জন্য একমাস পিছিয়ে গিয়েছে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষাঊ রবিবার হবে সেই পরীক্ষাঊ এবারে মোট পরীক্ষার্থী সংখ্যা ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৯১২ জনঊ এদের মধ্যে ৪১ শতাংশ পরীক্ষার্থী রয়েছেন ভিনরাজ্য থেকেঊ

রাজ্যে মোট ২৯৯টি পরীক্ষা কেন্দ্রে রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রাসের পরীক্ষা হবে। সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত প্রথম পত্রের পরীক্ষা হবে। আর দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা বেলা ২টো থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রের ওপর কড়া নজরদারি চলছে । কোনও ভাবেই যেন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয় সে ব্যাপারে বোর্ড সতর্কতা অবলম্বন করেছে ।

# রাজ্যের ১৮ সাংসদের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠকে বসতে পারেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গে অভাবনীয় সাফল্যের পর শনিবার ১৮ জন সাংসদের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠকে বসতে চলেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। সূত্রের খবরে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই দিল্লিতে গিয়েছেন বাংলায় বিজেপির জয়ী সাংসদরা।

এবারের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ২৩টি আসন জেতার টার্গেট করেছিল বিজেপি। লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারলেও শাসক দলকে ধাক্কা দিয়ে ১৮টি আসন দখল করেছে গেরুয়া শিবির। রাজ্য বিজেপির এমন পারফরম্যান্সে স্বভাবতাই খুশি সর্বভারতীয় নেতৃত্ব। এনডিএ-র সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ। তবে বাংলার সাংসদদের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করার কথা অমিত শাহের। সূত্রের খবর, আগামীদিনের রূপরেখা এখন থেকে তৈরি করতে চাইছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। ফলপ্রকাশের দিন দলের সদর দফতরে বিজয় ভাষণে অমিত শাহের বক্তব্যে একমাত্র বাংলা ঠাঁই পেয়েছিলেন। বলেছিলেন, বাংলায় অত্যাচারের সহ্য করেও ১৮টি আসন পেয়েছে বিজেপি। এবার ক্ষমতায় আসবে।

এনডিএ-র শরিক ও সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকের পর সরকার গঠনের আবেদন নিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে যাবেন নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবারই নিজের পদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি। তবে শপথগ্রহণের আগে পর্যন্ত তাঁকে দায়িত্ব পালনের অনুরোধ করেন রাষ্ট্রপতি। সূত্রের খবর, আগামী ৩০ মে শপথ নিতে পারেন নরেন্দ্র মোদী। তবে তার আগে আগামীকাল গুজরাটে যাচ্ছেন মোদী। পরেরদিন নিজের লোকসভা কেন্দ্র বারাণসীতেও যাবেন বলে জানা গিয়েছে।

এদিন সপ্তদশ লোকসভার বিজয়ী প্রার্থীদের তালিকা রাষ্ট্রপতির হাতে তুলে দেন নির্বাচন কমিশনের তিন সদস্যের দল। শুক্রবার ষোড়শ লোকসভা ভেঙে দেওয়ার অনুমোদন দেয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। শনিবার তাতে সম্মতি দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে শুক্রবারই রীতি মেনে ইস্তফাপত্র দেন নরেন্দ্র মোদী। তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করে রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করেছেন, নতুন মন্ত্রিসভার দায়িত্বভার নেওয়ার আগে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে কাজকর্ম সামলান মন্ত্রীরা।

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত নানুর ও তারাপীঠ

নানুর ২৫ মে (হি.স.) : ভোটের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর উত্তপ্ত বীরভূমের বিভিন্ন এলাকা। বিজেপি তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, উত্তপ্ত এলাকাগুলিতে টহল কেন্দ্রীয় বাহিনীর।

ভোটের ফলাফলের পর শনিবার নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নানুরের চারকল গ্রাম। এখানে তৃণমূল সমর্থকদের বিরুদ্ধে বিজেপি সমর্থকদের মারধরের অভিযোগ এনেছেন বিজেপি সমর্থকরা। যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব সেই অভিযোগকে অস্বীকার করে বিজেপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে তৃণমূলের ওপর হামলার অভিযোগ এনেছেন। নানুর থানার অন্তর্গত চারকল গ্রাম থেকে এবার লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের তুলনায় অনেক বেশি ভোট পেয়েছে বিজেপি। বিজেপি সমর্থকদের অভিযোগ, 'ভোটের আগে থেকেই তৃণমূল সমর্থকরা আমাদের এলাকার বিজেপি সমর্থকদের হুমকি দিচ্ছিল। ফলাফল বেরোনোর পর গতকাল থেকে তারা গ্রামের বিজেপি সমর্থকদের উপর হামলা শুরু করে। লোহার রড দিয়ে মারধর করার সাথে সাথে গুলি করার চেষ্টাও করে।'

তাদের আরও অভিযোগ, 'আমরা বিজেপি করি বলে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে না। এমনকি পঞ্চায়েত থেকে কোনরকম সার্টিফিকেটও দেওয়া হচ্ছে না। আমাদের সমস্ত প্রকল্পের টাকা পয়সার তৃণমূল সমর্থকরা লুটে নিচ্ছে।' এই হামলার প্রতিবাদে আজ গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে তৃণমূল সমর্থকদের বাড়ি ভাঙচুর করে বলেও অভিযোগ। যদিও ওই এলাকার তৃণমূল অঞ্চল সভাপতির দাবি, 'ঝামেলার সৃষ্টি করছে ওই এলাকার কিছু লেবার কাস্টের বিজেপি সমর্থকরা। ভোটের ফলাফল বেরোনোর পর থেকে তারা তৃণমূল সমর্থকদের দেখে নানান টিপ্পনি দিচ্ছে।' যদিও ঘটনার পর ওই এলাকার পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। অন্যদিকে একইভাবে ভোট পরবর্তী অশান্তি বীরভূমের তারাপীঠ থানার পাইকপাড়া গ্রামে। বিজেপি ও তৃনমূল সংঘর্ষে জখম উভয় দলের প্রায় দশ জন। ঘটনার পর এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। সংঘর্ষে জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে আটক করেছে তারাপীঠ থানার পুলিশ।

## মঞ্চের অপেক্ষা

সাতের পাতার পর

৫৬ ইনিংস খেলে ৮ সেঞ্চুরি ও ১৭ ফিফটিতে ২ হাজার ৮৯২ রান করেছেন ৬৮.৮৫ গড়ে। আইসিসি ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ে আছেন তিনে। সেরা দশে আছেন গাপটিলও, ১২ নম্বরে উইলিয়ামসন। গত বিশ্বকাপের পর থেকে টেইলর ও উইলিয়ামসনের জুটিতে রান এসেছে ৬২.৫৫ গড়ে; গাপটিল ও উইলিয়ামসনের জুটিতে ৫০.৮১ করে। মিডল অর্ডারে টেইলর ও ল্যাথামের জুটির গড় এই সময়ে ৭২.৪৭! তারকায় ঠাসা না হলেও দলের ব্যাটিং লাইন আপ অনেক কার্যকর ও সফল।

বরাবরই কিউইদের বড় শক্তি অলরাউন্ডাররা। এবারও আছেন জিমি নিশাম, কলিন ডি গ্র্যান্ডহোমের মতো পেস বোলিং অলরাউন্ডার, স্পিনিং অলরাউন্ডার মিচেল স্যান্টনার। বাঁহাতি স্পিনার স্যান্টনারের সঙ্গে স্পিন আক্রমণে আছে লেগ স্পিনার ইশ সোধির বৈচিত্র।

গত আসরের মতো এবারও নিউ জিল্যান্ডের পেস আক্রমণ দুর্দান্ত। গত বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি ট্রেন্ট বোল্ট যথারীতি থাকছেন তার স্কিলের পসরা নিয়ে। এবারও আছেন টিম সাউদি ও ম্যাট হেনরি। সঙ্গে যোগ হয়েছে লকি ফার্গুসনের গতি।

নিউ জিল্যান্ডের বিশ্বকাপ পরিকল্পনায় অবশ্য বড় একটি ধাক্কা লেগেছিল গত বছর। বিশ্বকাপের যখন বছরখানেকও বাকি নেই, কোনোরকম আভাস ছাড়াই দায়িত্ব ছেড়ে দেন সফল কোচ মাইক হেসন। তবে দারুণ পেশাদার ও থিতু দল বলেই হয়তো পথচলায় খুব একটা হোঁচট খেতে হয়নি তাদের। নতুন কোচ গ্যারি স্টেডের অধীনে নিউ জিল্যান্ড আছে প্রায় একই রূপে।

ইংল্যান্ডে সবশেষ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অবশ্য বাংলাদেশের কাছে হেরে গ্রুপ থেকেই বিদায় নিয়েছিল কিউইরা। তবে ইংল্যান্ডে আগের চার বিশ্বকাপের তিনটিতেই তারা খেলেছে সেমি-ফাইনালে।

বিশ্বকাপে সেমি-ফাইনালের গেরো কিভাবে পার হতে হয়, সেটি এখন জানে কিউইরা। কে জানে, হয়তো ফাইনাল জয়ের পথও তারা খুঁজে নেবে এবার!

গুরুত্বপূর্ণ যিনি: জিমি নিশাম

ব্যাট হাতে খুনে, বল হাতে কার্যকর। এমন একজন অলরাউন্ডার, যিনি ঠিক রাখেন দলের ভারসাম্য। নিজের দিনে গড়ে দিতে পারেন পার্থক্য। ওয়ানডেতে তার স্ট্রাইক রেট ১০৫.০৭, সবশেষ ৫ ইনিংসে যেটি দুইশর কাছে।

কোচ: গ্যারি স্টেড

মাইক হেসন দায়িত্ব ছাড়ার পর যখন দায়িত্ব নিলেন স্টেড, বিশ্বকাপের বাকি ছিল না এক বছরও। দল অবশ্য তৈরিই ছিল, তিনি চেষ্টা করছেন এগিয়ে নিতে। সাবেক এই টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানের কোচিংয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে চার মৌসুমে চার শিরোপা জিতেছিল ক্যান্টারবুরি। তার কোচিংয়েই দুটি বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেছে কিউই মেয়েরা। দুবারই অবশ্য হারতে হয়েছে। নিউ জিল্যান্ড দলের সঙ্গে তার নিজেরও তাই এবার আক্ষেপ ঘোচানোর অভিযান।

বিশ্বকাপের নিউ জিল্যান্ড দল: কেন উইলিয়ামসন (অধিনায়ক), মার্টিন গাপটিল, হেনরি নিকোলস, রস টেইলর, টম ল্যাথাম, কলিন মানরো, টম ব্লান্ডেল, জিমি নিশাম, কলিন ডি গ্র্যান্ডহোম, মিচেল স্যান্টনার, ইশ সোধি, টিম সাউদি, ম্যাট হেনরি, লকি ফার্গুসন, ট্রেন্ট বোল্ট।

## রাজ্যপালের

পাচের পাতার পর

উঠেছে। বিভিন্ন জায়গায় আক্রান্ত হচ্ছেন তৃণমূলকর্মীরা। যদিও বিজেপির তরফে সেই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। এমন সময়ে রাজ্যপালের এই আর্জি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

## দফতরে

পাচের পাতার পর

শনিবার তিনি বলেন, ''ক'দিন আগে আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত আবেদন করেছি যেন বেতন কমিশনের মেয়াদ আর বাড়ানো না হয়। আমরা জানতে পেরেছি, ওই দাবি এবারেও মান্যতা পায়নি। তাই মঙ্গলবার বিভিন্ন সরকারি দফতরে আমরা বিক্ষোভ দেখাবো।'' তৃণমূলপন্থী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মী ফেডারেশনের কোর কমিটির সদস্য পার্থ চট্টোপাধ্যায় 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "এই অবস্থাতেও আমরা রাজ্য সরকারের সমালোচনা বা বিরোধিতা করব না।" কেন, তা জানতে চাইলে পার্থবাবু বলেন, "বাম জমানাতেও তো আমরা দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছি এই কারণে। এমন তো নয়, এই প্রথম অপেক্ষা করতে হচ্ছে।" বিজেপিপন্থী রাজ্য সরকারি কর্মচারি পরিষদের আহ্বায়ক দেবাশিস শীল 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে শনিবার বলেন, "আমরা তিন বার দেখা করেছিলাম কমিশনের কর্তাদের সঙ্গে। ওঁরা এ ব্যাপারে অসহায়তার কথা জানিয়েছেন। কারণ, নবান্ন বা মুখ্যমন্ত্রীর কথাতেই চলতে হচ্ছে কমিশনকে। এবারের ভোটে সরকারি ভোটকর্মীদের পোস্টাল ব্যালটেই আমাদের মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে।"

দীর্ঘ দিন ধরে বেতনকমিশন এবং মহার্ঘ্য ভাতা অর্থাৎ ডিএ নিয়ে রাজ্য সরকারি কর্মীদের বঞ্চনা, তার উপর মুখ্যমন্ত্রীর 'ঘেউ ঘেউ' মন্তব্য। বহু

# গণকিতে নেশা সামগ্রী উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।।** গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খোয়াইয়ের টাউন গণকি এলাকা থেকে পুলিশ ও আসাম রাইফেলস জওয়ানরা যৌথ ভাবে অভিযান চালিয়ে এক লক্ষ সতের হাজার পাঁচশ টাকার নেশার টেবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে। ওই এলাকার বাসিন্দা কানু নাথ শর্মার বাড়ি থেকে এগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জানা গিয়েছে শুক্রবার গভীর রাতে এই অভিযান চালায় পুলিশ ও আসাম রাইফেলসের ২১ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা। আসাম রাইফেলসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে আগামী দিনেও অনুরূপ অভিযান জারি রাখা হবে।

# ঝাড়গ্রামে তৃণমূল নেতার উপর হামলার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

ঝাড়গ্রাম, ২৬ মে ( হি. স.): ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি জয়লাভ করার পর থেকেই জেলায় সন্ত্রাসের অভিযোগ ওঠে বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। সাঁকরাইল ব্লকের তৃণমূল নেতার উপর হামলা ও বাইকে আগুন লাগানোর ঘটনার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে, তবে বিজেপি নেতৃত্ব বহিরাগত বলেই দাবী করেছেন।

তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির বাইকে আগুন লাগানো এবং তাকে মারধরের ঘটনায় পুলিশ গ্রেফতার করল দুজনকে।এরা দুজনই বিজেপি কর্মী বলে জানা গিয়েছে।সাঁকরাইল থানার ধানঘোড়ি অঞ্চলের সোনাকুন্দড়া গ্রামে শুক্রবার দুপুরে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি প্রদীপ মাহাতোর বাইকে আগুন লাগানোর ঘটনায় পুলিশ সোনাকুন্দড়া গ্রামের দুই অভিযুক্ত সঞ্জয় মাহাতো এবং সনাতন মাহাতোকে গ্রেফতার করেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।শনিবার ধৃত দুই জনকে আদালতে তোলা হয়েছিল।

উল্লেখ্য ভোট গননার ফল প্রকাশ হওয়ার পরেই ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়েই বিজেপির বিরুদ্ধে সন্ত্রাস চালানোর অভিযোগ উঠেছে।ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর জয় ঘোষনা হওয়ার পর থেকেই নানা জায়গাতে লুটপাট , বোমাবাজি, দোকান ভাঙচুর করে লুটপাট করা , বাইকে আগুন লাগানোর মতো ঘটনা ঘটছেই।বৃহস্পতিবার রাতেই ভোটের ফলাফল সামনে আসতেই জামবনি ব্লকের খাটকুড়া গ্রামে তৃণমূলের দুই কর্মীর দোকান লুট করে দোকানে মজুত জিনিস পত্র লুট করার অভিযোগ ছিল বিজেপির দিকে।এছাড়াও মারপিট , বোমাবাজির অভিযোগ রয়েছে।তবে শুক্রবার প্রকাশ্য দিবালোকে সাঁকরাইল ব্লকের ধানঘোড়ি অঞ্চল তৃণমূল সভাধিপতির বাইকটি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

অভিযোগ প্রদীপ মাহাতোকে দলীয় কার্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে আক্রমণ করা হয়।অভিযোগ তাকে ঘেরাও করে মারধর করা হয়।তিনি কোনমতে প্রান ভয়ে পালিয়ে গেলে তার বাইকটি পুড়িয়ে দেয় বিজেপির লোকজন বলে অভিযোগ।যদিও বিজেপির পক্ষ অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।বিজেপির ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি সুখময় শতপথি পরিস্কার জানিয়েছেন 'যারা হামলা করছে তারা বিজেপির কেউ নয়।'অন্যদিকে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

## যুবক

● প্রথম পাতার পর

লাগানো আগুনের লেলিহান শিখা আয়ত্বে আনেন। পরবর্তীতে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশের সহায়তা হত্যাকান্ডে অভিযুক্ত উত্তম দেবনাথ, সঞ্জিত দেবনাথ ও রাজ কুমার দেবনাথকে পুলিশ আটক করে।

## মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

নবেন্দু বলেন, কোন ধরনের নাশকতামূলক ঘটনা ঘটলেও সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেওয়া উচিৎ। ত্রিপুরায় বিজেপি জোট সরকার গঠন হওয়ার পর অভিযোগের ভিত্তিতে বিজেপি নেতা-কর্মীদেরও আটক করেছে পুলিশ। ফলে, কোন অপ্রীতিকর ঘটনায় থানায় অভিযোগ জানালে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে না এমনটা ভাবার কোন সুযোগ নাই। ওই ঘটনার সাথে বিজেপি কর্মী যুক্ত থাকলেও পুলিশ তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে। কারণ, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন, সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত কাউকে রেহাই দেওয়া যাবে না।

তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ত্রিপুরায় সাধারণ জনগণ বিজেপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করবে। সাংগঠনিকভাবে ওই সমস্ত ষড়যন্ত্রে কড়া হাতে মোকাবিলা করবে বিজেপি। তাছাড়া, পুলিশ প্রশাসন নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবেন, এই আশা প্রকাশ করেন তিনি।

## মমতা

● প্রথম পাতার পর

কাজ করেছে। আমাদের তরফে অনেক অভিযোগ করা হয়েছে কিন্তু সেইসব নিয়ে মাথা ঘামায়নি কমিশন।

তৃণমূল সুপ্রিমোর আরও অভিযোগ, জরুরি অবস্থা জারি করে ভোট করা হয়েছে। উদ্দেশ্যপ্রনোদিত ভাবেই আমাকে কোনও কাজ করতেই দেওয়া হয়নি ছয়মাস ধরে। কমিশনের দয়ায় ক্ষমতাহীন মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম আমি। মানুষ অপছন্দ করায় তাঁর বিবেকে লেগেছে বলেও এদিন আক্ষেপ করেন তিনি। তবে আসন কমলেও ভোট বেড়েছে বলে দাবি তাঁর। লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকে ক্যামেরার সামনে আসতে দেখা যায়নি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বাড়ি থেকে বেরোননি তিনি। গেরুয়া ঝরে কার্যত ধুলিস্মাত হতে বসেছে ঘাসফুল। এই সময়ে মমতার ইস্তফা দিতে চাওয়া কার্যত ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিতই দিচ্ছে। যদিও দলের ইচ্ছেয় তিনি কাজ করবেন বলেও জানিয়েছেন।

## গেরুয়া ঝড়

আটের পাতার পর

পুনরুজ্জীবন, অ্যালয় স্টীলের বিলগ্নীকরন আন্দোলন থেকে সরছি না।' তিনি আরও বলেন,' যেহেতু কেন্দ্রে এনডিএ সরকার গড়বে। দুর্গাপুরে তাদেরই সাংসদ। তাই আশা করব আগামী একমাসে ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে। বন্ধ রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা খুলবে।' যদিও এবিষয়ে বিজেপির জয়ী প্রার্থী সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া অবশ্য বলেন,' মানুষ দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন। সর্বদা তাদের পাশে থাকব।

## আর্টিস্টস ফোরাম

আটের পাতার পর

প্রযোজক রানা সরকার ছাড়া দাগ সি মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত গৌর গোপাল সরকার, চৈতালি বক্সি, মৌমিতা দে, অদিতি রায়, অরিন্দম পাল, সজল বসাক ও রাহুল মুখোপাধ্যায়ের নাম উঠে এসেছে। ইতিমধ্যেই ফোরামের পক্ষ থেকে একটি এসএমএস দ্বারা সব সদস্যদের জানানো হয়েছে যে কোনও সিনেমা, টেলিভিশন প্রজেক্ট, ওয়েবসিরিজ, বিজ্ঞাপনী ছবি অথবা নন-ফিকশন প্রজেক্টে যদি উল্লিখিত ব্যক্তিদের কেউ যুক্ত থাকলে তবে তাঁদের সঙ্গে যেন ফোরামের কোনও সদস্য শিল্পী কাজ না করেন।

## নিউ জিল্যান্ড

সাতের পাতার পর

৫০ বলে খেলেন ৫৪ রানের ইনিংস। কুলদীপ যাদবের সঙ্গে অষ্টম উইকেটে ভারতকে একমাত্র পঞ্চাশ ছোঁয়া জুটি উপহার দেন তিনি।

সুইং দিয়ে শুরুতে ভারতকে কাঁপিয়ে দেওয়া বোল্ট ৩৩ রানে নেন ৪ উইকেট। মিডল অর্ডারে ছোবল দেওয়া নিশাম ৩ উইকেট নেন ২৬ রানে।

রান তাড়ায় শুরুতেই কলিন মানরোকে হারায় নিউ জিল্যান্ড। আরেক ওপেনার মার্টিন গাপটিলকে বেশিক্ষণ টিকতে দেননি পান্ডিয়া।

টেইলরের সঙ্গে ১১৪ রানের জুটিতে দলকে সহজ জয়ের পথে নিয়ে যান উইলিয়ামসন। ৬ চার ও এক ছক্কায় ৬৭ রান করা নিউ জিল্যান্ড অধিনায়ককে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন যুজবেন্দ্র চেহেল। ৭৫ বলে আট চারে ৭১ রান করা টেইলরকে থামান জাদেজা।

চার পেসারকে খুব একটা ব্যবহার করেননি কোহলি। জাসপ্রিত বুমরাহ, ভুবনেশ্বর, মোহাম্মদ শামি ও পান্ডিয়াকে দিয়ে চার ওভার করে বোলিং করান ভারত অধিনায়ক।

বাংলাদেশের বিপক্ষে কার্ডিফে আগামী মঙ্গলবার নিজেদের দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচে খেলবে ভারত। একই দিন ব্রিস্টলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি হবে নিউ জিল্যান্ড।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

ভারত: ৩৯.২ ওভারে ১৭৯ (রোহিত ২, ধাওয়ান ২, কোহলি ১৮, রাহুল ৬, পান্ডিয়া ৩০, ধোনি ১৭, কার্তিক ৪, জাদেজা ৫৪, ভুবনেশ্বর ১, কুলদীপ ১৯, শামি ২*; সাউদি ১/২৬, বোল্ট ৪/৩৩, ডি গ্র্যান্ডহোম ১/১২, ফার্গুসন ১/৩৩, নিশাম ৩/২৬, স্যান্টনার ০/১৯, সোধি ০/১৮)

নিউ জিল্যান্ড: ৩৭.১ ওভারে ১৮০/৪ (গাপটিল ২২, মানরো ৪, উইলিয়ামসন ৬৭, টেইলর ৭১, নিকোলস ১৫*, ব্লান্ডেল ০*; ভুবনেশ্বর ০/২৭, বুমরাহ ১/২, শামি ০/১৬, পান্ডিয়া ১/২৬, চেহেল ১/৩৭, কুলদীপ ০/৪৪, জাদেজা ১/২৭)

ফল: নিউ জিল্যান্ড ৬ উইকেটে জয়ী

# কালান্তক ব্যধি হয়ে দ্রুত বাড়ছে স্থুলতা, হুঁশিয়ারি চিকিৎসকদের

কলকাতা, ২৫ মে (হি. স.) : স্থুলতার জন্য বাড়ছে জটিল নানা ব্যধি। এই সব রোগ সময়বিশেষে মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এ রকম এক রোগীকে 'বেরিয়াট্রিক সার্জারি'-র মাধ্যমে কীভাবে সুস্থ করে তোলা হল, শনিবার সেই ঘটনা জানালেন ইএম বাইপাস সংলগ্ন একটি নামী হাসপাতালের চিকিৎসকরা।

এদিন চিকিৎসকরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ৬১ শতাংশ স্থুল মানুষ তাঁদের শারীরিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামান না। গোড়া থেকেই স্থুলতা প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী না হলে সঙ্কট ও জটিলতা বাড়বে। শিশু-স্থুলতার (চাইল্ডহুড ওবিসিটি) নিরিখে ভারত এখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ। এটা এখন একটা কালান্তক ব্যাধিতে পর্যবসিত হয়েছে।

প্রাক্তন সাঁতারু, চার বারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ৩২ বছরের কৌশিক চট্টোপাধ্যায় এ দিন সাংবাদিকদের সামনে বিস্তায়িত জানান কোন মাত্রায় স্থূলতা এবং সংশ্লিষ্ট নানা রোগ তাঁকে বিপন্ন করে তুলেছিল। দক্ষিণ ভারতের একটি নামী হাসপাতাল এবং নানা চিকিৎসকের কাছে গিয়েও লাভ হয়নি। অবশেষে এই হাসপাতালে এসে বুঝেছেন, এভাবেও ফিরে আসা যায়।

চার দিন আগে দু'ঘন্টা ধরে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়। তবে, এত রকম জটিল রোগ তাঁর শরীরে বাসা বেঁধেছিল যে সেগুলি উপশমের জন্য কয়েক মাস নানা রকম চিকিৎসা চালাতে হয়। সুমন্ত দে, অনির্বান দেব, সৌম্য মুখোপাধ্যায়, তন্ময় মাজি, দ্বৈপায়ন ঝা, রাতুল কুন্ডু প্রমুখ চিকিৎসক এবং পুষ্টিবিদ স্বাগতা সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত এঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কৌশিকবাবু বলেন, "যে ভাবে আমি বেঁচে উঠেছি, ওঁরা না থাকলে তা হত না। সাড়ে চার মাস আমি লুঙ্গি পড়ে কাটিয়েছি। প্যান্ট পড়তে পারতাম না। শুতে-হাঁটতে পারতাম না। আজ পারছি।" ৩২ বছরের কৌশিকবাবু ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার তাঁর বাবার মৃত্যুর পর সেখানে কাজ পান।

## চুড়াইবাড়িতে

● প্রথম পাতার পর

আগেও এধরনের একাধিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু, সমস্ত ঘটনায় পুলিশ কোনো কিনারা করতে পারেনি।

## ক্ষতিগ্রস্থ

● প্রথম পাতার পর

ভারী বর্ষণে একটি বসতঘর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তাছাড়া, পানিসাগর মহকুমার পানিসাগরে ১২১টি বসতঘর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং একটি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছিল। তাতে ২৫ জন আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় তাঁরা ত্রাণ শিবির থেকে ফিরে গিয়েছেন। অন্যদিকে, সিপাহীজলা জেলায় ভারী বর্ষণে তিনটি বসতঘর আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী, আগামীকাল সকাল পর্যন্ত ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে।

## মোদী

● প্রথম পাতার পর

এনডিএ। নারীর ক্ষমতায়নের উপরে সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছে। তার ফলস্বরূপ এবার সংসদে সবচেয়ে বেশি মহিলা সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। এতদিন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ভোটের জন্য ব্যবহার করা হত। কিন্তু, এনডিএ সেই ধারণা বদলে দিয়েছে। বিরোধীরা কুৎসা করলেও এবার ভোট হয়েছে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে।"

শনিবার সেন্ট্রাল হলে এনডিএ সাংসদদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তাঁদের ভিআইপি কালচার থেকে দূরে থাকার পরামর্শও দেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, "অহঙ্কার করা ছাড়ুন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছাড়ুন ভিআইপি কালচারও। বিপুল জনাদেশে দায়িত্ব বাড়ে। এটা মাথায় রেখে কাজ করুন।"

## উদয়পুর

● প্রথম পাতার পর

চলে। পরে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক হিমাদ্রি প্রসাদ দাসের উপস্থিতিতে পথ অবরোধ উঠলো। মৃতদেহ সোনামুড়া চৌমূহনী বিজেপি পার্টি অফিসের সামনে শায়িত অবস্থায় কৃষি, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় ও বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ উপস্থিত হলে উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হয়। মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃত অপু দাসের এক ছেলে বিশ্বজিত এবার দ্বাদশ উত্তীর্ণ হয়েছে, মেয়ে অনুরূপা উদয়পুর রমেশ স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী, স্ত্রী সুনীতি দাস গৃহিনী। মৃত অপু দাসে বাবার নাম মৃত উপেন্দ্র দাস। অভাবের সংসার। দিন আনি দিন খাই অবস্থা। নব্য ও পুরাতন বিজেপি ইস্যু অবিলম্বে বিলোপ হওয়া দরকার ,তা নাহলে প্রভূত ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

## ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়নি। এর ফলে কাজ করতে গিয়ে কর্মীদের জটিল সমস্যা সম্মুখিত হতে হয়েছে। এ বিষয়ে মুখ্য খুললেই কর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব ও দমন পীড়ন নীতির আশ্রয় নিচ্ছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রশান্ত দত্ত। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার প্রশান্তবাবু নিজেকে বিজেপির একনিষ্ঠ লোক বলে দাবি করে স্বৈরাচারী ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন। এখানকার কর্মসংস্কৃতি লাটে উঠেছে। মহিলা কর্মী সহ আউট সোসিং যেসব কর্মী রয়েছে তাদের উপর দমন পীড়ন নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। করা হয়েছে। মহিলা কর্মীরা অফিসের টয়লেট, বাথরুমের উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য প্রশান্তবাবু দ্বারস্থ হলে মহিলা কর্মীদের প্রতি অসভ্য আচরণ করেন বলে অভিযোগ। এর এই প্রতিবাদে কর্মীরা ওই মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারকে শনিবার দীর্ঘক্ষণ ঘেরাও করে রাখে। অবিলম্বে টিএনজিসিএল-এর অফিসের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা না হলে তারা কর্মবিরতি করবেন বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে টিএনজিসিএল-এর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ।

## পদত্যাগ নয়

● প্রথম পাতার পর

সিদ্ধান্ত হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেস প্রধানরা রাহুলের কাছে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দেবেন। মহারাষ্ট্রে কংগ্রেসের প্রধান অশোক চহ্বন জানিয়েছেন, তিনিও ইস্তফা দিতে তৈরি। ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস প্রধান রাজ বব্বর ও ওড়িশার কংগ্রেস প্রধান নিরঞ্জন পট্টনায়েক ইস্তফা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

এদিন তিন ঘণ্টা ধরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক চলে। উপস্থিত ছিলেন ইউপিএ-র চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, রাহুলের বোন প্রিয়ঙ্কা গান্ধী, প্রাক্তন মন্ত্রী পি চিদম্বরম এবং মল্লিকার্জুন খাড়গে।

চলতি বছরের শেষেই বিধানসভা ভোট হবে মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা ও ঝাড়খণ্ডে। বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলে তিন রাজ্যে ভোটের জন্য দলকে তৈরি করাই এখন কংগ্রেসের সামনে প্রধান কাজ। জম্মু-কাশ্মীরেও ভোট হতে পারে যে কোনও সময়। দিল্লিতে ভোট হবে আগামী ফেব্রুয়ারিতে। আগামী দু'-এক সপ্তাহের মধ্যে কয়েকটি রাজ্যে নতুন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নিযুক্ত হবেন। হাইকম্যান্ডের ধারণা, বিভিন্ন রাজ্যে যদি কংগ্রেসকে চাঙা করে তোলা যায়, তাহলে জাতীয় স্তরেও দলের পুনরুজ্জীবন ঘটবে। বৃহস্পতিবার ভোটের ফল বেরোনর পরেই সংক্ষিপ্ত সাংবাদিক বৈঠক করেন রাহুল। সেখানে বলেন, আমাদের ওপরে আস্থা রাখুন। আমরা ঠিক খুঁজে বার করব, কেন এই ফল। দলের কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বার্তা দেন, ভালোবাসা কখনও হারে না। আমি নিশ্চিত যে আমরা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠব।

বৈঠক শেষে কংগ্রেস জানায়, "মানুষ যে রায় দিয়েছেন, তা আমরা মাথা পেতে মেনে নিয়েছি। কংগ্রেসকে যাঁরা ভোট দিয়েছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। শোষিত-নিপীড়িত মানুষের পাশে আমরা সর্বদা রয়েছি। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে রাহুলে মতো নেতাকেই প্রয়োজন। তিনিই সংগঠনের পুনর্গঠন করুন। তিনি আমাদের পাশেই রয়েছেন"। এমনটই উল্লেখ করেন রণদীপ সুরযেওয়ালা।

রাহুলের সভাপতি পদ ছাড়ার ক্ষেত্রে মত নেই প্রিয়াঙ্কা, সোনিয়ারও।

াঙ্গন

# বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামছে ভারত

লন্ডন, ২৫ মে (হি.স.) : শনিবার বিশ্বকাপের প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে নামবে ভারত। প্রথমবার বিশ্বকাপে দেশকে নেতৃত্ব দেবেন বিরাট কোহলি। বিশ্বকাপে মাঠে নামার আগে কিংবদন্তি ব্রায়ান চালর্স লারার প্রশংসা কুড়োলেন ক্যাপ্টেন কোহলি। বিরাটকে মানুষ নয়, মেসিন অ্যাখ্যা দিলেন ত্রিনিদাদের রাজপুত্র। আগামী ৩০ মে থেকে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের মাটিতে শুরু হচ্ছে একদিনের বিশ্বকাপ। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি আয়োজক ইংল্যান্ড ও চোকার্স দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারত বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ৫ জুন। রোজ বোলে বিরাটদের প্রথম প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। তার আগে দু'টি ওয়ার্ম-আপ ম্যাচ খেলবে কোহলিরা। শনিবার প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে ভারতের প্রতিপক্ষ গত বিশ্বকাপের রানার্স নিউজিল্যান্ড। কেনিংটন ওভালে কিউয়িদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের পর ক্যাডিফে বিরাটদের দ্বিতীয় ওয়ার্ম-আপ ম্যাচ ২৮ মে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করার আগে বিরাটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি। লারা বলেন, 'বিরাট হল মেসিন। ৮০ ও ৯০ দশকের অনেক ক্রিকেটারের সংমিশ্রণ হল বিরাট। ফিটনিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিরাটের যা ফিটনেস তা অভাবনীয়। যে পরিমাণ ক্রিকেট ও খেলে, তাতে ফিটনেস না-থাকলে তা সম্ভব নয়। ফিটনেস থাকার থাকার জন্য জিমে গিয়ে সময় কাটান। বিরাট একজন রান-মেশিন।' বিশ্বকাপে অল-রাউন্ড বোলিং আক্রমণের জন্য ভারতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখছেন লারা। 'মেন ইন ব্লু'র পেস আক্রমণের নেতৃত্ব রয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ। তাঁর সঙ্গী মহম্মদ শামি ও ভুবনেশ্বর কুমার। আর দলে রয়েছেন দুই স্পিনার কুলদীপ যাদব ও যুবেন্দ্র চাহাল।

## সিরিজ জিতলেও শেষ ম্যাচে হারতে হল ভারতকে

সিওল, ২৫ মে (হি.স.) : দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম দু'টি ম্যাচ জিতলেও সিরিজের শেষ ম্যাচে হেরে গেলেন রানি রামপালরা। প্রথম দু' ম্যাচ জিতলেও এদিন বিশ্রিভাবে হারে ভারতীয় দল। ০-৪ গোলে হারেন রামপালরা। ভারতীয় ডিফেন্সকে চাপে রাখেন কোরিয়ার ফরোয়ার্ডরা। এদিনের ম্যাচে পাঁচটি পেনাল্টি কর্নার পান। তার মধ্যে অবশ্য একটি গোলে রূপন্তরিত করেন কোরিয়ান খেলোয়াড়রা। ২৯ মিনিটে প্রথম গোল করে দক্ষিণ কোরিয়া এগিয়ে যায় কোরিয়া।ম্যাচের দ্বিতীয় গোলটিও করেন হেসেন। ৪১ মিনিটে ২-০ এগিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া। এর পর দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন লি যুরি। ৫৩ মিনিটে দলকে ৩-০ এগিয়ে দিয়ে কোরিয়াকে নিশ্চিত জয়ের পথে পৌঁছে দেন লি। এফআইএইচ উইমেন সিরিজ ফাইনালসের প্রস্তুতি হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়া সফর করে ভারতীয় দল। সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দেন রামপাল। চলতি বছরেই জাপানের হিরোশিমায় বসছে এফআইএইচ উইমেন সিরিজ ফাইনালস।

## কোচ: ফ্লয়েড রেইফার

বিশ্বকাপের দুই মাসেরও কম সময় আগে নতুন কোচকে দায়িত্ব দেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট। রিচার্ড পাইবাসের অধীনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ জেতে তারা, ড্র করে ওয়ানডে সিরিজ। এরপরও পাইবাসকে সরিয়ে গত এপ্রিলে ফ্লয়েড রেইফারকে বেছে নেয় বোর্ড।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ 'এ' দলের কোচ ছিলেন সাবেক অধিনায়ক রেইফার। ২০০৯ সালে কম্বাইন্ড ক্যাম্পাস ও কলেজেস দলের কোচ হিসেবে কাজ শুরু করেন তিনি। দলটি তার কোচিংয়ে গত বছর জিতেছে আঞ্চলিক ওয়ানডে টুর্নামেন্টের শিরোপা। এবার রেইফারের সামনে অপেক্ষা করছে আরও বড় চ্যালেঞ্জ, ক্যারিবিয়ানদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল: জেসন হোল্ডার (অধিনায়ক), ফ্যাবিয়ান অ্যালেন, ড্যারেন ব্রাভো, কার্লোস ব্র্যাথওয়েট, শেলডন কটরেল, শ্যানন গ্যাব্রিয়েল, ক্রিস গেইল, শিমরন হেটমায়ার, শেই হোপ (উইকেটরক্ষক), এভিন লুইস, অ্যাশলি নার্স, নিকোলাস পুরান (উইকেটরক্ষক), কেমার রোচ, আন্দ্রে রাসেল, ওশান টমাস।

## প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত কোহলির

লন্ডন, ২৫ মে (হি.স.) : শনিবার বিশ্বকাপের প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। প্রথমবার বিশ্বকাপে দেশকে নেতৃত্ব দেবেন বিরাট কোহলি। তার আগে বিশ্বকাপে মাঠে নামার আগে কিংবদন্তি ব্রায়ান চালর্স লারার প্রশংসা কুড়োলেন ক্যাপ্টেন কোহলি। বিরাটকে মানুষ নয়, মেসিন অ্যাখ্যা দিলেন ত্রিনিদাদের রাজপুত্র।

আগামী ৩০ মে থেকে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের মাটিতে শুরু হচ্ছে একদিনের বিশ্বকাপ। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি আয়োজক ইংল্যান্ড ও চোকার্স দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারত বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ৫ জুন। রোজ বোলে বিরাটদের প্রথম প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। তার আগে দু'টি ওয়ার্ম-আপ ম্যাচ খেলবে কোহলিরা।

তবে এদিন প্রস্তুতি ম্যাচে স্কোয়াডে থাকা ১৫ জন ক্রিকেটারকেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে নেওয়ার সুযোগ থাকলেও, বিরাট সেই সুযোগ পাচ্ছেন না। শুক্রবার দ্বিতীয় দিনের নেট সেশনে ডান হাতে চোট পাওয়ায় অল-রাউন্ডার বিজয় শংকরকে ছাড়াই প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে নামছে ভারতীয় দল। পাশাপাশি টুর্নামেন্টের মূলপর্বের কথা মাথায় রেখে চোট সারিয়ে দলের সঙ্গে যোগ দেওয়া কেদার যাদবকেও খেলানোর ঝুঁকি নেয়নি টিম ম্যানেজমেন্ট।

ভারতের মত প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে ১৩ জনকেই ব্যবহার করছে কিউয়িরা। আঙুলে চোট থাকায় নিউজিল্যান্ড পাচ্ছে না উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান টম ল্যাথামকে। পাশাপাশি ভারতের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে নেই আদন-হাতি পেসার ম্যাট হেনরিও। তবে শক্তিশালী ভারতের বিরুদ্ধে মূলপর্বের জন্য তাঁদের প্রস্তুতিটা ভালো হবে বলেই মনে করেন কিউয়ি অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন।

একনজরে ভারতীয় দল: শিখর ধাওয়ান, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), কেএল রাহুল, দীনেশ কার্তিক, এমএস ধোনি, হার্দিক পান্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা, মহম্মদ শামি, ভুবনেশ্বর কুমার, কুলদীপ যাদব, জসপ্রীত বুমরাহ ও যুবেন্দ্র চাহাল।

## নিউ জিল্যান্ড: এবার বিজয় মঞ্চের অপেক্ষা

'সেমি-ফাইনালের দল' তকমা থেকে মুক্তি মিলেছে। শেষ চারের জাল ছিঁড়ে গত বিশ্বকাপে পা পড়েছে ফাইনালের মঞ্চে। কিন্তু বিজয় মঞ্চে ওঠা হয়নি। এবার কি নিউ জিল্যান্ড পারবে সেই অপূর্ণতা ঘোচাতে?

এমনিতে নিউ জিল্যান্ডের বিশ্বকাপ রেকর্ড যথেষ্টই সমৃদ্ধ। ১১ বিশ্বকাপে সাতবারই সেমি-ফাইনালের চৌকাঠ মাড়ানো চাট্টিখানি কথা নয়। নিয়মিত সেমি-ফাইনাল খেলাও তো কম অর্জন নয়! কিন্তু বারবার শেষ চারে কাটা পড়ে নিউ জিল্যান্ডের জন্য সেটিই হয়ে উঠেছিল এক রকম অভিশাপ। গত বিশ্বকাপে নিজ আঙিনায় তারা প্রথমবার পৌঁছেছিল ফাইনালের মহামঞ্চে। কিন্তু শিরোপা স্বপ্ন পূরণ হয়নি।

অথচ ফাইনালের আগ পর্যন্ত তাদের মনে হচ্ছিল অপ্রতিরোধ্য। গ্রুপ পর্বের সবকটি ম্যাচসহ টানা ৮ ম্যাচ জিতে কিউইরা উঠেছিল ফাইনালে। শুধু একের পর এক ম্যাচ জয়ই নয়, বিশ্বকাপ রাঙিয়েছিল 'কিউই ব্র্যান্ডের' ক্রিকেটও। যেটির মূলমন্ত্র ছিল আগ্রাসী ও ভয়ডরহীন ক্রিকেট। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ব্রেন্ডন ম্যাককালাম। শুধু ব্যাট হাতে দলকে উড়ন্ত শুরু এনে দেওয়াই নয়, অনুপ্রেরণাদায়ী নেতৃত্ব, মাঠের ভেতরে-বাইরে দারুণ ব্যক্তিত্ব ও তুমুল জনপ্রিয়তায় হয়ে উঠেছিলেন দলটির সমার্থক।

গত আসরের আগে ১৯৯২ বিশ্বকাপেও শিরোপার সুবাস পেয়েছিল নিউ জিল্যান্ড। সেবারও অগ্রযাত্রার নায়ক ছিলেন তাদের অধিনায়ক। ব্যাট হাতে দুর্দান্ত ধারাবাহিকতা আর উদ্ভাবনী ও প্রেরণাদায়ী নেতৃত্বে চমকে দিয়েছিলেন মার্টিন ক্রো।

ওই দুই আসরের মতো এবার নিউ জিল্যান্ড সহ-আয়োজক নয়। তবু সম্ভাবনায় কমতি নেই। মূল কারণ, এবারও অধিনায়ক এমন একজন, নেতৃত্বের দর্শনে অনুসারী যিনি মার্টিন ক্রো-ম্যাককালামদের। কেন উইলিয়ামসনও একই ঘরানার অধিনায়ক। যথেষ্ট রসদও আছে তার হাতে।

ওপেনিংয়ে মার্টিন গাপটিলের সঙ্গে জুটি গড়বেন হেনরি নিকোলস কিংবা কলিন মানরো। তিনে উইলিয়ামসন, চার-পাঁচে রস টেইলর ও টম ল্যাথাম। ইংল্যান্ডের ব্যাটিং সহায়ক উইকেট ও ছোট মাঠে এই ব্যাটিং লাইন আপ হয়ে উঠতে পারে ধ্বংসাত্মক।

ওয়ানডেতে অসাধারণ ধারাবাহিকতায় টেইলর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যানদের একজন হিসেবে। গত বিশ্বকাপের পর এখনও পর্যন্ত

ছয়ের পাতায় দেখুন

**খাদ্যের গুণগত মান রক্ষার্থে এবং সঠিকমাত্রায় পুষ্টি পেতে**
**মসলা জাতীয় খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল শনাক্তকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানুন**

- **হিং এর মধ্যে বিদেশি রজন (ধূপ) শনাক্তকরণ**

**পরীক্ষা পদ্ধতিঃ ১**

- অল্প পরিমাণ হিং একটি স্টেইনলেস স্টিলের চামচে রেখে আগুনে পোড়ান।
- খাঁটি হিং কর্পূরের মতো জ্বলবে।
- ভেজাল হিং জ্বালালে কর্পূরের মতো উজ্জ্বল শিখা বের হবে না।

**পরীক্ষা পদ্ধতিঃ ২**

- এক গ্রাম হিং এর গুঁড়া একটি কাঁচের পাত্রে নিন।
- এক চা-চামচ জল মেশান। ভালো করে ঝাঁকড়ে নিন।
- খাঁটি হিং হলে দুধ সাদা মিশ্রণ তৈরি হবে, কোনও বর্জ্য থাকবে না।
- **হিং এর সাজি মাটি বা মাটি জাতীয় দ্রব্য শনাক্তকরণঃ**
- অল্প পরিমাণ হিং এর নমুনা জলের সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিন এবং থিতু হতে দিন।
- খাঁটি হিং হলে, জলের নিচে কোনওরকম সাজি মাটি বা মাটি জাতীয় দ্রব্য জমা হবে না।
- যদি হিং এ কোনওরকম ভেজাল মেশানো থাকে, তাহলে ভেজালকৃত দ্রব্য জলের পাত্রের তলায় জমা হবে।
- **হিং এ স্টার্চ বা শ্বেতসার জাতীয় দ্রব্য শনাক্তকরণঃ**

**পরীক্ষা পদ্ধতিঃ**

- হিং এর নমুনা নিন এবং তাতে টিনচার আয়োডিন মেশান।
- হিং এ শ্বেতসার জাতীয় দ্রব্য মেশানো থাকলে তা নীল বর্ণ ধারণ করবে।
- **গোলমরিচ-এ পেঁপের বীচি শনাক্তকরণঃ**

**পরীক্ষা পদ্ধতি - ১**

- এক গ্লাস জলে কিছু পরিমাণ গোল মরিচ মেশান।
- খাঁটি গোল মরিচ গ্লাসের জলের নিচে থিতু হবে।
- গোল মরিচে পেঁপের বীচি মেশানো থাকলে তা গ্লাসের জলের উপর ভাসবে।

**পরীক্ষা পদ্ধতিঃ ২**

- সাদা কাগজে মশলা ছড়িয়ে দিন।
- আতস কাঁচের সাহায্যে মশলার নমুনার চেহারা পরিবর্তন হচ্ছে কিনা লক্ষ্য রাখুন।
- গোল মরিচ বাদামী বর্ণের এর পৃষ্ঠতল কুঁচকানো এবং নিজস্ব গন্ধ এবং স্বাদে ঝাল হয়।
- পেঁপের বীচির পৃষ্ঠতল সংকুচিত, মসৃণ এবং গোলাকৃতি এর রং সবুজ বাদামী বর্ণ অথবা কালো বাদামী বর্ণের হয় এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয়।
- **গোলমরিচ এ হালকা কালো অপুষ্ট গোল মরিচ শনাক্তকরণঃ**
- আঙ্গুলের ডগা দিয়ে বীজে চাপ দিন। হালকা অপুষ্ট গোলমরিচ সহজেই ভেঙে যাবে কিন্তু কালো পুষ্ট গোলমরিচ ভাঙবে না।

**সতর্ক থাকুনঃ খাদ্যে ভেজাল দূরীকরণে অংশীদার হোন**
**স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত**
**ICA/D/227/19-20**

## শ্রীলঙ্কা: চমকে ঠাসা দলের ঘুরে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ

মাহেলা জয়াবর্ধনে, কুমার সাঙ্গাকারা, তিলকারত্নে দিলশানদের বিদায়ের পর এখনও শেষ হয়নি শ্রীলঙ্কার পুনর্গঠন প্রক্রিয়া। দল পায়নি সঠিক ভারসাম্য। গড়ে ওঠেনি জয়ের অভ্যাস। একরকম ধুঁকতে ধুঁকতে বিশ্বকাপে যাচ্ছে ১৯৯৬ আসরের চ্যাম্পিয়নরা। চমকে ঠাসা এক দল নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে লঙ্কানরা।

গত বিশ্বকাপের পর থেকে ওয়ানডেতে সবচেয়ে ব্যর্থ দলগুলোর একটি শ্রীলঙ্কা। অন্তত ২০ ম্যাচ খেলেছে এমন দলগুলোর মধ্যে দ্বীপ দেশটির জয়-পরাজয়ের অনুপাত সবচেয়ে খারাপ। এই সময়ে ৮৫ ম্যাচ খেলে মোটে ২৪টিতে জিতেছে তারা। হেরেছে ৫৫টিতে, একটি হয়েছে টাই, পরিত্যক্ত পাঁচটি।

দলে বারবার পরিবর্তন এনে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা ছিল নির্বাচকদের। তাতে উল্টো বিরূপ প্রভাব পড়েছে। ঢালাও পরিবর্তনে ক্রিকেটারদের আত্মবিশ্বাস ঠেকেছে তলানিতে।

অনেক পরিবর্তন এসেছে লঙ্কান ক্রিকেটে। বদলেছে নির্বাচক, বদলেছে কোচ, বারবার পরিবর্তন এসেছে নেতৃত্বে। তবে মাঠের ক্রিকেটে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে সামান্যই। কোন দলের বিপক্ষে, কোন পরস্থিতিতে এই সময়ে হারেনি শ্রীলঙ্কা?

দেশের মাটিতে সিরিজ হেরেছে জিম্বাবুয়ের কাছে। এশিয়া কাপ থেকে ফিরেছে শূন্য হাতে। বাংলাদেশ, আফগানিস্তানের গ্রুপ থেকে যেতে পারেনি পরের রাউন্ডে। ফল হওয়া সবশেষ নয় ম্যাচের আটটিতেই হেরেছে শ্রীলঙ্কা। একমাত্র জয়টি এসেছে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে।

আগের বিশ্বকাপের পর কোনো ওয়ানডে না খেলা দিমুথ করুনারত্নেকে এবারের আসরে অধিনায়ক হিসেবে বেছে নিয়েছে শ্রীলঙ্কা। টেস্ট দলের অন্যতম সেরা এই ব্যাটসম্যানের ওয়ানডে রেকর্ড ভীষণ বাজে। ২০১১ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৮ ওয়ানডে খেলে গড় কেবল ২০.৫৩। তার দুটি ফিফটিই স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে। লিস্ট 'এ' রেকর্ডও তেমন সমৃদ্ধ নয়।

২০১৫ বিশ্বকাপের পর কোনো ওয়ানডে না খেলা জিবন মেন্ডিসকেও দলে রেখেছে শ্রীলঙ্কা। সাবেক চ্যাম্পিয়নদের দলে আছে এমন আরও অনেক চমক। বোর্ডের সঙ্গে কোচের সম্পর্কের টানাপোড়েন, কোচের সঙ্গে দলের অনেকের সম্পর্ক শীতল, সিনিয়র ক্রিকেটারদের মধ্যেও অন্তর্দন্দ্ব-সব মিলিয়ে লঙ্কান ক্রিকেটে যে টালমাটাল অবস্থা, সেটির প্রভাবই যেন পড়েছে দল গঠনে।

জায়গা পাননি দুই অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান উপুল থারাঙ্গা ও কয়েক মাস আগেও অধিনায়ক থাকা দিনেশ চান্দিমাল। বাদ পড়াদের তালিকায় উল্লেখযোগ্য আরও আছেন নিরোশান ডিকভেলা, দানুশকা গুনাথিলাকা ও আকিলা দনাঞ্জয়া।

২০১৭ সালে সবশেষ ওয়ানডে খেলা লাহিরু থিরিমান্নে, বাঁহাতি স্পিনিং অলরাউন্ডার মিলিন্দা সিরিবর্দনা ও লেগ স্পিনার জেফ্রি ভ্যান্ডারসে আছেন বিশ্বকাপ দলে। পাঁচটি ওয়ানডে খেলে কেবল ৭১ রান করলেও দলে জায়গা পেয়েছেন ব্যাটসম্যান আভিশকা ফার্নান্দো।

পেস বোলিংয়ে অবশ্য সম্ভাব্য সেরাদের নিয়েই যাচ্ছে শ্রীলঙ্কা। অভিজ্ঞদের উপর আস্থা রেখেছে তারা। লাসিথ মালিঙ্গা, সুরাঙ্গা লাকমলের সঙ্গে আছেন নুয়ান প্রদিপ ও ইসুরু উদানা। শুধু পেসারদের ওপর নির্ভর করে বিশ্বকাপে চমক দেখানো কঠিনই হবে সাবেক চ্যাম্পিয়নদের জন্য।

গুরুত্বপূর্ণ যিনি: ইসুরু উদানা

ক্রমশই অলরাউন্ডার হিসেবে নিজেকে মেলে ধরছেন ৩১ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে ব্যাট হাতে প্রমাণ করেছেন নিজের সামর্থ্য। সীমিত ওভারের দুটি সিরিজে একমাত্র আশার আলো ছিল তার বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে।

বোলার হিসেবে এখন বেশ পরিণত উদানা। দুই দিকে সুইং করাতে পারেন। তবে বাঁহাতি এই পেসারের মূল শক্তি বৈচিত্র্য। দারুণ সব স্লোয়ার ডেলিভারি আছে তার ঝুঁলিতে। ডেথ ওভারে হতে পারেন বেশ কার্যকর।

কোচ: চন্দিকা হাথুরুসিংহে

বাংলাদেশে বেশ সাফল্য পাওয়া হাথুরুসিংহে কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন শ্রীলঙ্কায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় ঐতিহাসিক টেস্ট সিরিজ জয়ের পরও খুব একটা স্বস্তিতে নেই দেশটির প্রধান কোচ। সফরের মাঝপথ থেকে তাকে দেশে ডেকে পাঠায় লঙ্কান বোর্ড। গত এশিয়া কাপে ব্যর্থতায় হাথুরুসিংহে সব দায় চাপান সে সময়ের অধিনায়ক অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউসের ওপর। সে সময়ে কোচ-অধিনায়কের দ্বন্দ্বের খবর প্রকাশ্যে আসে। অনেক ক্ষমতা হারিয়ে এখন টিকে আছেন বটে তবে বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে তার অগ্নিপরীক্ষা।

শ্রীলঙ্কা দল: দিমুথ করুনারত্নে (অধিনায়ক), লাসিথ মালিঙ্গা, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস, থিসারা পেরেরা, কুসল পেরেরা, ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা, কুসল মেন্ডিস, ইসুরু উদানা, মিলিন্দা সিরিবর্দানা, আভিশকা ফার্নান্দো, জিবন মেন্ডিস, লাহিরু থিরিমান্নে, জেফ্রি ভ্যান্ডারসে, নুয়ান প্রদিপ, সুরাঙ্গা লাকমল।

## ভারতকে উড়িয়ে দিল নিউ জিল্যান্ড

ব্যাটিং-বোলিং কোনো বিভাগেই খুব একটা ভালো করতে পারল না ভারত। ট্রেন্ট বোল্ট ও জেমস নিশামের চমৎকার বোলিংয়ের পর রস টেইলর ও কেন উইলিয়ামসনের ফিফটিতে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে সহজেই জিতে গেল নিউ জিল্যান্ড।

লন্ডনের কেনিংটন ওভালে ৬ উইকেটে জিতেছে নিউ জিল্যান্ড। ১৮০ রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলেছে ৭৭ বল বাকি থাকতে।

টস জিতে শনিবার ব্যাটিং নেন ভারত অধিনায়ক বিরাহ কোহলি। প্রথম চার ব্যাটসম্যানের মধ্যে দুই অঙ্ক ছুঁতে পারেন কেবল তিনিই। ট্রেন্ট বোল্টের সুইংয়ে পরাস্ত হয়ে দ্রুত ফিরেন রোহিত শর্মা, শিখর ধাওয়ান ও লোকেশ রাহুল। টপ অর্ডারের বিরল ব্যর্থতায় লম্বা সময় ব্যাটিং করে দলকে টেনে তোলার সুযোগ পান মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানরা।

হার্দিক পান্ডিয়া, মহেন্দ্র সিং ধোনি, দিনেশ কার্তিক সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। নিউ জিল্যান্ডের পেসারদের দারুণ বোলিংয়ের সামনে বুক চিতিয়ে লড়াই করেন কেবল রবীন্দ্র জাদেজা। দুই ছক্কা ও ছয় চারে

ছয়ের পাতায় দেখুন

# টানা তিনবার ইউরোপের সর্বোচ্চ গোলদাতা মেসি

নিয়ন, ২৫ মে (হি.স.) : কেরিয়ারে রেকর্ড ষষ্ঠবার এবং টানা তৃতীয়বারের জন্য ইউরোপিয়ান গোল্ডেন সু পুরস্কার জিতে নিলেন আর্জেন্টিনা তারকা লিওনেল মেসি। বার্সিলোনা তারকার সঙ্গে লড়াইয়ে ছিলেন পিএসজির কিলিয়ান এমবাপে। মেসিকে টপকাতে হলে শুক্রবার মরশুমের শেষ লিগ ম্যাচে চার গোল দরকার ছিল এমবাপের। কিন্তু এমবাপে গোল পাননি। ম্যাচটিও পিএসজি ১—৩ ব্যবধানে হেরে যায়। শনিবার আবার কোপা ডেল---রে ফাইনালে ভ্যালেন্সিয়ার বিরুদ্ধে বার্সেলোনা খেলবে। লিভারপুলের কাছে হারের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়েই আরও একটি ব্যর্থ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ মরশুম শেষ করেছে বার্সেলোনা। তবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদকে রেকর্ড পয়েন্টের ব্যবধানে পিছনে ফেলে টানা দ্বিতীয়বার লা-লিগা খেতাব ঘরে তুলেছে কাতালান ক্লাবটি। একইসঙ্গে ক্লাবের ইতিহাসে প্রথম ফুটবলার হিসেবে ১০টি লা-লিগা খেতাব জয়ের নজির গড়েছেন মধ্যমনি লিওনেল মেসি।

এমনকি দলের এই খেতাব জয়ের পিছনে বরাবরের মত সবচেয়ে বেশি অবদানও রেখেছেন তিনি। সদ্য সমাপ্ত মরশুমে বার্সেলোনার জার্সি গায়ে লা-লিগায় ৩৪ ম্যাচে ৩৬ গোল করেছেন এই আর্জেন্তাইন। ফের একবার প্রমাণ করেছেন কেন তিনি সর্বকালের অন্যতম সেরা। শনিবার কোপা দেল রে ফাইনালে ভ্যালেন্সিয়াকে হারাতে পারলে মরশুমের দ্বিতীয় ঘরোয়া ট্রফি ঢুকবে বার্সার ক্যাবিনেটে। ঠিক তার আগে মরশুমে দুরন্ত পারফরম্যান্সের ফল পেলেন লিও মেসি। অন্যদিকে ৩৬ গোল করে লা-লিগার সর্বোচ্চ গোলদাতা মেসি পিছনে ফেলেছেন সতীর্থ সুয়ারেজ ও রিয়াল স্ট্রাইকার করিম বেঞ্জেমাকে। দ্বিতীয়স্থানে থাকা এই দুই স্ট্রাইকারের গোলসংখ্যা ২৬। সবমিলিয়ে আরও একটি দুরন্ত লা-লিগা মরশুম সেইসঙ্গে ইউরোপিয়ান গোল্ডেন সু জয় ফের একবার যে ব্যালন ডি'অরের দৌড়ে ফেভোরিট করে তুলবে মেসিকে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।

# বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা

কার্ডিফ, ২৫ মে (হি.স.) : বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা। বিশ্বকাপে বাইশ গজে বড় রান ওঠার আভাস আগেই পাওয়া গিয়েছিল। কার্ডিফের সোফিয়া গার্ডেন্সে অবশ্য ৩৩৮ রান তাড়া করতে পারল না শ্রীলঙ্কা। প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৮৭ রান হারিয়ে বিশ্বকাপে গা-ঘামালে ফ্যাফ ডু'প্লেসিরা।সোফিয়া গার্ডেন্সে বিশ্বকাপের এদিন দ্বিতীয় ওয়ার্ম-আপ ম্যাচে ম প্রথমে ব্যাট করে দ্বীপরাষ্ট্রের সামনে বড় রানের লক্ষ্যমাত্রা ছুঁড়ে দেয় প্রোটিয়াবাহিনী। ওপেনার হাসিম আমলার ৬৫, দলনায়ক ফাফ ডু প্লেসির ৮৮ রান দক্ষিণ আফ্রিকাকে পৌঁছে দিল পাহাড়প্রমাণ ৩৩৮ রানে। কিন্তু রান তাড়া করতে নেমে ৪২.৩ ওভারে মাত্র ২৫১ রানে অল-আউট হয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। ব্যাট হাতে ঝোড়ো ৩৫ রান করার পর বল হাতে ৭ ওভারে ৩৬ রান দিয়ে চার উইকেট তুলে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার জয় নিশ্চিত করেন পেয়েলুখাও। প্রস্তুতি ম্যাচে এদিন টস জিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে এদিন ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান শ্রীলঙ্কা দলনায়ক দিমুথ করুণারত্নে। সুরঙ্গা লাকমল, নুয়ান প্রদীপদের বিরুদ্ধে শুরুটা ভালোই করেন দুই প্রোটিয়া ওপেনার হাসিম আমলা ও এইডেন মার্করাম। কিন্তু ৬.২ ওভারে দলীয় ৪৭ রানের মাথায় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতেই মার্করামকে ফেরান লাকমল। ১৫ বলে ২১ রান করে প্যাভিলিয়নে ফেরেন তিনি। এরপর দ্বিতীয় উইকেটে আমলা-ডু'প্লেসির ১২৮ রানের পার্টনারশিপ মজবুত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দেয় দক্ষিণ আফ্রিকাকে।

রান তাড়া করতে নেমে এদিন শুরুটা মোটেই ভালো হয়নি শ্রীলঙ্কার। স্কোর বোর্ডে কোনও রান তোলার আগেই ড্রেসিংরুমের পথ ধরেন কুশল পেরেরা। তার পর অবশ্য ক্যাপ্টেন দ্বিমুত করুনারত্নে সর্বোচ্চ ৮৭ রান করেন। ইনিংসে এক ডজন বাউন্ডারি মারেন লঙ্কা ক্যাপ্টেন। এছাড়া প্রাক্তন অধিনায়ক অ্যাঞ্জলো ম্যাথিউজ ৬৪ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন। ৬৬ বলের ইনিংসে ৬টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি। দুরন্ত বোলিং করেন প্রোটিয়া পেসার লুঙ্গি এনগিদি। ৬ ওভারে মাত্র ১২ রান খরচ করে দু'টি উইকেট তুলে নেন প্রোটিয়া পেসার।

# ওয়েস্ট ইন্ডিজ: টি-টোয়েন্টির জাদু ওয়ানডেতেও দেখানোর পালা

ক্রিকেট বিশ্বকাপের প্রথম দুই আসরের চ্যাম্পিয়ন। ফাইনালে উঠেছিল পরেরবারও। ইতিহাস-ঐতিহ্যে ভরপুর সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজই কি না ওয়ানডে ক্রিকেটে পিছিয়ে পড়ছে দিনকে দিন। প্রথম তিন আসরের পর আর ফাইনালে যেতে পারেনি দলটি। এবার তো মূল পর্বের টিকেটের জন্য তাদের খেলতে হয়েছে বাছাই পর্ব। তবুও গোণায় রাখতে হবে ক্যারিবিয়ানদের। টি-টোয়েন্টির জাদু ৫০ ওভারের ক্রিকেটেও দেখাতে পারলে ক্রিস গেইল, আন্দ্রে রাসেলরা পাল্টে দিতে পারেন সব হিসেব-নিকেশ।

ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অবস্থান আট নম্বরে। গত বছর জিম্বাবুয়েতে হয়ে যাওয়া বাছাই পর্বে শিরোপা জিততে পারেনি দলটি, আফগানিস্তানের কাছে হেরে হয় রানার্সআপ। বাছাই পর্ব সহজ ছিল না দলটির জন্য। স্কটল্যান্ডের কাছে হারলে দর্শক হয়ে থাকতে হতো চূড়ান্ত পর্বে। ভাগ্যের ছোঁয়ায় বেঁচে যায় তারা। ডাকওয়ার্থ ও লুইস পদ্ধতিতে ৫ রানে জিতে চূড়ান্ত পর্ব নিশ্চিত করে ক্যারিবিয়ানরা।

যখন দেশকে বিশ্বকাপে নিতে লড়ছিলেন জেসন হোল্ডাররা তখন অনেক তারকা ক্রিকেটার বেছে নিয়েছিলেন পাকিস্তানের ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট পিএসএল। তাদের কেউ কেউ ফিরেছেন বিশ্বকাপ দলে। তবে চিত্রটা তেমন পাল্টায়নি। ভারতে আইপিএলে খেলার জন্য অনেক তারকা ক্রিকেটারই ছিলেন না আয়ারল্যান্ডে স্বাগতিক ও বাংলাদেশের বিপক্ষে ত্রিদেশীয় সিরিজের দলে, যে টুর্নামেন্টে খেলে মূল অভিযানের আগে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়াটা সেরে নিতে পারতেন তারা।

র্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে থাকায় ২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ব্যর্থতার ছাপ পড়েছে ক্রিকেটারদের র্যাঙ্কিংয়েও। ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ে সেরা দশে আছেন কেবল শেই হোপ। সেরা ৭০ এ তাদের খেলোয়াড় আছে মোটে তিন জন। ২৯ নম্বরে শিমরন হেটমায়ার, ৪৬ নম্বরে গেইল। বোলিংয়ে সেরা দশের ধারে কাছে নেই কেউ। সেরা অবস্থান অধিনায়ক জেসন হোল্ডারের, ৩৯তম।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের সম্ভাবনা তবুও উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। বিস্ফোরক সব ব্যাটসম্যান আছে তাদের। আছে গতিময় বোলার, কার্যকর অলরাউন্ডার। একটু যা ঘাটতি তা কেবল স্পিন বোলিংয়ে। কারণ, দলে নেই অফ স্পিনার সুনিল নারাইন ও লেগ স্পিনার দেবেন্দ্র বিশু।

অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান মারলন স্যামুয়েলস, কাইরন পোলার্ডের অভাব হয়তো অনুভব করবে দলটি। ডোয়াইন ব্রাভো আবার কিছু দিন আগে গেছেন অবসরে।

টেস্ট দলের মূল বোলার গতিময় পেসার শ্যানন গ্যাব্রিয়েলকে ওয়ানডেতে ফিরিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সঙ্গে আছে কেমার রোচ, ওশান টমাস ও শেলডন কটরেল। গতির ঝড় তুলে প্রতিপক্ষকে চমকে দেওয়ার সামর্থ্য আছে ক্যারিবিয়ান পেস ব্যাটারির।

তিন পেস বোলিং অলরাউন্ডার আন্দ্রে রাসেল, হোল্ডার ও কার্লোস ব্র্যাথওয়েটের উপস্থিতিতে দলটি দারুণ ভারসাম্যপূর্ণ। ব্যাটিং ও বোলিং গভীরতা যে কোনো প্রতিপক্ষের জন্যই হতে পারে হুমকি। দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন হোল্ডার। গত বিশ্বকাপের পর থেকে দেশের সবচেয়ে বেশি উন্নতি করা ক্রিকেটার তিনিই। এই সময়ে ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক ৬২ ম্যাচে নিয়েছেন ৭৫ উইকেট। ওয়েস্ট ইন্ডিজের আর কেউ নিতে পারেননি ৫০ উইকেটও। এই সময়ে হোল্ডারের (১ হাজার ২৫৭) চেয়ে বেশি রান করেছেন কেবল হোপ (২ হাজার ২৪৭)।

নিজের পঞ্চম বিশ্বকাপ খেলার অপেক্ষায় থাকা গেইলের সঙ্গে ইনিংস উদ্বোধন করতে পারেন এভিন লুইস। পরে আছেন হোপ, ড্যারেন ব্রাভো, হেটমায়ার, নিকোলাস পুরান। ইংল্যান্ডের ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে যেকোনো বোলিংকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার সামর্থ্য আছে তাদের।

২০১৫ বিশ্বকাপের পর থেকে মাত্র দুটি ওয়ানডে খেলেছেন রাসেল। তবে আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে তার বিস্ফোরক ব্যাটিং আশা দেখাচ্ছে দলকে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সবশেষ সিরিজে গেইল দেখিয়েছেন এখনও কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারেন তিনি। বিশ্বকাপের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরিয়ান মুখিয়ে আছেন শেষটা রাঙাতে।

বিশ্ব জুড়ে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে রাজত্ব করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়রা। এই সংস্করণে সবশেষ তিন আসরের দুটিতেই শিরোপা জিতেছে তারা। এখনকার ওয়ানডেতে টি-টোয়েন্টির দারুণ প্রভাব। সেই সংস্করণের সবচেয়ে কুশলী খেলোয়াড়রা এবার নিচ্ছেন দলকে তৃতীয় বিশ্বকাপ জেতানোর চ্যালেঞ্জ।

গুরুত্বপূর্ণ যিনি: ওশান টমাস

স্রেফ গতির জন্য ব্যবধান গড়ে দিতে পারেন টমাস। নিজের দিনে কি করতে পারেন তা দেখিয়েছেন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের পঞ্চম ওয়ানডেতে। ২১ রানে পাঁচ উইকেট নিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন ইংলিশদের। সহায়ক কন্ডিশনে হতে পারেন ধ্বংসাত্মক। ইংল্যান্ডের ব্যাটিং সহায়ক উইকেটেও গতির ঝড় তুলে কাঁপিয়ে দিতে পারেন ব্যাটসম্যানদের।

নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস নিয়ে শনিবার আমতলি থানা ঘেরাও করে এলাকাবাসীরা। ছবি- নিজস্ব।

# মোদীর প্রতি আস্থা ও অমিত শাহের রণকৌশলেই পুনরায় কেন্দ্রের ক্ষমতায় বিজেপি ঃ বিপ্লব দেব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।।** নরেন্দ্র মোদীর প্রতি দেশবাসীর আস্থা এবং অমিত শাহ-র রণকৌশলেই বিজেপি বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পুণরায় কেন্দ্রে সরকার গঠন করছে। একটি বৈদ্যুতিক সংবাদ মাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ-কথা জোর দিয়ে বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

তাঁর কথায়, সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে পরিবারতন্ত্র, কমিউনিজম এবং বাহুবলি আচরণ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। তার বদলে উন্নয়ন স্থান পেয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকরাই বিজেপি-কে ভোট দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় রাজনীতি কৌশলগত দিক দিয়ে নতুন পদ্ধতি এনেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। পৃষ্ঠাপ্রমুখ, এসএমএস-র মাধ্যমে সদস্যপদ সংগ্রহ, এধরনের পদ্ধতি ভারতীয় রাজনীতিতে কখনই ছিল না।

তাঁর দাবি, বিজেপি সভাপতির এই নতুন পদ্ধতিগুলির জন্যই জনসম্পর্ক বিরাট আকার ধারণ করেছে। বিপ্লব দেব জোর গলায় বলেন, অমিত শাহ-র রাজনৈতিক রণকৌশল এবং নতুন পদ্ধতির কারণে বিজেপি বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে।

বিপ্লব দেবের কথায়, অতীতে নির্বাচনগুলিতে শুধুই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশে রাজনীতি হতো। কিন্তু, এবার নির্বাচনে ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে কাউকে সুর চড়াতে দেখা যায়নি। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, কংগ্রেস সহ বিরোধীরা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যই ধর্মনিরপেক্ষতার নামে রাজনীতি করতেন। তাঁরা তোষণের রাজনীতি পছন্দ করতেন। কিন্তু, এবার নির্বাচনে তোষণের রাজনীতি সমাপ্ত হয়েছে। তাঁর মতে, পরিবারতন্ত্র, কমিউনিজম এবং বাহুবলি আচরণের রাজনীতিই শেষ হয়ে গিয়েছে।

কারণ, দেশবাসী উন্নয়নকে বাছাই করেছে।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির উত্থানের জন্য তৃণমূল সমর্থকদের কুর্ণিশ জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সমর্থকরা বিজেপি ভোট দিয়েছেন। বিপ্লব দেব মনে করেন, তৃণমূল নেত্রীর স্বৈরাচারী শাসন এবং সিন্ডিকেট রাজের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে জনাদেশ এসেছে। মমতা ব্যাণার্জির শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে সেখানে মানুষ বিজেপির উত্থান হোক চেয়েছে।

বিপ্লব কুমার দেব বলেন, লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী, বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতিকে প্রচারে বাধা দিয়েছে তৃণমূল। বিষ্ণুপুরে শেষ মুহূর্তে তাঁর সভা বাতিল করে দিয়েছে প্রশাসন। শুধু তাই নয়, রোড শো-ও করতে পারেননি তিনি। বিপ্লবের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে চারটি স্থানে তাঁর সভা বাতিল করে দিয়েছে প্রশাসন। এধরনের স্বৈরাচারী মনোভাব কোন গণতন্ত্রের জন্য সুখকর হতে পারে না, ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন তিনি। তাই, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির দরুণ বিজয় হয়েছে, দাবি বিপ্লবের।

# ইস্তফার ইচ্ছে প্রকাশ রাহুলের, সর্বসম্মতিক্রমে খারিজ করেছে কমিটি : রণদীপ সুরেজওয়ালা

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.): সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে বিপর্যয়ের দায় ঘাড়ে নিয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে ইস্তফা দিতে চেয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীউ কিন্তু, রাহুল গান্ধীর ইস্তফা গ্রহণ করেনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিউ প্রথমে এই তথ্যকে সম্পূর্ণ 'ভুয়ো' আখ্যা দিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা রণদীপ সুরেজওয়ালাউ সুরেজওয়ালা স্পষ্টতই জানিয়ে দিয়েছিলেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেননি রাহুল গান্ধীউ পরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রণদীপ সুরেজওয়ালা জানিয়েছেন, 'রাহুল গান্ধী ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে সেই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিউ' সুরেজওয়ালা আরও জানিয়েছেন, 'কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীকে দল পুনর্গঠনের পূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি।

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের ধাক্কা সামলে উঠতে না উঠতেই ভোট-বিপর্যয়ের তৃতীয় দিন, শনিবার বেলা এগারোটা নাগাদ দিল্লিতে বৈঠকে বসেছিল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিউ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী, উত্তর প্রদেশ পূর্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা প্রমুখউ এছাড়াও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি চিদম্বরম, গুলাম নবি আজাদ, মল্লিকার্জুন খাড়্গে, পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং, কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া, কংগ্রেস নেতা আর পি এন সিং, পি এল পুনিয়া এবং মোতিলাল ভোরা-সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেনউ এদিন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শেষে লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ফলাফল প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা এ কে অ্যান্টনি বলেছেন, 'ভোটে বিপর্যয়হয়েছে, তা আমি মানি নাউ আমরা প্রত্যাশার উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয়নিউ দল এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবে....এদিন ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সাধারণ বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়েছে।

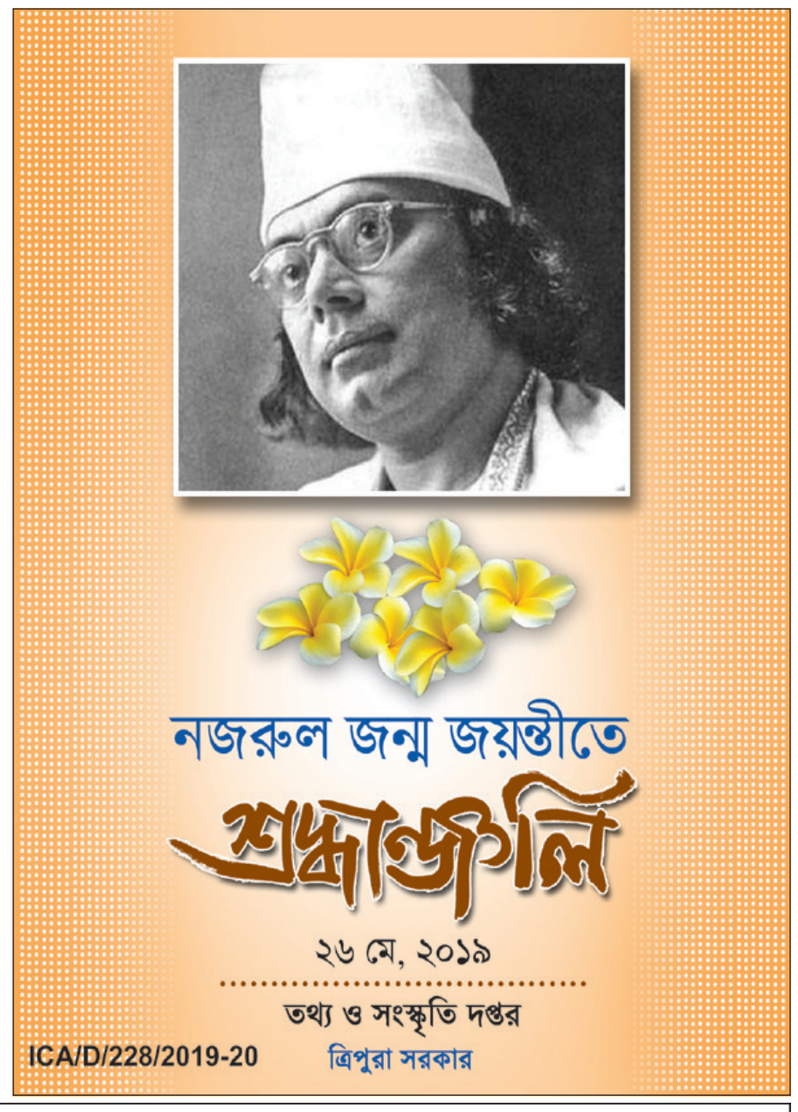


# সর্ব সম্মতিক্রমে এনডিএ-র নেতা নির্বাচিত হলেন নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.) : সর্ব সম্মতিক্রমে এনডিএ-র নেতা নির্বাচিত হলেন নরেন্দ্র মোদী উ শনিবার সংসদের সেন্ট্রাল হলে আয়োজিত সভায় এনডিএ-র সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব ও জয়ী সাংসদদের উপস্থিত ছিলেন উ এনডিএ-র সংসদীয় দলনেতা হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর নাম প্রস্তাব করেন প্রকাশ সিং বাদল। তারপরেই সকলেই মোদীকে সমর্থন করেন।

এবার লোকসভা নির্বাচনে দেশের ৫৪২টি আসনের মধ্যে ৩০৩টি আসন একাই দখল করে বিজেপি। ২৩ মে মহাবিজয়ের পর প্রত্যেকেরই নজর এখন প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদীর মহাঅভিষেকের দিকে। তার আগে শনিবার সংসদের সেন্ট্রাল হলে হাজির ছিল বিজেপি সহ এনডিএ-র সব শরিক দল। সেখানেই এনডিএ-এর সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত করা হল নরেন্দ্র মোদীকে। এদিন সভার প্রথমে সংসদীয় দলনেতা হিসেবে তাঁর নাম প্রস্তাব করেন শিরোমণি অকালি দলের প্রধান প্রকাশ সিং বাদল। তাঁর এই প্রস্তাব সমর্থন করেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডি(ইউ) প্রধান নীতীশ কুমার, শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে ও লোক জনশক্তি পার্টির সুপ্রিমো রামবিলাস পাসোয়ান-সহ অন্যরা।

এদিন তাঁকে দলনেতা নির্বাচিত করার জন্য এনডিএ সাংসদদের ধন্যবাদ জানান নরেন্দ্র মোদী পাশাপাশি বিজেপি ও এনডিএ-র এই জয়ের জন্য ধন্যবাদ জানান কর্মী-সমর্থকদের। বলেন, "এনডিএ-র সাংসদরা আমাকে নেতা নির্বাচিত করেছেন। সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার জন্য আমি গর্বিত ও কৃতজ্ঞ। এখান থেকেই নতুন ভারতের যাত্রা শুরু হল।

নরেন্দ্র মোদীকে এনডিএ-র সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত করার পর তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানান বিজেপি ও অন্যান্য শরিক দলের নেতৃবৃন্দ। একে একে অভিনন্দন জানান বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী, মুরলীমনোহর জোশী, প্রকাশ সিং বাদল, শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে, নীতিশ কুমার, বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজ, নীতিন গড়্কড়ি। এদিন এনডিএ-এর বৈঠকে হাজির ছিলেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা মুরলীমনোহর জোশী এবং লালকৃষ্ণ আডবাণী। বৈঠকে লালকৃষ্ণ আডবাণীর কাছ থেকে আশীর্বাদও নেন নরেন্দ্র মোদী।

## পাগলপন্থী সিনেমার একটি দৃশ্যের শুটিংয়ে আহত জন আব্রাহাম

মুম্বই, ২৫ মে (হি. স.): পাগলপন্থী সিনেমার একটি দৃশ্যের শুটিং করার সময় আহত হলেন জন আব্রাহাম। জানা গেছে, অভিনেতার বাঁ হাতের পেশীতে আঘাত লেগেছে এবং আগামী কয়েকদিন ধরে তিনি শুটিং করতে পারবেন না।

জানা গেছে, শুটিং চালাকালীন বাঁ হাতের পেশীতে আঘাত পান জন আব্রাহাম। আপতত তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। কয়েক দিনের জন্য বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক। আগামী কয়েকদিন তিনি শুটিং করতে পারবেন না। হাসির ছবির জন্য যাঁর অপেক্ষা করে থাকেন, তাঁদের জন্য এই বছর রয়েছে ''পাগলপন্থী''। অনীশ বাজমি পরিচালিত এই ছবিতে তারকা সমাবেশ বেশ তাক হওয়ার মতো। দেখা যাবে, অনিল কাপুর, জন অব্রাহাম, ইলিনা ডিক্রুজ, আরশাদ ওয়ারজি, পুলকিত সম্রাট, কৃতি খারবান্দা, উর্বশী রাওতেলা, সৌরভ শুক্লা প্রমুখ। ছবির অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্র এতে ক্লাউনের পোশাকে দেখতে পাওয়া যাবে আরশাদ ওয়ারজি এবং জন অব্রাহামকে। ২২ নভেম্বর মুক্তি পাবে সিনেমাটি।

## বকেয়া টাকা না পেলে বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারী দিল আর্টিস্টস ফোরাম

কলকাতা, ২৫ মে (হি.স.): বকেয়া টাকা না পেয়ে দাগ সি মিডিয়ার সাথে এবং তার সঙ্গে যুক্ত কোনও ব্যক্তির সঙ্গে আর্টিস্টস ফোরামের সদস্য কোনও শিল্পী কাজ করবেন না। শনিবার একটি সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানাল শিল্পীদের সংগঠন আর্টিস্টস ফোরাম।

বেশ কয়েক মাস থেকেই দাগ সি মিডিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছিল তাঁরা শিল্পীদের পারিশ্রমিক মেটাচ্ছে নাউ এই পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি তেত্রিশ লক্ষ টাকা শুধুমাত্র শিল্পীদের পারিশ্রমিক বাবদ বাকি রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছেউ

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে ফোরামের কার্যনির্বাহী সভাপতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "বহু শিল্পী অর্থকষ্টে রয়েছেন এবং পারিশ্রমিকের টাকা প্রত্যেকের ন্যায্য পাওনা। পরিস্থিতি এমন জটিল হয়ে উঠেছে, শিল্পীদের যেন ভিক্ষা চাইতে হচ্ছে তাঁদের পাওনা টাকার জন্য। আর্টিস্ট ফোরাম কখনওই এটা মেনে নেবে না। আমরা বড় কোনও পদক্ষেপ নিতে চলেছি। তা ঠিক সময়ে সংবাদমাধ্যমকে জানাব"।

ফোরামের পক্ষ থেকে শনিবার জানানো হয়েছে, দাগ সি মিডিয়ার সকলের সঙ্গে অসংখ্য বৈঠক করার পরেও কোনও সমাধান হয়নি। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ফোরামের সিদ্ধান্ত, দাগ সি মিডিয়া এবং তার সঙ্গে যুক্ত কোনও ব্যক্তির সঙ্গে ফোরামের সদস্য কোনও শিল্পী কাজ করবেন না। পাশাপাশি এই নিয়ে বড়সড় আন্দোলনের নামবেন বলেও হুঁশিয়ারী দিয়েছে ফোরাম।

ছয়ের পাতায় দেখুন

# ভোট পরবর্তী হিংসা ছড়াচ্ছে বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়া, ২৫ মে (হি. স.) : ভোট পরবর্তী হিংসায় ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বাঁকুড়া।জেলার বিভিন্ন এলাকায় হিংসা শুরু হয়েছে। শুক্রবার রাতে তালডাংরায় তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙচুরকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।দফায় দফায় ঝামেলা বাধে।এছাড়াও বড়জোড়ায় পখন্না অঞ্চলের গোপালপুরে তৃণমূলের পার্টি অফিস দখলেকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়।ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত হয়ে উঠে বাঁকুড়ার তালডাংরার পাঁচমুড়া। শুক্রবার রাত থেকে দফায় দফায় এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।পাঁচমুড়া পুরাতন বাসস্ট্যাণ্ড সংলগ্ন তৃণমূল সমর্থিত আইএনটিইউসি অফিস ভাঙ্গচুরের অভিযোগ উঠে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে শাসক দলের স্থানীয় এক নেতার বাড়ির একাংশে ভাঙ্গচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ।।

শুক্রবার রাতে পাঁচমুড়া পুরাতন বাসস্ট্যাণ্ড এলাকায় তৃণমূলের পার্টি অফিসে একদল দুষ্কৃতি অতর্কিতে হামলা চালায়। এই ঘটনায় পার্টি অফিসের সমস্ত আসবাবপত্র সহ দলীয় পতাকা ও দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিও মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়।এই অভিযোগ করে পাঁচমুড়া অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি উত্তম গরাই বলেন ''সিপিএমের হার্মাদ''রা বিজেপিতে যোগ দিয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। একই সঙ্গে তার বাড়ির সদর দরজার একাংশও ওই দুষ্কৃতি দলটি ভেঙে দিয়েছে।। তিনি বলেন আক্রমণকারী প্রত্যেকেই আমাদের পূর্ব পরিচিত। বিষয়টি থানায় লিখিতভাবে জানানো হবে বলে তিনি জানান।

এই ঘটনার পর এলাকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বিজেপির পক্ষ থেকে তৃণমূলের অভিযোগ অস্বীকার করে বলা হয়েছে এই ঘটনা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দের ফল। ওই পার্টি অফিসে নিত্যদিন বিভিন্ন ধরণের বেআইনী কাজ হতো। যার ফলশ্রুতিতেই এই ঘটনা বলে বিজেপির দাবী। বিজেপি মণ্ডল-২ সভাপতি সুজয় দুলে বলেন, এই এলাকায় তৃণমূলের চার-পাঁচটি গোষ্ঠী রয়েছে। ভোটের ফলাফল খারাপ হয়ে যাওয়ার পর নিজেরাই মারামারিতে জড়িয়ে পড়েছে। , নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের জেরে নিজেরাই ওই পার্টি অফিস ভেঙ্গে বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুলতে চাইছে।বিজেপি কোন অবস্থাতেই এই ভাঙ্গচুরের সঙ্গে যুক্ত নয়।।

অপরদিকে বড়জোড়ার পখন্না অঞ্চলের গোপালপুরে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় দখল করার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে।বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করে বলা হয়েছে বিজেপি কখনোই এধরনের কাজকে প্রশ্রয় দেয় না।তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর লোকজন যারা একসময় এই অফিসে বসতো তারা আজ সকালে পার্টি অফিসে তৃণমূলের পতাকা তুলে বিজেপির পতাকা লাগিয়ে দিয়েছে।এ বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের কোনও বক্তব্য মেলেনি।

# বন্ধ কারখানা, অ্যালয় বিলগ্নিকরন ইস্যুতে ঠেকানো গেল না শিল্পাঞ্চলে গেরুয়া ঝড়

দুর্গাপুর,২৫ মে(হি.স.) : পেটে খিদে। তাও মতাদর্শের ''লাজ'' ছেড়ে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকেরা দলে দলে ভোট দিয়েছে পদ্মফুলে। বন্ধ কারখানা, অ্যালয় স্টীলের বিলগ্নিকরন, জিএসটি, নোট বাতিল কোন ইস্যুতেই ঠেকানো গেল না গেরুয়া ঝড়। পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে বিপুল ভোটে এগিয়ে রাখল বিজেপি প্রার্থীকে। আর তাতেই জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

অতীতে বন্ধ হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত এমএএমসি, বিওজিএল, এইচএফসির মতো রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা। পুনরুজ্জীবনের আশা জুগিয়ে মুখ থুবড়ে এমএএমসি। তার ওপর রাষ্ট্রায়ত্ত সেইলের অ্যালয় ষ্টীল বিলগ্নিকরনের খাঁড়া ঝুলছে গত দুবছর ধরে। নতুন শিল্পের দেখা নেই। গত পাঁচ বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প অথবা স্বাস্থ্য হানি শ্রমিকদের দুঃশ্চিন্তা বাড়িয়েছে ঠিকই। যন্ত্রনাবিদ্ধ শ্রমিকমন কিন্তু গোদা প্রতিবাদের পথে নয়। আস্থার ছাপ রেখেছে সেই পদ্ম ফুলে।কারন- কেন্দ্রে স্থায়ী সরকার এলে ''হয় এস পার, নয় ওস পার'' দৃঢ় সিদ্ধান্ত আসবেই। সম্ভবত ওই আকাঙ্খায় শক্ত পোক্ত সিটু শ্রমিকরাও সর্বান্ত সমর্থন জানিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়াকেই। পাশাপাশি সাংগঠনিকভাবে দুর্বল এবং ''গুন্ডাট্যাক্সে'' মাশেল পাওয়ার নির্ভর ঘাসফুলের সংগঠনের শ্রমিকরা হাসফাঁস দশা থেকে বেরিয়ে আসার মরিয়া প্রয়াস হিসাবে বেছে নিয়েছেন আলুওয়ালিয়াকেই। শিল্পাঞ্চলে তাই গেরুয়া ঝড় নয়, মুক্তিকামী এবং যন্ত্রনাকাতর শ্রমিকরা নিরঙ্কুশ ভরসাই অনায়সে এগিয়েছে বিজেপি প্রার্থীকে। এবারে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে দুর্গাপুর পুর্ব বিধানসভা আসনে ২৬৫৯১ ভোটে এগিয়ে গেরুয়া প্রার্থী। আবার দুর্গাপুর পশ্চিমে ৪৯৫১১ ভোটে এগিয়ে বিজেপি প্রার্থী আলুওয়ালিয়া। যা চিন্তা বাড়িয়েছে তৃণমূল ও বামেদের। অশোক কুন্ডু দুর্গাপুর অ্যালয় ষ্টীল কারখানায় তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সাধারন সম্পাদক। তিনি ক্ষোভ উগরে বলেন,' শ্রমিক সংগঠনই তৈরী হল না। ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোলকাতার বাবু নেতাদের তোলাবাজিতে জেরবার হয়ে গেলাম আমরা। রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানার বুভুক্ষু শ্রমিকদের কথা ভাবার সময় কোথায় বাবুদের? তাই ফল যা হওয়ার হয়েছে।' তিনি আরও বলেন,'যার দিকে তাকিয়ে বাংলার মানুষ, শ্রমিক শ্রেনী স্বপ্ন দেখত। সেই মুখ্যমন্ত্রী কোনভাবে কারখানা বাঁচানোর কোন দিশা দিতে পারে নি। হতাশা তাই বেড়েছে আরও। কোলকাতার নেতাদের কাছে দুর্গাপুরের ধুকতে থাকা কারখানা নিয়ে কথা বলতে গেলেই তারা হয় এড়িয়ে গেছেন, নয়তো বা উদাস চোখে কড়ি বরগা গুনেছেন। শ্রমিকদের নায্যমুল্য নিয়ে মুল্যায়ন হয়নি। তাই শ্রমিকরা মুখ ফিরিয়েছে। এখন কপাল চাপড়ে কি হবে?' বামপন্থী শ্রমিক নেতা সৌরভ দত্ত অবশ্য বলেন,' উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাবন, সাম্প্রদায়িক মেরুকরন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপশাসনের সুফল পেয়েছে বিজেপি। কোন যুক্তিই কাজ করেনি। তবে বন্ধ কারখানা

ছয়ের পাতায় দেখুন

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।